চমক ভরা ধনতেরাস
২১ থেকে ২৭ অক্টোবর
(প্রতিদিন দোকান খোলা)
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৬ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 22 October, 2019 ■ আগরতলা, ২২ অক্টোবর, ২০১৯ ইং ■ ৪ কার্ত্তিক ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পূর্ত ঘোটালা মামলায় আগাম জামিনের আবেদনের শুনানি সম্পন্ন হাইকোর্টে, রায়দান স্থগিত

হাসপাতালে গ্রেপ্তার বাদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ অক্টোবর।। টানা ছয়দিনের লুকোচুরি খেলা শেষ হয়েছে। নিজে ধরা দেননি ঠিকই, কিন্তু চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যেতেই পুলিশ প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী তথা বিধায়ক বাদল চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করেছে। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এই দাবি করে ক্রাইম ব্রাঞ্চের পুলিশ সুপার কুলবন্ত সিং জানিয়েছেন, বাদল চৌধুরী এখন চিকিৎসকদের তত্বাবধানে রয়েছেন। সাথে তিনি যোগ করেন, সমস্ত আইন মেনেই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এদিকে, ত্রিপুরা হাইকোর্টে বাদল চৌধুরীর জামিনের আবেদনের শুনানী সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু, আজ আদালত রায়দান স্থগিত রেখেছে।

সোমবার রাতে আগরতলায় বেসরকারী হাসপাতালে বাদল চৌধুরীকে দেখতে যান বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার সহ অন্য সিপিএম নেতৃত্ব (বাঁয়ে) এবং হাসপাতালের আইসিইউতে বাদল চৌধুরী (ডানে)। ছবি নিজস্ব।

এদিন রাতে আগরতলায় একটি বেসরকারী হাসপাতালে ক্রাইম ব্রাঞ্চের পুলিশ সুপার কুলবন্ত সিং বলেন, পূর্ত ঘোটালায় প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী তথা বিধায়ক বাদল চৌধুরীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। আদালত তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করেছে। এরপর থেকে তাঁর খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ তল্লাসী চালিয়েছে। তিনি বলেন, সাদা পোশাকে সারা রাজ্যেই পুলিশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে তাঁর খোঁজ করছিলেন। তেমনি এই হাসপাতালেও সাদা পোশাকে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। কুলবন্ত সিং দাবি করেন, আজ বাদল চৌধুরী হাসপাতালে পৌঁছতেই তিনি পুলিশের নজরে আসেন। খবর পেয়ে তদন্তকারী পুলিশ টিম হাসপাতালে পৌঁছে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে। কুলবন্ত সিং জানান, বাদল চৌধুরীর চিকিৎসার প্রয়োজন পড়ায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং তিনি এখন চিকিৎসকদের তত্বাবধানে রয়েছেন। ক্রাইম ব্রাঞ্চের পুলিশ সুপার এদিন দাবি করেন, সমস্ত আইন মেনেই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। কোনও ত্রুটি যাতে না হয় সেদিকেও নজর রাখা হচ্ছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, আইনের অধীনে সমস্ত নিয়ম-নীতি মেনেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

এদিকে, আজ বাদল চৌধুরী হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর আইসিইউতে রাখা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, তিনি অটো চড়ে স্ত্রী নমিতা গোপকে নিয়ে হাসপাতালে যান। এদিন, হাসপাতালে তাঁর ভর্তির খবর পেয়ে ছুটে যান প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার, প্রাক্তন সাংসদ জীতেন্দ্র চৌধুরী, সিপিএম রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাশ, সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য নারায়ণ কর সহ অন্যান্যরা। বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার জানিয়েছেন, তিনি বাদল চৌধুরীর স্বাস্থ্যের খোঁজ নিয়েছেন। তাঁর সাথে তিনি কথাও বলেছেন। তবে, তাঁর শারিরীক অবস্থা নিয়ে বিরোধী দলনেতা কোন মন্তব্য করেননি। এদিকে, বাদল চৌধুরী হাসপাতালে ভর্তি শোনে তাঁর শারিরীক অবস্থার খোঁজ নিয়েছেন সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক। তিনি হাসপাতালে গিয়ে বাদল চৌধুরীকে দেখে এসেছেন।

প্রসঙ্গত, ☛ ৬এর পাতায় দেখুন

সিপিএমে বড় ধাক্কা

অনাস্থা প্রস্তাব আনলেন এডিসির ১৫ জন সদস্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ অক্টোবর।। ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (টিটিএএডিসি) ভাঙতে চলেছে। কেননা, অনাস্থা এনেছেন ১৫ জন সদস্য। তাঁদের মধ্যে ছয়জন নির্বাহী সদস্য রয়েছেন। এ ঘটনাকে স্বাভাবিকভাবেই সিপিএমে বড় ধাক্কা বলেই মনে হচ্ছে। কারণ, রাজ্যে ২০১৮ সালে বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর একের পর এক নির্বাচনে সিপিএম পরাস্ত হচ্ছে। একমাত্র এডিসিতে তাঁরা ক্ষমতা ধরে রেখেছিল। কিন্তু এখন এডিসিও হাতছাড়া হতে চলেছে। বিক্ষুব্ধ সদস্যরা সোমবার রাতে রাজ্যপালের কাছেও অনাস্থা প্রস্তাবের প্রতিলিপি তুলে দিয়েছেন।

ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদে মোট ২৮ জন নির্বাচিত এবং ২ জন মনোনীত সদস্য রয়েছেন। মনোনীত সদস্যদের কোনও ভোটাধিকার নেই। সোমবার ১৫ জন সদস্য জেলা পরিষদের সচিবের কাছে অনাস্থা প্রস্তাবের চিঠি দিয়েছেন। প্রতিরাম ত্রিপুরা (নির্বাহী সদস্য), জয়বাহাদুর জমাতিয়া (নির্বাহী সদস্য), শান্তনু জমাতিয়া (নির্বাহী সদস্য), ধীরেন্দ্র রিয়াং (নির্বাহী সদস্য), পরেশ চন্দ্র সরকার (নির্বাহী সদস), ধনঞ্জয় দেববর্মা, মধুমতি দেববর্মা, মতিলাল শুক্লবৈদ্য, গুরুপদ দেববর্মা, বাদারবাম হালাম, সঞ্জীব মারাক, সাথাই মগ, খগেন্দ্র কুমার রিয়াং, সন্ধ্যা রানি চাকমা (নির্বাহী সদস্য) এবং জয়কিশোর জমাতিয়া, জেলা পরিষদের এই ১৫ জন সদস্য সদস্যা এদিন অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন। তাঁদের মধ্যে সঞ্জীব মারাকের ভোটাধিকার নেই। কারণ, তিনি মনোনীত সদস্য।

স্বাভাবিকভাবেই আপাতত ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা কেউ এখনও প্রমাণ করার মতও অবস্থায় নেই। এদিকে মেলারমাঠে সিপিএম পার্টি অফিসে শীর্ষ নেতৃত্ব এই পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠক করেছেন। সাংবিধানিক ক্ষমতাবলে এডিসির মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য জেলা পরিষদ ভেঙে দিতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে রাজ্যপাল কী ভূমিকা নেন সে দিকেও গোটা রাজ্য তাকিয়ে রয়েছে। আজ সন্ধ্যায় জেলা পরিষদের ওই ১৫ জন সদস্য রাজ্যপালের সাথে দেখা করে অনাস্থা প্রস্তাবের বিষয়ে কথা বলেছেন। স্বাভাবিকভাবেই এই পরিস্থিতিতে ফের রাজ্যে রাজনৈতিক পরিমণ্ডল নতুন রূপ নিতে চলেছে বলেই মনে হচ্ছে।

এদিকে, সিপিএম ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদকমন্ডলি এক বিবৃতিতে দাবি করেছে, ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদে বিজেপির কোন নির্বাচিত সদস্য নেই। কিন্তু, শাসক দল বিজেপি এডিসি দখল করার জন্য একটি ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। কয়েকজন সদস্যকে প্রচুর অর্থ দেওয়ার প্রলোভন দেখানো হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। বিবৃতি আরও বলা হয়েছে বর্তমান এডিসি কার্য্যকরী পরিষদের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনার কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ নেই। সীমাবদ্ধ অর্থ ও ক্ষমতা নিয়েই বর্তমান কার্য্যকরী পরিষদ এডিসি এলাকার নাগরিকদের আর্থ ও সামাজিক উন্নয়নে যথাসাধ্য কাজ করছে। রাজ্যের বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার এডিসিকে তাদের ন্যায্য অর্থ প্রদান না করে এডিসির কাজকর্ম অচল করার চেষ্টা করছে। সিপিএম ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদকমন্ডলী বিশ্বাস করে, পেছনের দরজা দিয়ে টিটিএএডিসি দখলের বিজেপির ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবে।

এদিকে, প্রাক্তন সাংসদ তথা ত্রিপুরা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

"আমি বাবার কথা রাখতে না পারায় দুঃখিত"

সুইসাইড নোট রেখে আত্মঘাতী কিশোরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২১ অক্টোবর ।। উনকোটি জেলার কৈলাসহরের ইরানী থানার অন্তর্গত হীরাছড়ার এক যুবতীর নিজ বাড়িতে আত্মহত্যার ঘটনা ঘিরে কৌতুহলের সৃষ্টি হয়েছে। সেখান থেকে একটি স্যুইসাইড নোট উদ্ধার হয়েছে। কৈলাসহরের ইরানী থানার অন্তর্গত হীরাছড়া এডিসি ভিলেজের ছয় নং ওয়ার্ডের ডেফাছড়া এলাকার বাসিন্দা জনাব আলীর আঠারো বছরের মেয়ে পারভিন আক্তার নিজ বাড়িতে গলায় দঁড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। ঘটনা ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

পারভিনের কাকা জানান, পারভিন গত বছর দশম শ্রেণিতে উঠে পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। নিজ বাড়িতে এবং এলাকায় পারভিন খুব শান্ত স্বভাবের মেয়ে হিসাবেই পরিচিত ছিল। কিন্তু হঠাৎ কি কারণে পারভিন এমন কাজ করল তা কেউ বুঝতে পারছেন না। পরিবারের পক্ষ থেকে পারভিনের মৃত্যুর জন্য কাউকেই দায়ি করা হচ্ছে না। বাড়ির বড়রা বিকালের নামাজ পড়তে সবাই মসজিদে গিয়েছিল। সেই সময়ই পারভিন এমন কান্ড ঘটায়। ঘটনার পর ইরানী থানায় খবর দেওয়া মাত্রই পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য কৈলাসহরের উনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে।

তবে ইরানী থানার ওসি আলমগীর হোসেন জানান, পুলিশ একশো ভাগ নিশ্চিত যে, পারভিনের মৃত্যু ফাঁসি দিয়েই হয়েছে। পুলিশ মৃতদেহের একটু দূরে হাতে লিখা একটি নোটও পেয়েছে। নোটে একটি মাত্র লাইন লিখা ছিল। "আমি ববার কথা রাখতে না পারায় দুঃখিত"—এই কথাটিই কেবলমাত্র লেখা ছিল। পুলিশ পারভিনের মৃত্যুতে একটি ইউ. ডি মামলা গ্রহণ করেছে। এই আত্মহননের ঘটনার নেপথ্যে প্রকৃতপক্ষে কি রহস্য আত্মগোপন করে রয়েছে তা উন্মোচন করার জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

এনআরসি ও নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে ফেসবুকে পোস্ট করায় সাসপেন্ড চিকিৎসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ অক্টোবর।। এনআরসি এবং নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলকে নিয়ে ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজের সহকারী অধ্যাপক ডা. কৌশিক চক্রবর্তীর ফেসবুকে সমালোচনামূলক পোস্টকে ঘিরে জনমনে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। তাই তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে ত্রিপুরা সরকার। আজ সোমবার নিজের ফেসবুক প্রোফাইলে বরখাস্তের কথা নিজেই জানিযেছেন তিনি। সরকারি মেডিক্যাল কলেজের একজন প্রতষ্ঠিত শিক্ষক হিসেবে তিনি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের আত্মসম্মানে আঘাত করেছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের বাসিন্দা ডা. কৌশিক চক্রবর্তী আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ফার্মাকোলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত। সোশ্যাল মিডিয়ায়ও তিনি ভীষণ সতেজ থাকেন সবসময়। সম্প্রতি, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি নিজের ফেসবুক ওয়ালে একাধিক পোস্ট দিয়েছেন। কিন্তু, এনআরসি এবং নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে ফেসবুকে তাঁর মন্তব্য বরদাস্ত করতে রাজি নয় রাজ্য সরকার।

আজ তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রেমিকের বাড়িতে ধর্ণায় গিয়ে অসুস্থ অভিমানি প্রেমিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ অক্টোবর।। প্রেমে ধোকা খেয়ে প্রেমিকের বাড়িতে ধর্ণায় বসে অজ্ঞান হয়ে পড়ল প্রেমিকা। ঘটনা সোমবার মধুপুর থানার অন্তর্গত অরবিন্দনগর এলাকার প্রেমিক সবুজ খানের বাড়িতে।

জানা গেছে যুবতিটি বাড়িতে আসতেই প্রেমিক ও তার পিতা - মাতা বাড়িতে তালা লাগিয়ে পালিয়ে যায়। মেয়েটি দীর্ঘক্ষন ধর্ণায় থাকার পর অসুস্থ হয়ে পরার পর সাংবাদিকদের কাছ থেকে খবর পেয়ে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা ছুটে গিয়ে অসুস্থ যুবতিটিকে উদ্ধার করে বিশালগড় হাসপাতালে পৌছে দেয়। টানা চার ঘণ্টা প্রেমিকের উঠোনে পড়ে কাতরালেও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশব্যাপী আন্দোলনে যাচ্ছেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা

সরকারি কর্মচারী হিসেবে স্বীকৃতি দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ অক্টোবর ।। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা সরকারি কর্মচারী হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার দাবিতে দেশব্যাপী আন্দোলনে শামিল হচ্ছে আগামী ৪ঠা নভেম্বর তারা দেশব্যাপী ধর্না আন্দোলন কর্মসূচিতে শামিল হচ্ছেন। ত্রিপুরা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সংঘ দেশব্যাপী আন্দোলনে শামিল হচ্ছে। রাজ্যের ৮টি জেলাতেই অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা ধর্না কর্মসূচিতে শামিল হবেন।

সোমবার আগরতলায় আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানান, ত্রিপুরা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সংঘের সাধারণ সম্পাদিকা মঞ্জুলা চক্রবর্তী।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারী দীর্ঘদিন ধরেই সরকারি কর্মচারী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানিয়ে আসছে। ১৯৭৫ সালে আইসিডিএস প্রকল্প চালু হওয়ার পর এখনও পর্যন্ত ৪৪ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। অঙ্গনওয়াড়ি ও সহায়িকারা নিরলসভাবে দায় দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। কিন্তু তাদেরকে এখনও পর্যন্ত সরকারি কর্মচারী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে না। বর্তমানে অঙ্গন্যয়াড়ি কর্মীরা মাসে ৪৫০০ টাকা এবং সহায়িকারা ২২৫০ টাকা পাচ্ছেন। দীর্ঘ লড়াই আন্দোলন করার পরও তাদের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারতবর্ষ বলিদানের দেশ, সেটা বারবার প্রমাণিত হচ্ছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ অক্টোবর।। সারা দেশের সঙ্গে রাজ্যের অরুন্ধুতীনগরস্থিত পুলিশ লাইনেও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয় পুলিশ শহীদ দিবস। আরক্ষা দপ্তর আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব ইউ ভেঙ্কটেশ্বরলু, অতিরিক্ত মুখ্যসচিব কুমার অলক, পুলিশের মহানির্দেশক অখিল কুমার শুক্লা, অতিরিক্ত মহানির্দেশক রাজীব সিং সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকগণ। মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ পুলিশ স্মৃতি স্মারকে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে বীর শহীদ জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। পরে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সারা দেশব্যাপী ২১ অক্টোবর দিনটিকে পুলিশ শহীদ দিবস রূপে পালন করা হয়ে থাকে।

আজকের দিনটিতে আমরা সেইসব বীর শহীদদের স্মরণ করে শ্রদ্ধা জানাই যারা দেশের সেবা করতে গিয়ে নিজেদের আত্মবলিদান দিয়েছেন। ভারতবর্ষের সেনাবাহিনী, আধা সেনাবাহিনী বা পুলিশ বাহিনী দেশের সীমান্তে বা অভ্যন্তরে যেভাবে কর্তব্য পালন করে চলছে তা আগামীদিনে আরও পারদর্শিতার সঙ্গে পালন করবেন বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতবর্ষ বলিদানের দেশ। সেটা গতকাল আবারও প্রমাণিত হয়েছে। পাকিস্তান অনৈতিকভাবে দেশের সীমান্ত এলাকায় আক্রমণ করেছিল, গতকাল ভারতীয় সেনাবাহিনী তার কঠোর জবাব দিয়েছে। সীমান্তের ওপারের জঙ্গিদের ঠিকানা তছনছ করে দেয় ভারতীয় সেনাবাহিনী। যেসব বীর জওয়ানরা দেশের সেবায় আত্মবলিদান দিয়েছে ভারতবাসী তাদের সবসময় স্মরণ করবে। শহীদ জওয়ানদের পরিবার পরিজনদের প্রতিও বিনম্র শ্রদ্ধা জানান মুখ্যমন্ত্রী।

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে পুলিশের মহানির্দেশক অখিল কুমার শুক্লা জানান, ১৯৫৯ সালের ২১ অক্টোবর লাদাখের হটস্প্রিংস এলাকায় টহলরত ভারতীয় জওয়ানদের উপর চিনা সেনাবাহিনী অতর্কিতে হামলা চালায়। এই আক্রমণে ১০জন ভারতীয় জওয়ান শহীদ হন। ১৯৬০ সালে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, প্রতিবছর ২১ অক্টোবর দিনটি সারা দেশব্যাপী পুলিশ শহীদ দিবস হিসাবে পালন করা হবে। তারপর ১৯৬১ সাল থেকে ২১ অক্টোবর দিনটি দেশব্যাপী পুলিশ শহীদ দিবস হিসাবে পালন করা হচ্ছে। তাছাড়াও ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে দেশে যতজন সেনা, আধাসেনা এবং পুলিশ জওয়ান শহীদ হন এই দিনটিতে তাদের প্রতিও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। তিনি জানান, ২০১৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে এবছরের ৩১ আগস্ট পর্যন্ত ২৯২ জন সেনা, আধাসেনা ও পুলিশ জওয়ান দেশের সেবা করতে গিয়ে শহীদ হয়েছেন। এর মধ্যে আমাদের রাজ্যেরও একজন জওয়ান

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজয়কুমার চৌমুহনীতে এসবিআইয়ে অগ্নিকান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ অক্টোবর।। রাজধানী আগরতলা শহরের বিজয়কুমার চৌমুহনীস্থিত এসবিআই শাখায় অগ্নিকান্ড হয় সোমবার ভোরে। প্রাতঃভ্রমণকারী প্রথমে এই আগুন দেখতে পান। সাথে সাথেই ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেওয়া হয়। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং ব্যাঙ্কের দুলতলার কাচের জানালা ভেঙ্গে আগুন নেভায়।

প্রাথমিকভাবে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা জানিয়েছেন বৈদ্যুতিন সর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত। পরে ব্যাঙ্কের কর্মীরা এসে ভেতরে প্রবেশ করেছেন এবং নথিপত্র ঠিকঠাক রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখেন। তবে সাত সকালে ব্যাঙ্কে আগুনের খবরে চাঞ্চল্য ছড়ায়।

নতুন সামাজিক ভাতা প্রাপক বাছাই প্রক্রিয়া স্থগিত ঃ সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ অক্টোবর।। নতুন সামাজিক ভাতা প্রাপক বাছাই প্রক্রিয়া স্থগিত রেখেছে রাজ্য সরকার। অকপটে আজ এ-কথা স্বীকার করেছেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী শান্তনা চাকমা। তবে, ওই প্রক্রিয়া স্থগিত রাখার ক্ষেত্রে তাঁর যুক্তি, সমস্ত রেশন যাচাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়নি। ফলে, গরীব চিহ্নিতকরণে প্রক্রিয়াও সমাপ্ত হয়নি। তাই, নতুন করে সামাজিক ভাতা প্রাপক বাছাই করা হচ্ছে না। তাঁর সাফ কথা, পূর্বতন সরকারের গরীবের তালিকা বিশ্বাস করি না।

প্রসঙ্গত, রাজ্যে সামাজিক ভাতা প্রাপক নতুন করে বাছাই করা হচ্ছে না। ফলে, এনিয়ে সমালোচিত হচ্ছে রাজ্য সরকার। ২০১৮ সালের ৯ মার্চ নতুন সরকার শপথ নিয়েছিল। এরপর থেকে এখন পর্যন্ত শুধু ক্যান্সার এবং এইচআইভি রোগী ছাড়া একজন সামাজিক ভাতা প্রাপক নতুন করে বাছাই হয়নি। এদিন মন্ত্রী জানিয়েছেন, রাজ্যে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৩,৯২,৯৭৩ জন বিভিন্ন সামাজিক ভাতা পাচ্ছেন। তবে, প্রায় ৬০০ জন ক্যান্সার এবং এইচআইভি রোগী ছাড়া নতুন কাউকেই যুক্ত করা হয়নি। তিনি জানান, সামাজিক ভাতা প্রাপকদের সমস্ত কাগজপত্র খাটিয়ে দেখা হচ্ছে। এই প্রক্রিয়া চলাকালীন ৩০২ জন ভাতা প্রত্যাহার করেছেন। এছাড়া, ৮৪৪৭ জন মৃত হিসেবে শনাক্ত হয়েছে এবং ২৮,৮৪৫ জন রাজ্যের বাইরে রয়েছেন। তিনি জানান, ভাতা প্রাপক যারা রাজ্যের বাইরে রয়েছেন তাদের বার বার পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

এদিন তিনি জানান, সামাজিকভাতা প্রাপক নতুন বাছাই প্রক্রিয়া আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। কারণ, রেশন কার্ড যাচাই প্রক্রিয়া এখনও সমাপ্ত হয়নি। তিনি বলেন, পূর্বতন সরকারের আমলে তৈরি করা গরিবের তালিকা বিশ্বাস করি না। তাই, ওই প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত নতুন ভাতা প্রাপক বাছাই করা হবে না। তবে, খুব শীঘ্রই ওই প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।

অরুন্ধুতীনগরস্থিত পুলিশ লাইনেও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয় পুলিশ শহীদ দিবস। শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান মুখ্যমন্ত্রী। ছবি নিজস্ব।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ১৫ ▫ ২২ অক্টোবর ২০১৯ ইং ▫ ৪ কার্তিক ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

আত্মঘাতি পাকিস্তান

মোক্ষম জবাব দিয়া ভারতীয় সেনা পাকিস্তানকে বুঝাইয়া দিল সংযত না হইলে অনেক বেশী মাশুল গুনিতে হইবে। জম্মু কাশ্মীর হইতে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের পর এই প্রথম পাকিস্তানী সেনা ও জঙ্গীরা বিরাট ধাক্কার মুখে পড়িল। ভারতীয় বাহিনী বুঝাইয়া দিয়াছে যে সহ্যের সীমা অতিক্রম হইয়াছে। এখন আর বাবা সোনা বলিবার দিন নাই। রবিবার জম্মু কাশ্মীরে বড়সড় সাফল্য পাইল ভারতীয় সেনা বাহিনী। জঙ্গী অনুপ্রবেশে সাহায্য করিতে যেমন হয়, তেমনই বিনা প্ররোচনায় সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করিয়া গুলি চালনা শুরু করিয়াছিল পাকিস্তানের সেনা। রবিবার ভোর রাত হইতে জম্মুর কুপওয়ারা জেলার তাংধার সেক্টরে জনবহুল এলাকায় পাক গোলাগুলিতে নিহত হন দুই সেনা জওয়ান ও একজন সাধারণ নাগরিক। আহত হন আরও তিন জওয়ান ও পাঁচ গ্রামবাসী। ইহাতে ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়। পাকিস্তানকে শিক্ষা দিতে পাল্টা আঘাত করে ভারতীয় সেনা। তাংধার সেক্টরের উল্টা দিকে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের নীলম ভ্যালিতে অবস্থিত জঙ্গীঘাঁটি লক্ষ্য করিয়া শুরু হয় ভারী গোলাগুলি। অন্তত সাতটি জঙ্গী ঘাঁটি গুঁড়াইয়া গিয়াছে। অসমর্থিত সংবাদে বলা হইয়াছে ৬জন পাক সেনা জওয়ান ও ২৬ জন আহত হইয়াছে।

জম্মু কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের পর হইতে পাক সেনা ও জঙ্গীরা ভারতের উপর হামলা ইত্যাদির পক্ষে অতিমাত্রায় সক্রিয় হইয়া উঠে। সীমান্তে উত্তেজনা ও যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি করিয়া বিশ্বের নজর কাড়িতে উদ্যোগী পাকিস্তান। পাক কর্তারা ভাল করিয়াই জানেন যে, ভারতের পক্ষেই বিশ্বের শক্তিধর দেশগুলির ভূমিকা নিতে হইবে। ভারতের অকৃত্রিম বন্ধু এখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। চীনের প্রেসিডেন্ট এই কয়দিন আগে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করিয়াছেন। পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান তো স্বীকারই করিয়াছেন যুদ্ধ বাঁধিলে পাকিস্তান পরাজয় বরণ করিবে। ভারতের শক্তি সম্পর্কে পাকিস্তান অবহিত। স্বাধীনতার পর হইতেই পাক নেতারা ভারত বিরোধী আওয়াজ তুলিয়া নিজেদের ক্ষমতা ধরিয়া রাখিয়াছেন। এক পাক নেতা হুঁশিয়ারি দিয়া বলিয়াছিলেন যে, পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে হাজার বছর যুদ্ধ করিবে। অথচ দুর্ভাগ্যের এই খানেই যে, এই নেতাকে পাক সরকার ফাঁসিতেই ঝুলাইয়া দেয়। আসলে পাকিস্তানের অন্যায় ও একগুয়ে মনোভাবের কারণে অনেক মাশুল দিয়াও যে শিক্ষা হয় নাই তাহা তো আর বলিবার অপেক্ষায় রাখে না। পাকিস্তানের মদত পুষ্ট জঙ্গীরাই ভারতের জম্মু কাশ্মীরে অশান্তির আগুন জ্বালাইতে তৎপর। পাকিস্তানের এই জঙ্গী তোষণ ও ভারতে অশান্তির আগুন ছড়াইয়া দিবার প্রয়াস নতুন নহে। ভারতের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়াইয়া পাকিস্তানকে অনেক মাশুল দিতে হইয়াছে। তবু শিক্ষা হইতেছে না। ভারত ও পাকিস্তান যুদ্ধ হইলে কত মানুষের প্রাণ বলি হইবে তাহা তো ইতিমধ্যেই জানা গিয়াছে। দুই দেশই পরমাণু শক্তিধর। ভারত পাক যুদ্ধে বিশ্বের শক্তিধর দেশগুলির ভূমিকা যাই হউক ভয়ংকর ক্ষয়ক্ষতির হাত হইতে প্রতিবেশী দেশগুলিও রক্ষা পাইবে না। সুতরাং এই মুহূর্তে পাকিস্তানকে ইতিহাসের শিক্ষা নিতে হইবে। তাহা না হইলে পরিণতি হইবে ভয়াবহ। একথা পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানও প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন।

জম্মু-কাশ্মীরকে ভারতের অভিন্ন অঙ্গ করে রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে পুলিশ : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতের অভিন্ন অঙ্গ হিসেবে বজায় রাখার জন্য পুলিশবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সোমবার পুলিশ স্মৃতি দিবসের প্যারেডে অংশগ্রহণ করে এমনই জানিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

এদিন তিনি জানিয়েছেন, স্রেফ সরকারিকর্মী হিসেবে পুলিশের কাজ দেখাটা উচিত নয়। দৃষ্টিকোণ বদল করে দেখলে বোঝা যাবে দেশকে প্রগতির পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য পুলিশ জওয়ানরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সীমান্তকে সুরক্ষা রাখা হোক বা সন্ত্রাসবাদ, মাওবাদ দমন করা হোক সর্বক্ষেত্রে পুলিশকর্মীরা নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। বেআইনি গতিবিধির উপর লাগাম টানা, দেশকে প্রগতির পথে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি উত্তরপূর্বে উগ্রপন্থীদের দমন করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সবতেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে পুলিশ। মাওবাদী প্রভাবিত অঞ্চলে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখা এবং সন্ত্রাসবাদ দমন করে জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতের অভিন্ন অঙ্গ করে রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে পুলিশবাহিনী। বিপর্যয় মোকাবিলায় পুলিশের ভূমিকার প্রশংসা করেন তিনি।

পুলিশ স্মারক বানানোর কৃতিত্ব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে দিয়ে অমিত শাহ জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর ভাবনার জন্যই পুলিশ স্মারক নির্মাণ করা গিয়েছে। দেশবাসীকে পুলিশবাহিনীর বীরত্বের গাঁথা শোনানোর কাজ করবে এই স্মারক। দেশে মানুষ এই জায়গাটিকে তীর্থস্থলের মতো শ্রদ্ধা করবে এবং এখানে এসে শহিদ পুলিশকর্মীদের শ্রদ্ধা জানাবেন। পুলিশের জন্য দেশ সুরক্ষিত। খুব কঠিন পরিস্থিতিতে পুলিশকর্মীরা কাজ করে চলেছে। বিএসএফ কখন বরফে ঢাকা পাহাড়ে বা রাজস্থানের মরুভূমিতে কর্তব্য পালন করে চলেছে। পুলিশকর্মীদের কল্যাণের জন্য একাধিক প্রকল্প গ্রহণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। পুলিশকর্মীরা যাতে ভাল পরিবেশে কাজ করতে পারে এবং ভাল আবাসন পায় সেই জন্য কাজ করে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার।

রাজ্যে বাক স্বাধীনতা হরণের প্রতিবাদে কংগ্রেস নেতারা দ্বারস্থ রাজ্যপালের কাছে

কলকাতা, ২১ অক্টোবর (হি. স.) : সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেফতার এবং রাজ্যে বাক স্বাধীনতা হরণের প্রতিবাদে সোমবার প্রদেশ কংগ্রেসের এক প্রতিনিধিদল রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের সঙ্গে দেখা করেন।

রাজ্যপালের কাছে রাজ্যসভার সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য, বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা আবদুল মান্নান, সাংসদ আবু হাসেম খান চৌধুরী প্রমুখ অভিযোগ করেন, যেভাবে তাঁদের অন্যতম সক্রিয় কর্মী সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করে তাঁর ওপর অত্যাচার চালানো হল, তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। রাজ্যে বাক স্বাধীনতা বিপন্ন বলেও অভিযোগ করেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। এই ব্যাপারে রাজ্যপালের হস্তক্ষেপের আবেদনও করেন কংগ্রেস নেতারা।

উল্লেখ করা যেতে পারে, রাজ্য কংগ্রেসের মুখপাত্র সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়কে সোদপুরে তাঁর বাড়ি থেকে দল বেঁধে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে কংগ্রেস, সিপিএম এবং বিজেপি সব দলই সরব হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ৫০-৬০ জন লোক এসে তুলে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। পরে স্থানীয় থানা থেকে খবর পাওয়া যায় যে পুরুলিয়া থেকে পুলিশ এসে ওনাকে নিয়ে গিয়েছে। সন্ময়বাবু সোশ্যাল মিডিয়ায় নানাভাবে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর মত ব্যক্ত করতেন। পোর্টালেও প্রশাসন ও দুর্নীতির কথা লিখতেন। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র বলেছেন, "যারা নিজেদের গণতান্ত্রিক বলে দাবি করে, সেই সরকার এতটাই অসহিষ্ণু যে তাঁদের নীতির সমালোচনা করলে রাত্রিবেলা পুলিশ এসে সন্ত্রাসবাদীদের মত তুলে নিয়ে যায়।

প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখলে অপর্ণা সেনদের বিরুদ্ধে এফ আই আর হয়, আর এখানেও রাজ্য সরকারের সমালোচনা করলে সমালোচককে পুরুলিয়ায় তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রদেশ কংগ্রেস রাজ্য সরকারের এই অগণতান্ত্রিক কাজকে ধিক্কার জানায়।

ঘুম আমার চোখের দাস তাকে খাটাতে জানতে হয়

ভাস্কর লেট

ঘুম বড়ই তুচ্ছ জিনিস। হেলাফেলা বা হতচ্ছেদ্দার কথা বলছি না কিন্তু। তুচ্ছ মানে বলতে চাইছি ভালরকম সম্ভাবনা আছে, যদিও ফল নিয়ে ভাবতে হয় না, এমনধারার বস্তু। গুরুত্ব যথেষ্ট আছে এবং সেজন্যই এক অর্থে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। ঘুম তুচ্ছ বলেই যেখানে সেখানে ঘুমিয়ে পড়া যায়। যেমন, লোকাল ট্রেনে। পৌনে এখ ঘন্টার বাসযাত্রায়। এমনকি, ভূতক দূরত্বের মেট্রোতেও। এবার বলি, ঘম তুচ্ছ হতে পারে, কিন্তু চটজলদি ঘমের টেকনিক আদৌ অবহেলা করার নয়। এই যে দমদমে মেট্রোয় উঠলেন, নামবেন ধরুন, কালীঘাট। কতটা পথ। পঁচিশ মিনিট মতো। কি একটু উনিশ বিশ। রোজ যান। যখন ওঠে দিনে চান মেট্রোতে তাহলে কিছু ছাঁদ কৃৎকৌশল, ধরনধারণ অব্যাস করতেই হবে আপনাকে। বাধ্যতামূলক। নইলে, এক হাতে পেনসিল, অন্যহাতে স্লেটে চোদ্দোর চারের মতো অবস্থা হবে। হয় কোনওদিন নির্ধারিত স্টেশন পেরিয়ে যাবে। নয়তো কোনও দিন ভয়ে ভয়ে চোখের পাতায় আঠা ঘন হবে না। ঘুম হবে ছ্যাকরা ছ্যাকরা। আর, মাঝখানে থেকে শরীরটাকে এমন জাঁদরেল ম্যাজম্যাঝানি গ্রাস করবে, অফিসের কাজ পন্ড হওয়ার জোগাড়। কাড়ি কাড়ি ডেলি প্যাসেঞ্জার, আছেন, যারা অল্প পথঠুকুও মোলায়েম করে ঘুমিয়ে নিতে পারেন, জানেন। স্রেফ নিজস্ব কায়দার জোরে। কোন সিটে বসব, কিভাবে ঘুমব, কেমন করে শরীরের ভিতরের বালিঘড়িটাকে পাখি পড়ার মতো করে সমঝাতে পারব কখন জাগ্রত হতে হবে। সবাটাই আর্ট। রেওয়াজি, উচ্চমার্গীয় শিল্প। নিপুণ ও সরস। ঘুমিয়ে পড়ছেন, স্নায়ু শিথিল হচ্ছে ও হয়েছে, মস্তিষ্ক খানিক হাত পা ছেড়ে এলোমেলো হয়ে চা সিগ্রেট খাওয়ার মতো বিলাসিতা অর্জন করেছে ও করছে, টানটান সচেতনতার শিকলটা বেশ আলগা অথচ আপনার অলক্ষ্য রাশ খেলার ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে না, তক্কে তক্কে থেকে ঠিক সময়ে মগজকে বলছে, ব্যাট ওঠানামতে হবে যে রে! এই চাবুক শাসন একাগ্র সাধনার জোরেই লাভ করতে হয়।

নিজের কথা উঠলে বলব আমি ট্রেনেও ঘুমাই, আবার মেট্রোতেও ঘুমাই। আধঘন্টা থেকে চল্লিশ মিনিটের একেকটা পথ, একেকটা স্পেল। আঁট থেকে চল্লিশ মিনিটের একেকটা পথ, একেকটা স্পেল। আঁট কষে মাঠে নামতে পারলে হেসে খেলে কুড়ি মিনিট ঘুম হবে। একেবারে সলিড। যেদিন মার যায়, ব্রহ্মতালু বিগড়ে থাকে। শোকার্ত লাগে। অভাবী ও নিঃশ্ব মনে হয়। মনে হয় শ্যাওলার মতো, বেঘর।

বেশিরভাগ জার্নি করি, লোকাল ট্রেনে। সেজন্য প্রথমেই ট্রেনের কথা বলি। আজ্ঞে ট্রেনে ঘুমাই বটে, তোফা ঘুমাই, কিন্তু অফিস আসার পথে, ভালমতো ঘুমটা জমে না। একটা কারণ হয়তো সময়াভাব। স ব লেনদেন তো স্যার খুচরার হয় না। হয়, বলুন? খানিক পুঁজি থোক অ্যামাউন্টে থাকা জরুরি। অথচ লোকাল ট্রেনে উঠে ফের মেট্রো ধরার যে সময় পথ, আমার বেলায় তো মোটে সাত মিনিট। কাটায় কাটায় মিলিয়ে দেখছি। যে স্টেশনে উঠলাম, সেখান থেকে পাক্কা সাত মিনিট লাগে। নামার স্টেশনে উপনীত হতে। বিড় ও ভাঁড়, বাগে ও বাউল, নারী ও নয়নবান টের পেতে পেতে এবং সামলাতে সামলাতে একদমে ইস্টিশন চলে আসে। রক্তে বিলিরুবিন অত্যধিক মাত্রায় বেড়ে না গেলে, বা গভীর রমনক্লান্তিতে আক্রান্ত না হলে অত দ্রুত ঘুমানো সম্ভব নয়।

ঘুমটা জমে তাই ফেরার পথে। রাতের দিকে। লোকজনের চলাচল স্তিমিত না হলেও কইঝাঁকের ধাক্কাটা থিতিয়ে আসে এগারোটার দিকে থেকে। সিট অঢেল। তাড়া নির্ধারিত দুমিনিটে দেরি হলে বউ নিশ্চয় জেরা করবে, তবে লেট ফাইন অন্তত আমাকে দিতে হবে ন। আর খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তনের এই সময়টুকু হচ্ছে অনবদ্য সব সম্পাদ্য উপপাদ্য ফলানোর জব্বর অবকাশ। রোজ, রোজই চারশো চল্লিশ, ভোল্টের এখটা নিদারুণ বিপদ শিরোধার্য করে আমি মহার্ঘ ঘম প্রকল্প ঢুকি। সেটা হল, যদি একবার ডেড্টস্টিনেশন ফসকে যায়, টার্গেট বিদ্ধ খরতে না পারে আমার ছো তির, তাহলে বাড়ি পৌঁছাতে মেলা হ্যাপা পোহাতে হবে। রাতের দিকে ট্রেন সরাচর কমে আসে। তায় কমিউনিকেশন লিমিটেড, চালকসর্বস্ব ও অর্থবহুল।ঘুম থেকে জাগতে না পারলে কোন স্টেশনে গিয়ে যে পৌঁছব, জানী না। মনে আছে, বিশ্বকর্মা পূজার এক রাতে যাদবপুর থেকে ট্রেনে উঠেছিলেন সে ফুলবাবুটি। বাহারি শার্ট। দামি জিন্স। পায়ে উডল্যান্ডস। ঝলকেই বোঝা যাচ্ছে, বেশ কয়েক হাজার টাকা গায়েগগতরে ওই ফুলবাবুটির সঙ্গেই সফর করছে ট্রেনে। হাতের ঘড়িটিও মূল্যবান না হয়ে যায় না। তৎসর জিনসের দু পকেটে রয়েইছে। সেগুলির বস্তুমূল্য যেমন আছে,তেমনই আছে তথ্যমূল্য। মোবাইল খোয়া গেলে অনেকগুলো অত্যাবশক কনট্যাক্ট নাম্বার চকিতে নিরুদ্দেশ হবে।

বাবুটি উঠেই নবাবি চালে সিগারেট ধরালেন। দামি, লম্বা, খানদানি ব্র্যাড। তোয়াক্কাই করলেন না ট্রেনের কামরায়--- যদিও প্যাসেঞ্জার অল্প এবং রাতের নিয়মিত প্যাসেঞ্জারদের পরস্মৈপদী নেশা নিয়ে মাথা ঘামালে চলে না--- অন্য সহযাত্রীরা কে কি মনে করবেন। দুমদাম ধূমপান করতে করতেই জুতো সমেত পা জোড়া তুলে দিলেন সামনের বসার সিটে। যেন পা দানি। যেন বা বিদ্যেসাগর। হেঁড়ে গলায় গানও ধরলেন, মুসাআআআফির..। অর্থাৎ বাবুটির পেটে বেশ ক পাত্রে তরল আগুন রয়েছে। জমজমে করছে। যত জ্বলছে তীব্র সে পাবক, তত পাকছে নেশা, ততই বাড়ছে চনমনে উন্মাদনা। সম্রাট প্রতিম হাবভাব, বাঘের বাচ্চাতুল্য দুঃসাহস, ইংরেজ বেনিয়াদের মতো সাম্রাজ্যবাদী জিঘাংসার এই তো মোক্ষম বিকাশ পর্ব।

না, তিনি কার পানে দৃকপাত করলেন না। কারও সঙ্গে অনর্থক, অবান্তর, অপ্রয়োজনীয়, খেজুরে আলাপে গেলেন না। শার্টের ওপর প্রান্তের দুটি বোতাম খুলে, আরও একটি সিগারেট ধরানোর তাল কষতে কষতে হঠাৎই ফাঁকা কাঠের সিটে লম্বমান হয়েশুয়ে, কার্যত মুহূর্তের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লেন । এমনকি, নাকও ডাকতে থাকল। নিত্যযাত্রী প্যাসেঞ্জার কেউ কেউ হাঁফছেড়ে বাঁচলেন। মাতালরা যখন তখন হুজ্জুতি রচনায় ওস্তাদ। কেউ বেফালুত চিৎকার করে। কেউ ঝগড়ার তাল ঠোকে। কেউ গায়ে পড়ে গল্প করতে উদ্গ্রীব হয়ে ওঠে। সবচেয়ে ডিস্টার্বিং হড়াৎ করে বমি করে যারা। ফুলবাবুটি স্যাট করে ঘুমিয়ে পড়ায় একগাদা দুশ্চিন্তার আলস্যমেদুর সমাধঅন মিলল। আরও পনেরো মিনিট পরে আমি নামার জন্য রেডি হলাম। আমার গন্তব্য উপস্থিত হবে হবে। কামরার আরও না হোক জানা কুড়ি লোক নামবেন আমার সঙ্গে ওই স্টেশনে। একে বিশ্বকর্মা পুজো, জনস্রোতে অন্যান্য দিনের চেয়ে ভাটা, এমনকি রবিবারের চেয়েও পাতলা, তার রাতও নেমেছে জব্বর। মাতালরা যখন তখন হুজ্জুতি রচনায় ওস্তাদ। কেউ বেফালুত চিৎকার করে। কেউ ঝগড়ার তাল ঠোকে। কেউ গায়ে পড়ে গল্প করতে উদ্গ্রীব হয়ে ওঠে। সবচেয়ে ডিস্টার্বিং হড়াৎ করে বমি করে যারা। ফুলবাবুটি স্যাট করে ঘুমিয়ে পড়ায় একগাদা দুশ্চিন্তার আলস্যমেদুর সমাধঅন মিলল। আরও পনেরো মিনিট পরে আমি নামার জন্য রেডি হলাম। আমার গন্তব্য উপস্থিত হবে হবে। কামরার আরও না হোক জানা কুড়ি লোক নামবেন আমার সঙ্গে ওই স্টেশনে। একে বিশ্বকর্মা পুজো, জনস্রোতে অন্যান্য দিনের চেয়ে ভাটা, এমনকি রবিবারের চেয়েও পাতলা, তার রাতও নেমেছে জব্বর।বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না, কামরাটা এবার শূন্য ও ফাঁপা হয়ে যাবে। হাওয়া বাতাস খেলবে বটে, তবে অসংরক্ষিত সিটের সংখ্যা যত বাড়বে, তত কামরাটি হয়ে পড়বে অসুরক্ষিত। নিত্যযাত্রীদের অনেকেই তাই ফুলবাবুটিকে নিয়ে দুর্বাবনায় পড়লেন। তাকে কেউ চেনেন না সেভাবে। কিন্তু নেশায় অচৈতন্য হয়ে যেভাবে ঘুমচ্ছেন ভদ্রলোক, যদি নামার নির্ধারিত স্টেশনটি পেরিয়ে যায়, সবেবনাশ হয়ে যাবে যে তুদিনচন কিছুক্ষণ উসখুস করে আর থাকতে না পেরে ছফুলবাবুটির সামনে দাঁড়িয়ে ও ভাই, ও দাদা ও মশাই শুনচেন বলে হাকডাক করতে শুরু করলেন। কোনও স াড়া নেই। শব্দ প্রত্যুত্তর নেই। এখজন আরেকটু প্রগলপ্ হয়ে ঘুন্তের কাঁধ ধরে ঝাঁকিয়ে দিলেন। রেজাল্ট আশঅপ্রদ হল না। কি করা এবার। তখন একজন নিত্যযাত্রী, ওই টোত্মরনের ওই কামরায় প্রায় রোজই ওকে দেখি আমরা, সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত বেশভূষা, বয়সেও ভারিক্কি, কোনও রিস্ক না নিয়ে ফুলবাবুটির হাত থেকে ঘইড় খুলে জিনসের বা পকেটে ঠেলেঠুলে ঢুকিয়ে দিলেন। একটা হাত ঝুলছিল। তুলে দিলেন হাতটি বুকের পর। আঙুল থেকে আলগা হয়ে আসা সিগারেটটি কেড়ে নিয়ে গুজে দিলেন বুকপকেটে। সবাই দেখছে, ঘুমন্তমমত্বের দেয়াল গাঁথুনি। তারপর স্বতোক্তি করলেন, কে জানে, ব্যাটা কোথায় নামবে। এখটু পরেই না সব চুরি হয়ে যায়।

মর্যাল, যথা ঘুমাও, নমারা স্টেশন ভলে গেলে হবে না। ভোগন্তিঙ্ড্রযা হওয়ার তো হল, সে সঙ্গে ইজ্জতও ভুলু---ঠত হবে। শর্ট সিডট্যান্স ঘুমের অদ্বিতীয় ও অলঙ্ঘনীয় শতর্ক, ঘুমোতে গিয়ে বাড়িয়ে পিরেয়ি যাওয়া চলবে না। যথেচ্ছ ঘুমাবাপু, তবে নামার আগে শতাংশ ভাগ সচেতন দশায় ফিরে এসো, অধিষ্ঠিত হও। তারপর টুপু করে নেমে পড়ো। তবে না সাপও মরল, এদিকে লাঠিও ভাঙল না। পিঝিক্সে পদার্থেড হারিয়ে যাওয়ার নাকি উপায় নেই। যেখান মনে হচ্ছে মাস উবে গেল, সেখানে আসলে তা রূপন্তির হত শক্তিতে। একানেও সে নিয়ম বলবত। ট্রেনে বাসে ঘুমাচ্ছে কেন? না, আরামের জন্য। দেহ মনে জুত আনতে। কিন্তু ঘুম থেকে জেগে যদি দেখতে হয়, বাড়ি থেকে বহু দূরে চলে এসেছি, বিস্তর কাঠখড় দাহ করে ফিরতে হহোব--- তবে কিসের শঅস্তি? কিসের স্বাচ্ছন্দ্য? কিসের বিনিয়োগ। কেনই বা ঘুম? হারিয়ে গেলে চলবে না। তাই। শ্রমকে রূপান্তরিত করো মোহভুমেগর দ্বসব্যাসে। প্রথম প্রথম যখন ট্রেনে ঘুমতাম বাড়ি ফেরার রাস্তায় টেনশন হত। নামতে পারব তো? থঅর্থাৎ ঘুমই হত না। আস্তে আস্তে লক্ষ করলাম, যারা ঘুমান তারা ঠিক গ ন্তব্যে নামার মিনিট চারেক ঘঅগে চোখটি খুলেনছ। নিশ্চন্ত, রুিদ্বিগ্ন, নিরুত্তাপ। যেন জানেন, ব্যাটেরজ্জক সুইট স 'টে এমন তাগড়াভাবে ক্যানেক্ট করেছেন বল, যে চার হবেইষ মানে ঘুমটি ভাভবেই সনিক্ষণে। কেমন করে বোঝেন ওরা। সবাটাই কি মনৎসংযোগ না কি বাহ্য লক্ষণ কিছু অছে? আমার জেদ চেপে গেল। উদ্ধার করতেই হবে সংকেত। শেষ পর্যন্ত পেলাম। সেতু। যে স্টেশনে নামব, তার কিছুক্ষণ আগে ট্রেন ঝমঝমিয়ে একটা রেল সেতু পেরয়। সেতুটি অনতিদীর্ঘ, তবু জম্পেশ আলোড়ন ওঠে। ইস্পাতে ইস্পাতে ঝনঝনে ঠোকাঠুকিতে আপসে ঘুম ভেঙে যায় তখন। রোজ, সকাল সন্ধে রাত্রে, যতবার যাব, ওই রেল সেতু না পেরিয়ে গতি নেই। কতদিন তো ইতিমধ্যেই গিয়েছি, সেতুও পেরিয়েছি অথচ সেতুটির ফিজিক্যাল অস্তিত্ব এত শারীরিকভাবে কখনও টের তো পাইনি? যেন সূর্যোদয় হল এতদিনে।

ওই সেতুই হয়ে গেল আমার সিগন্যাল। যখন পেরবে, নির্দেশ নিক্ষিপ্ত শব্দভেদী বান কানে এসে বিধবে স্বতই। জেগে যাব। অমনি। এমনি এমনি হরলিক্স খাওয়ার মতোকরে। সমীকরণটি বটিকাবৎ হজম করে একটু একটু করে ঘুম দিতে শুরু করলাম ট্রেনে। সেতুতে এসেই দিব্যি সে ঘুমে চিড় ধরত। তারপর কালে কালে এমন অভ্যাস রপ্ত করলাম, কি বলব, যেটুকু সময় ঘুমব, তা বডি ক্লকের সঙ্গেই একাত্ম হয়ে গেল। এখন, সেতু, অপরিহার্যও নয় আর। সেতু পেরিয়ে গেলেও গেলেও উঠে পড়বই এখন, ঠিখ যেখানে উঠে পড়তে হবে, নামার প্রাক্লগ্নে। ঝক্কিহীন, নিরুপদ্রব, অভিসন্ধিমুক্ত সপাট কনফিডেন্সে চমৎকার ঘুম হয় রাতের অল্পদূরত্বের ট্রেনে ট্রেনে এখন।

খুঁতখুঁতানি কখন বাড়ে? যখন ক্রম নিশ্ছিদ্র হতে থাকে প্রতিষ্ঠাকামী মন। যখন পা থাক থাক চর্বি জমার উপক্রম হয়ে হাড় গিলে, স্ট্রগ্লসর্বত্র জীবনে। কিছু কিছু মধ্যবিতত চিত্তে সুখের সময়েও সাইরেন বাজে--- এ আনন্দ সইবে তো বাপ? যাতে সয়, যাতে টেকসই নহয় সেজন্য নিরাপত্তার তারিখা জুড়ে বারেবারে জরিপও সন্দর্শনের কাজ জচলতে থাকে। এটাই খুঁতখাতুনি বাড়ার মৌল লক্ষণ। ছোট্ট একটা ভুল, ত্যারচা করে মৃদু একটা ভ্রান্তি মানেই কষ্টলব্ধ প্রতিষ্ঠার মূলে কুঠারাঘাত। না বাবা, তার চেয়ে ছাবি ঘুরিয়ে লক করে যে তালা আগে তিনবার পরীক্ষা করে দেখতুম, এখন না হয় আরও দুবার বেশি দেখব। একটু বেশি সতর্ক হলে রসাতলে যাবে না জগত।

স্টেশনে নামার ব্যাপারটার যেই না পরোয়া অ্যাটিটিউট চলে এল আমার, যখন বুঝে গেলাম, ঘুমটি আমার সাবালকত্ব অর্জন করেছে, ছেলেরা বাড়ি থেকে বেরনোর সময় পকেটে রুমাল নিয়ে বেরতে শুরু করলে বাপেরা যেমন টের পেয়ে যায়, যে পুত্র লায়েক হয়েছে, সংসারের জোয়াল টানতে পারার মতো সমর্থ হয়ে উঠেছে, কাধ ও কবজি, তখনই ছেলের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি নিয়ে পূর্বের চেয়েও চারগুণ বেশি চিন্তা কাতুরে হয় ওঠে বাপেরা--- তেমনই আমিও আগায় আহ্লাদিত হলাম, গোড়ায় হলাম বেজায় ভীত, খুঁতখুঁতে আর বদমেজাজি।

নামতে পারব--- কনফার্মড। এবার তাহলে দেখতে হবে, যাতে ঘুমটা হয় ঠিকঠাক,তাই তো? এর উত্তর নিহিত আছে আরেকটা প্রশ্নের গর্ভে। সেটি হল, ঘুম কেন ভালমতো হয় না, কেন ফাতনায় সামান্য টান পড়লেই ঘুম চটে যায়। কারণগুলি অধিকাংশ বাইরের অজুহাত। ভৌত। পারিপার্শ্বিক নির্ভর। যেমন ধরুন, যে সিটে বসে ঘুম দিলেন, তাতে ছারপোকা আছে। ঘুম হবে? নাগাড়ে জ্বলুনি আর একতাল বিরক্তিতে নাম খগেন হয়ে যাবে না কি? তাহলে বসতে হবে এমন সিটে যা ছারপোকার উপদ্রবের আওতায় নয়। এটা, চান্স ফ্যাক্টার একটা। যত এড়িয়ে চলা যাবে মঙ্গল। এমন গুচ্ছ গুচ্ছ চান্স ফ্যাক্টর আছে। যা আপনার সাধের, নধর ঘুমটির দফারফা করে দিতে পারে। আমি তাই প্রাণপণে খুঁতখুঁতে হয়ে উঠলাম এসব চান্স ফ্যাক্টারের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে। প্রায় বারো চোদ্দো বছর আগের কথা বলছি. চান্স ফ্যাক্টর টার্মটা তখনও আমার কল্পনায়, অবচেতনে। শব্দভান্ডারের সান্দ্র তরঢ়ে আয়েশি হাবুডুবু খাচ্ছে। সেটি ভূমিষ্ঠ হবে অনেক পরে। বলতে বলতে গেলে প্রায় হালে, গৌতম ভট্টাচার্যের একটি প্রবন্ধ পড়ে। লিখছেন তিনি--- মুম্বাই ক্রিকেট চিরকাল বলে এসেছে বল দ্যাখো। শুরু থেকে শেষ অবধি বল হারাতে দিয়ো না। সচিনের প্রস্তুতি প্রথম দেখাল যে ঠিক করে বল দেখাটা ক্রিকেটের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ মাত্র। প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ক্রিকেট যেমন দ্রুতগামী তাতে বল দেখে রিঅ্যাক্ট করলে লম্বা ইনিংসে সম্ভব নয়। একে তো বল নানান বাঁক নেয়। বাউন্স করে। তার ওপর সবচেয়ে স্মস্যা হবে চাপের মুখে। তখন মস্তিস্ক সেকেন্ডের কয়েক ভগ্নাংশ দেরিতে সিদ্ধান্ত নেয়। এই মাইক্রো সেকেন্ডের মন্থরতাই উইকেটে খসিয়ে দেয়। কোন মহাতারকা সেই ঝুঁকি নেবে? আবার লিয়েন্ডার পেজকে উদ্ধৃত করা যাক, বড় টেনিস প্লেয়াররা চাপে বেশি ভাল খেলে এজন্যই বলা হয় যে তাদের মেন্টাল প্রোগ্রামিং দারুণ থাকে। ওই স্পিডে বল দেখে কেউ রিঅ্যাক্ট করে না। এদের মাসল মেমরি অনুশীলনে অনুশীলনে এত ভাল যে আপনাআপনি রিঅ্যাকশন হতে থাকে।

ঘুম, ডেলি প্যাসেঞ্জারের কাছে একটা নেশা। তুড়ি মেরে বিশ মিনিট ঘুমিয়ে নেয়ার মধ্যে একটা জানকবুল মাদকতা আছে। শরীরের জন্য সেই ঘুম যত না দরকার, মানসিক তৃপ্তির জন্য দরকার তার চেয়ে ঢের বেশি। তাই পোড়খাওয়া ডেলি প্যাসেঞ্জার কোনও চান্স ফ্যাক্টর রেখে এগতে চান না। ঘুম ভেস্তে দিতে পারে এমন সামান্য সম্ভাবনাও সমূলেউৎপাটিত করতে চান। তাও আছে। কিছুক্ষণ পর টুক করে কাঁধটা সরিয়ে নিতে হবে। অত্যন্ত ক্রুয়েল আচরণ মানছি, কিন্তু দশবার বলে যা হয় না, একবার এভাবে কাঁধ সরিয়ে নিলে হয়। ও হ্যাঁ বলা হয়নি, কাঁধ সরানোর আগে কিছুক্ষণ কিন্তু কাঁধ দিতেও হবে। মানে, পাশের লোকটিকে কাঁধে মাথা রেখে স্বস্তি পেতে দিন। রাগ চেপে, ক্ষোভ দমন করে, ভাবুন আপনি, বালিশ। ওর ঘুমটি যেই ধরবে, তখন ফের বালিশ থেকে মনুষ্য ভূমিকায় ফিরে আসুন। নিমেষে সরিয়ে নিন কাঁধ। ওই যে শক খেলে ভদ্রলোক, বাজি রাখছি, আর আপনার কাঁধে সে যাত্রায় মাথা রাখবেন না। বড়জোর আগুন চোখে তাকিয়ে আপনাকে ইলেকট্রিক চুল্লিতে ঢুকিয়ে দেবেন। মন্দ কি!

(সৌজন্যে— প্রতিদিন)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

নবীকে নিয়ে কটূক্তিকারীর ফাঁসির দাবিতে ভোলায় ৭২ ঘণ্টার আল্টিমেটাম সর্বদলীয় মুসলিম ঐক্য পরিষদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ২১।। নবীকে নিয়ে 'কটূক্তিকারীর' ফাঁসি, পুলিশ কর্মকর্তাদের অব্যাহতিসহ ৬ দফা দাবি পূরণের জন্য প্রশাসনকে ৭২ ঘণ্টা সময় বেঁধে দিয়েছে ভোলার সর্বদলীয় মুসলিম ঐক্য পরিষদ।

দ্বীপজেলা ভোলার বোরহানউদ্দিনে 'তৌহিদি জনতার' ব্যানারে এক সমাবেশ শেষে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে চারজন নিহত হওয়ার পর স্থানীয় কয়েকটি ইসলামপন্থি দল মিলে এই 'ঐক্য পরিষদ' গঠন করে আন্দোলন চালাচ্ছে।

সংঘর্ষে হতাহতের ঘটনায় সোমবার সকালে ভোলা সরকারি স্কুল মাঠে সমাবেশের ডাক দিয়েছিল এই ঐক্য পরিষদ। কিন্তু প্রশাসন অনুমতি না দেওয়ায় এবং ওই মাঠ ঘিরে বিপুল সংখ্যক পুলিশ অবস্থান নেওয়ায় সমাবেশের বদলে সংবাদ সম্মেলন করার ঘোষণা দেওয়া হয়।

বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ভোলা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে এসে ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক জেলা ঈমান আক্বিদা সংরক্ষণ কমিটির সভাপতি মাওলানা বশির উদ্দিন বলেন,ভোলার নেতা তোফায়েল আহমেদ এমপি ও ডিসি মহোদয়ের অনুরোধে আমাদের সমাবেশ স্থগিত করেছি।তবে আমরা ৬ দফা দাবি দিয়েছি, তা আগামী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে বাস্তবায়ন করতে হবে। না হলে আমরা কঠোর কর্মসূচি দেব।

মাওলানা বশির উদ্দিন বলেন, মঙ্গলবার বিকালে ভোলার প্রতিটি থানায় বিক্ষোভ মিছিল আহ্বান করেছেন তারা। বৃহস্পতিবার বিকালে তারা জেলা সদরে মানববন্ধন করবেন। পরে শুক্রবার বিকালে সংঘর্ষের ঘটনায় নিহতদের জন্য দোয়া মাহফিলের আয়োজন করবে 'সর্বদলীয় মুসলিম ঐক্য পরিষদ'।সংবাদ সম্মেলনে ৬ দফা দাবি পড়ে শোনান ঐক্য পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক মিজানুর রহমান, যিনি ঈমান আক্বিদা সংরক্ষণ কমিটিতেও একই দায়িত্বে রয়েছেন।

তাদের ছয় দফা দাবি হল- যে যুবকের ফেইসবুক আইডি থেকে 'অবমাননাকর' বক্তব্য এসেছে বলে অভিযোগ উঠেছে, তার ফাঁসি কার্যকর, সংঘর্ষে নিহতদের লাশ বিনা ময়নাতদন্তে পরিবারের কাছে হস্তান্তর, আহতদের সরকারি খরচে চিকিৎসা, ভোলার পুলিশ সুপার ও বোরহানউদ্দিনের ওসিকে প্রত্যাহার, নিহতদের ক্ষতিপূরণ প্রদান ও গ্রেপ্তারদের বিনা শর্তে মুক্তি দেওয়া।ঐক্য পরিষদের এই সংবাদ সম্মেলনের পর জেলা সার্কিট হাউজে বরিশাল রেঞ্জের ডিআইজি শফিকুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন,সর্বদলীয় মুসলিম ঐক্য পরিষদের নেতাদের যে দাবিগুলো এসেছে, তা দেখার জন্য আমাদের নির্দিষ্ট বিভাগ আছে।

ফেইসবুক আইডি হ্যাক করার যে বিষয়টি আছে, তা ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। পুলিশের বিশেষজ্ঞ টিম ফেইসবুকের সঙ্গে আলোচনা করবে। তারা বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

বিপ্লব চন্দ্র বৈদ্য শুভ নামের এক যুবক শুক্রবার রাতে বোরহানউদ্দিন থানায় গিয়ে একটি জিডি করেন।

সেখানে তিনি তার ফেইসবুক আইডি হ্যাকারের কবলে পড়ার কথা জানান।শুভর মেসেঞ্জারে 'নবীকে নিয়ে অবমাননাকর বক্তব্য' ছড়িয়ে সেই 'স্ক্রিনশট' ব্যবহার করে গত শুক্রবার থেকে বোরহানউদ্দিনে উত্তেজনা সৃষ্টি করা হয়।এরপর শুভর বিচারের দাবিতে রোববার বোরহানউদ্দিন ঈদগাহ ময়দানে 'মুসলিম তৌহিদি জনতা'র ব্যানারে বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে পুলিশের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে।উপজেলা সদরে দুই ঘণ্টা ধরে দফায় দফায় সংঘর্ষে চারজন নিহত হন, আহত হন ১০ পুলিশ সদস্যসহ শতাধিক।সংঘর্ষের মধ্যে পুলিশের দিকে গুলিও ছোড়া হয়; তাতে একজন পুলিশ সদস্য গুরুতর আহত হন।সংঘর্ষে যে চারজন নিহত হয়েছেন, তাদের মধ্যে দুজনের মাথা ভেঁতা অস্ত্র দিয়ে থেঁতলানো ছিল বলে চিকিৎসকের বরাতে জানিয়েছে পুলিশ সদরদপ্তর।

বোরহানউদ্দিন থানার ওসি এনামুল হক বলেন, রোববারের ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করেছে।হত্যা, পুলিশের ওপর হামলা, বিশৃঙ্খলার অভিযোগে অজ্ঞাতপরিচয় চার থেকে পাঁচ হাজার লোককে আসামি করা হয়েছে সেখানে।জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মাসুদ আলম ছিদ্দিক জানান, কেউ যেন প্রশাসনের অনুমতি ছাড়া কোনো ধরনের সভা সমাবেশ বা মিছিল না করে, সে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

বোরহানউদ্দিনের ঘটনার পর ভোলা জেলা শহরেও থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। সকাল থেকে শহরের অধিকাংশ দোকানপাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছিল বন্ধ।

সদর রোডের একজন ব্যবসায়ী সকালে বলেন,সাধারণত এই সময়ে জেলা শহরের সব দোকানপাটই খোলা থাকে। কিন্তু এখন তো গণ্ডগোল। তাই কখনও খোলা রাখছি, কখনও বন্ধ রাখছি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে দোকানপাট আবার খুলবে।রোববার থেকেই ভোলায় পুলিশের টহল বাড়ানো হয়েছে। পাশের জেলা থেকে দুইশর বেশি পুলিশকে ভোলায় আনা হয়েছে বলে ভোলা মডেল থানার ওসি এনায়েত হোসেন জানিয়েছেন।আর বোরহানউদ্দিনে পুলিশ ও বিজেবির পাশাপাশি কোস্টগার্ড সদস্যরা দায়িত্ব পালন করছেন বলে পুলিশ সুপার সরকার মোহাম্মদ কায়সার জানিয়েছেন।

ভোলার ঘটনায় দেশবাসীর প্রতি ধৈর্য্যের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ২১।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গুজব রটনাকারীদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে ভোলা ইস্যুতে আর কোন অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ধৈর্য্যধারণ ও গুজবে কান না দিতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি বলেন,একটি মহল অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির লক্ষ্যে ফেসবুক ব্যবহার করে অপপ্রচার চালাচ্ছে। তিনি এ ব্যাপারে (ভোলা ইস্যু) ধৈর্য্যধারণ করতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে আশ্বস্ত করে বলেন, একজন হিন্দুর ফেসবুক আইডি ব্যবহার করে নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে অবমাননাকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। যুবলীগের কাউন্সিলের প্রাক্কালে সংগঠনের ৩৪ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে গেলে তিনি এ কথা বলেন।শেখ হাসিনা বলেন, পুলিশ ওই হিন্দু ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। সে সাধারণ ডায়েরী করে বলেছে, তার ফেসবুক আইডি ব্যবহার করে হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে অবমাননা করা হয়েছে। তিনি বলেন, যে মুসলিম ছেলেটি এ কাজটি করেছে তাকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। এ ঘটনার সাথে জড়িত অন্যান্যদেরও গ্রেফতার করা হবে। পাশাপাশি যারা এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের অপচেষ্টা চালাচ্ছে তাদেরও গ্রেফতার করা হবে।

ভোলার ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যখনই দেশ অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে তখনই এক শ্রেণির লোক সব সময় দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির অপচেষ্টা চালায়।তিনি কোন গুজবে কান না দিতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, এতে বিভিন্নভাবে সমাজ বিপদে পড়তে পারে। তাই প্রত্যেককে প্রকৃত ঘটনা জানতে হবে এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে হবে। পাশাপাশি কেউ যাতে ডিজিটাল প্রযুক্তির অপব্যবহার করতে না পারে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী প্রকৃত অপরাধীকে চিহ্নিত করতে সহায়তার পরিবর্তে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে এমন ধরনের বিষয় প্রচার না করার জন্য গণমাধ্যমের প্রতি আহ্বান জানান।শেখ হাসিনা বলেন, কোন ধর্মের লোকজনের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা সরকার চায় ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ হিসেবে সকল ধর্মের মানুষ এক সঙ্গে বসবাস করবে। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সব মানুষ লড়াই করেছে।

প্রধানমন্ত্রী প্রশ্ন করেন একজন মুসলমান কিভাবে ফেসবুকে হিন্দুর আইডি ব্যবহার করে হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে অবমাননা করতে পারে। তিনি এটাকে খুবই দুঃখজনক বিষয় উল্লেখ করেন। এই নজিরবিহীন ঘটনাকে কেন্দ্র করে চার ব্যক্তি নিহত এবং আরও অনেকে আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশংকাজনক।তিনি প্রশ্ন তোলেন এ ঘটনার পেছনে উদ্দেশ্য কি? কেন লোকজন সমবেত হয়েছে এবং পুলিশের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে।এ সময় মঞ্চে আওয়ামী লীগ উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আমির হোসেন আমু ও তোফায়েল আহমেদ এবং দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের উপস্থিত ছিলেন। যুবলীগ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হারুনুর রশিদ।প্রধানমন্ত্রী বলেন, মুসলিম সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি কেবল একজন হিন্দুর ফেসবুক আইডি হ্যাক করেনি, বরং তার (হিন্দু ছেলে) কাছ থেকে ২০ হাজার টাকা দাবি করেন, অন্যথায় তার ফেসবুক আইডি ব্যবহার করে আরো মিথ্যা তথ্য দেয়ার হুমকি দেন।

প্রধানমন্ত্রী আশ্চার্যান্বিত হন এবং প্রশ্ন করেন একজন মুসলিম কি করে একজন হিন্দুর ফেসবুক ব্যবহার করে রাসুল হযরত মুহম্মদ (সা:) কে অসম্মান করতে পারে।যুবকদের দেশের উন্নয়নের প্রধান শক্তি আখ্যায়িত করে তিনি বলেন,তাদের এই শক্তিকে দেশের কল্যাণ এবং দেশ গড়ার কাজে ব্যবহার করতে হবে।প্রধানমন্ত্রী পুনরায় সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, মাদক এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, 'সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, দুর্নীতি এবং মাদক বিরুদ্ধে আমরা অভিযান অব্যাহত রাখবো এবং এক্ষেত্রে যারাই অপরাধী হবে তাদের কোন ক্ষমা নেই, তাদের বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা নেব। কারণ আমরা যখন দেশকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি তখন স্বাভাবিকভাবে কিছু মানুষের মধ্যে একটা লোভের সৃষ্টি হয়, যার ফলাফল আমাদের সমাজটাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। কাজেই এ ধরনের অন্যায়-অবিচার কখনো বরদাশত করা হবে না'।

প্রধানমন্ত্রী যুবলীগের কাউন্সিলের প্রসঙ্গে বলেন, যুবলীগের কাউন্সিল দরজায় কড়া নাড়ছে। কি করে এটাকে আরো শক্তিশালী এবং সফলভাবে সমাপ্ত করতে পারি সেজন্য এর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আমরা কথা বলছি।তিনি বলেন, জাতীয় শ্রমিক লীগ, কৃষক লীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, মহিলা আওয়ামী লীগের কাউন্সিল নভেম্বরের মধ্যে শেষ করার প্রস্তুতি চলছে এবং আওয়ামী লীগের কাউন্সিল ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হবে।

আওয়ামী লীগ এবং এর সহযোগী সংগঠনগুলোর কাউন্সিল যথাসময়ে অনুষ্ঠানের আশাবাদ ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন,যথাসময়ে কাউন্সিল আয়োজনে সংগঠন আরো শক্তিশালী এবং সুশৃঙ্খল হয়।তিনি বাংলাদেশের প্রকৃত ইতিহাস এবং ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর অবদান সম্পর্কে জানার জন্য বঙ্গবন্ধুর লেখা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী ও 'কারাগারের রোজনামচা' এবং বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে পাকিস্তানী গোয়েন্দা প্রতিবেদন নিয়ে রচিত'সিক্রেট ডকুমেন্টস অন ফাদার অব দি নেশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান' পড়ে দেখার জন্য যুবলীগের নেতৃবৃন্দের প্রতি আহবান জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০২০ সালে জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপিত হবে এবং ২০২১ সালে উদযাপিত হবে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী। ২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে ২০২১ সালের ২৬ মার্চ পর্যন্ত সময়কে সরকার 'মুজিব বর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করেছে।আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠনগুলোকে এই অনুষ্ঠানটি তিনি ব্যাপকভাবে উদযাপনেরও আহবান জানান।

সোনাদিয়ায় কোন শিল্পকারখানা স্থাপন না করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ২১।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সোনাদিয়ায় কোন ধরণের শিল্প কারখানা স্থাপন না করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করে বলেছেন, কক্সবাজারের এই দ্বীপটিতে শুধুমাত্র ইকো ট্যুরিজম উন্নত করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সোমবার বিকেলে তাঁর কার্যালয়ে (পিএমও) 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগর' এর ওপর একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা উপভোগকালে সংশ্লিষ্টদের এই নির্দেশনা প্রদান করেন।

বৈঠকের পরে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন।তিনি বলেন, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জোন কতৃর্পক্ষ (বেজা) এই শিল্প নগরের বিভিন্ন আঙ্গিকগত দিক তুলে ধরে এই পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনটি উপস্থাপন করেন।প্রেস সচিব বলেন, প্রধানমন্ত্রী গভীর মনযোগের সঙ্গে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন প্রত্যক্ষ করেন এবং এই বিষয়ে বেশ কিছু নির্দেশ প্রদান করেন।

শেখ হাসিনা বেজা কতৃর্পক্ষকে শ্রমিকদের আবাসন এবং একইসাথে শিল্প এবং আইটি ক্ষেত্রের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশের বিষয়ে লক্ষ্য রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।তিনি একইসঙ্গে এই শিল্প নগরকে জলোচ্ছ্বাস এবং সাইক্লোন সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেন।প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারী শিল্প এবং বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানএবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।শিল্প, কর্মসংস্থান, উৎপাদন ও রপ্তানী বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বৈচিত্র আনয়নের মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বেজা দেশটির দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগর (বিএসএমএসএন)' এর বিকাশ সাধন করছে।

চট্টগ্রাম এবং ফেনী জেলার তিনটি উপজেলা-মীরেরসরাই,সীতাকুন্ডু এবং সোনাগাজী'র প্রায় ৩০ হাজার একর জমির ওপর বঙ্গোপসাগরের সন্দীপ চ্যানেলের তীরবর্তী ২৫ কি.মি এলাকা নিয়ে এই শিল্প নগর প্রতিষ্ঠা হচ্ছে।

ভোটারবিহীন সরকারের দুঃশাসনে মানুষের জীবনের মূল্য পশু-পাখির চেয়েও কম: খন্দকার মোশাররফ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ২১।। ভোলার বোরহানউদিবদনে এক হিন্দু তরুণের ফেইসবুক আইডি 'হ্যাক' করে বিরুদ্ধে 'অবমাননাকর' বক্তব্য ছড়ানোর পর পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে হতাহতের ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করেছে বিএনপি।

নয়া পল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সোমবার সকালে এক সংবাদ সম্মেলনে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন,কোনো ধর্ম নিয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত মন্তব্য করা এই দেশের আবহমানকালের ঐতিহ্যে নেই।

আমরা মনে করি, ভোলার ঘটনা পূর্ব পরিকল্পিত।যে কারণে ভোলাকে রক্তে রঞ্জিত করা হয়েছে তার সুষ্ঠু তদন্ত ও দায়ীদেরকে দৃষ্টান্তমূলক সাজা দিতে হবে।ভোলার ঘটনাকে 'গণহত্যা' অভিহিত করে তিনি বলেন,আমরা সরকারের উদ্দেশে বলতে চাই, জনগণকে যারা অবজ্ঞা করে তাদের পরিণতি শুভ হয় না। গণমানুষের জানমাল নিয়ে আর ছিনিমিনি খেলবেন না, যথেষ্ট হয়েছে।

রোববার ভোলার বোরহানউদ্দিনে এক হিন্দু তরুণের ফেইসবুক আইডি 'হ্যাক' করে মহানবীকে নিয়ে 'অবমাননাকর' বক্তব্য ছড়ানোর পর 'মুসলিম তৌহিদী জনতা'র ব্যানারে সমাবেশ থেকে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে এক মাদ্রাসার ছাত্রসহ চারজন নিহত ও ১০ পুলিশসহ শতাধিক আহত হয়।এ ঘটনায় অজ্ঞাতপরিচয় পাঁচ হাজার জনকে আসামি করে মামলা করেছে পুলিশ।

ভোলায় পুলিশের ভূমিকার কঠোর সমালোচনা করে খন্দকার মোশাররফ বলেন,ভোলায় পুলিশের এমন মারমুখী আচরণ ও নিষ্ঠুরতা ক্ষমার অযোগ্য। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে জবাবদিহিতা করতে হয় না বলেই সামান্য কিছুতেই নির্বিচারে গুলি করে মানুষ হত্যা যেন এখন নিত্যদিনের ঘটনা। এই ভোটারবিহীন সরকারের দুঃশাসনে মানুষের জীবনের মূল্য এখন পশু-পাখির চেয়ে কমে গেছে।

ভোলার ঘটনা তুলে ধরে তিনি বলেন,তারা (বিক্ষোভকারীরা) একটি অন্যায়ের প্রতিবাদ করার জন্য জড়ো হয়েছিল, এটি তো কোনো অপরাধ নয়।

তারা কোনো ভাংচুর করেনি, কারও ক্ষতি করেনি। প্রতিবাদ করা কী অন্যায়? তারা কী কোনো দাঙ্গায় লিপ্ত হয়েছিল? যেকোনো ধর্ম সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করে মানুষের বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠা নতুন কিছু নয়। এটাই স্বাভাবিক।তিনি আরও বলেন,আমরা আশ্চর্যের সাথে লক্ষ্য করছি, স্থানীয় প্রশাসন সুকৌশলে ভোলার মানুষের প্রতিবাদটিকে সাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়ার ঘৃণ্য চক্রান্ত চালাচ্ছে। আপনারা ভোলার হত্যাকাণ্ডের পর সরকার ও প্রশাসনের বক্তব্য এবং মন্তব্য শুনলে অনুধাবন করতে পারবেন তারা দুঃখ প্রকাশ না করে হত্যাকাণ্ডের পক্ষে সাফাই গাইছে। আর প্রধানমন্ত্রী তার স্বভাবসুলভ ভাষায় প্রতিবাদকারীদের প্রতি হুমকি-ধমকি দিচ্ছেন।

সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য আতাউর রহমান ঢালী, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী, কেন্দ্রীয় নেতা খায়রুল কবির খোকন, শ্যামা ওবায়েদ, নুরী আরা সাফা, মীর সরফত আলী সপু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

শুল্ক ফাঁকির মামলায় ৫ বছরের সাজায় কারাগারে বিএনপির এমপি হারুন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ২১।। শুল্কমুক্ত সুবিধায় আমদানি করা গাড়ী বিক্রি করে শুল্ক ফাঁকির মামলায় বিএনপির সংসদ সদস্য হারুনুর রশীদকে কারাদন্ড দিয়ে কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত।

দুদকের দায়ের করা এ মামলার তিন আসামির মধ্যে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হারুনকে ৫ বছরের কারাদণ্ডের পাশাপাশি ৫০ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। জরিমানার টাকা না দিলে তাকে আরও ছয় মাসের সাজা খাটতে হবে।চ্যানেল নাইনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যবসায়ী এনায়েতুর রহমান বাপ্পীকে দুই বছর কারাদণ্ড এবং ১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।আর গাড়ি ব্যবসায়ী ইশতিয়াক সাদেককে তিন বছর কারাদণ্ড এবং ৪০ লাখ টাকা জরিমানা করেছে আদালত। বাপ্পী ও সাদেককে রায়ে পলাতক দেখানো হয়েছে।ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪ এর বিচারক শেখ নাজমুল আলম সোমবার এক যুগ আগের এ মামলার রায় ঘোষণা করেন।

বিগত চার দলীয় জোট সরকারের সময় সংসদ সদস্য থাকা অবস্থায় শুল্কমুক্ত সুবিধায় গাড়ি আমদানি করে তা বিক্রির অভিযোগে হারুনসহ ওই তিনজনের বিরুদ্ধে ২০০৭ সালের ১৭ মার্চ এই মামলা করা হয় ঢাকার তেজগাঁও থানায়।তদন্ত শেষে ওই বছরের ১৮ জুলাই তিনজনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দেন দুদকের সহকারী পরিচালক মোনায়েম হোসেন।সেই অভিযোগপত্র আমলে নিয়ে আদালত ২০০৭ সালের ২০ আগস্ট হারুনসহ তিন আসামির বিচার শুরু করে।

দুদকের পক্ষে এ মামলা পরিচালনা করেন রুহুল আমিন। আর আসামিপক্ষে ছিলেন আমিনুল গণি টিটো।চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ আসনের এমপি হারুন একাদশ জাতীয় সংসদে বিএনপির সংসদীয় দলের নেতৃত্বে আছেন।

সম্প্রতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাধীন খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করে তিনিই বলেছিলেন, দেড় বছরের বেশি সময় ধরে কারাবন্দি বিএনপি চেয়ারপারসন জামিন পেলে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাবেন।

ভোলায় সংঘর্ষ: আইডি শনাক্তে ফেসবুক কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ২১।। ভোলার ঘটনায় কে আসল অপরাধী বা আসল ফেসবুক আইডি তা শনাক্ত করতে সিঙ্গাপুরে ফেসবুক কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল। তিনি বলেন, এরইমধ্যে ওই কোম্পানির কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা হয়েছে। তদন্ত চলছে, দু'একদিনের মধ্যে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানা যাবে। তখন এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সোমবার (২১ অক্টোবর) সচিবালয়ে ঐক্যফ্রন্টের নেতাদের সঙ্গে সভা শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ভোলায় এক ব্যক্তির ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে নবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর নামে কটূক্তির ঘটনায় কে আসল অপরাধী তা খুঁজে বের করতে তদন্ত চলছে। এ ঘটনা ভোলার যে ছেলের ফেসবুক চ্যাটিং থেকে হয়েছে, তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওই ছেলে জানিয়েছেন কয়েক দিন আগে তার ফেসবুক হ্যাকড হয়। হ্যাকড করা ব্যক্তি তার কাছে এজন্য টাকা দাবি করে। এ বিষয়ে তিনি থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেছেন। তাদের কথোপকথন থেকে অর্থ দাবি করা ব্যক্তিকেও গ্রেপ্তার করেছি। এখন তাদের মধ্যে কথোপকথনের তথ্য-উপাত্ত অধিকতর তদন্তের জন্য আমরা ফেসবুক কর্তৃপক্ষের সিঙ্গাপুর অফিসে পাঠিয়েছি। তাদের কাছে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য চেয়েছি। এই ঘটনায় ফেসবুকে কার আইডি, কে হ্যাকড করেছে, কোথা থেকে এসব পোস্ট করা হয়েছে তা খতিয়ে বের করা হবে। সেই অনুযায়ী শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।তিনি বলেন, এসব তদন্তের প্রতিবেদন পাওয়া পর্যন্ত আমি সবার প্রতি অনুরোধ করবো একটু অপেক্ষা করতে। সবার প্রতি আমাদের আবেদন, কেউ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে নিজের হাতে আইন তুলে নেবেন না।

আরেক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এই ঘটনায় কেউ কেউ সুযোগ

ছয়ের পাতায়

ভোলায় সংঘর্ষ: বুধবার সারাদেশে বিএনপির প্রতিবাদ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ২১।। ভোলার বোরহানউদ্দিনে ফেইসবুক আইডি হ্যাক করে 'অবমাননাকর' বক্তব্য ছড়ানোর পর সংঘর্ষে হতাহতের প্রতিবাদে বুধবার সারাদেশে কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দিয়েছে বিএনপি।

কি ধরনের কর্মসূচি পালন করা হবে সে ব্যাপারে জেলা ও মহানগরের নেতারা পরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত নেবেন।নয়া পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যারয়ে সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন এই কর্মসূচি ঘোষণা করেন।তিনি বলেন,আমি ভোলার সাধারণ মানুষের ওপর পুলিশের নির্বিচারে গুলিবর্ষণে হত্যাকাণ্ডের ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং অবিলম্বে দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করছি।এই লক্ষ্যে আমরা কর্মসূচি ঘোষণা করছি। ভোলার

ছয়ের পাতায়

ছাত্ররাজনীতিকে সুস্থ ধারায় ফিরিয়ে আনতে হবে: জিএম কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ২১।। ছাত্ররাজনীতি তার গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য হারাতে বসেছে। তাই বিপর্যয় থেকে উত্তরণের জন্য ছাত্ররাজনীতিকে সুস্থ ধারায় ফিরিয়ে আনতে হবে। ছাত্ররা এ জাতির ভবিষ্যৎ। সেই ভবিষ্যতকে আমরা অন্ধকারের পথে ঠেলে দিতে পারি না।

সোমবার (২১ অক্টোবর) জাতীয় পার্টির বনানী কার্যালয়ে জাতীয় ছাত্রসমাজের নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদের একথা বলেন।তিনি বলেন, আমি জাতীয় ছাত্রসমাজকে আলোকবর্তিকা হিসেবেই গড়ে তুলতে চাই। বর্তমান ছাত্ররাজনীতি যে পথে গেছে- তা জাতির জন্য একটি অশনি সংকেত। জাতীয় ছাত্রসমাজের প্রত্যেক নেতা-কর্মী পল্লীবন্ধু এরশাদের আদর্শে উজ্জীবিত হবে। তাদের নিজেদের আদর্শের প্রতীক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। পল্লীবন্ধু এরশাদ কখনও ছাত্রসমাজকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চাননি। তিনি ছাত্রদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার দীক্ষা দিয়েছেন।মতবিনিময় সভায় আগামী ১৫ নভেম্বরের মধ্যে জাতীয় ছাত্রসমাজের কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানের তাগিদ দেওয়া হয়। ছাত্রসমাজের নেতারা উল্লেখিত সময়ের মধ্যে সম্মেলন আয়োজনের জন্য দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এসময় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলু, সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা এমপি, সুনীল শুভরায়, যুগ্ম মহাসচিব সুলতান আহমেদ সেলিম, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক সৈয়দ ইফতেকার আহসান হাসান, যুগ্ম ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক মিজানুর রহমান মিরু।

এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন- ছাত্রসমাজের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক মো. জামাল উদ্দিন, সদস্য সচিব ফয়সাল দিদার দীপু, যুগ্ম আহ্বায়ক ইব্রাহিম খান জুয়েল, শাহ ইমরান রিপন, আমিনুল হক মোল্লা, এরশাদুল বারী নাসিম, নকিবুল হাসান লিয়ন, নাজমুল হাসান রেজা, ইব্রাহিম খলিল, কেন্দ্রীয় সদস্য গাজী বিপ্লব, ছাত্রসমাজের মহানগর দক্ষিণের সভাপতি মো. ইউসুফ, সাধারণ সম্পাদক তানভির হোসেন সুমন, কেন্দ্রীয় সদস্য মো. আল আমিন সরকার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নেতা শরিফুল ইসলাম তানজিল, কেন্দ্রীয় সদস্য আজহার আহমেদ পরশ, আবির হোসেন, রাসেল আহমেদ রিংকু, রায়হান আহমেদ, নাঈম হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

খালেদার সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি পেলেন ঐক্যফ্রন্ট নেতারা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ২১।। কারান্তরীণ বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি পেয়েছেন জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের নেতারা। সোমবার (২১ অক্টোবর) এ বিষয়ে সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের সঙ্গে দেখা করেন ঐক্যফ্রন্টের ৮ নেতা। ওই সময় খালেদার সঙ্গে ঐক্যফ্রন্ট দেখা করার জন্য ঐক্যফ্রন্ট নেতাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনুমতি দিয়েছেন বলে সাংবাদিকদের জানান জেএসডির সভাপতি আ স ম আবদুর রব।রবের বরাত দিয়ে ঐক্যফ্রন্টের দফতর প্রধান জাহাঙ্গীর আলম মিন্টু বলেন, খালেদা জিয়া অসুস্থ। এ বিষয়ে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে খবর আসছে, তাই আমরা উনার সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ করে তার শারীরিক অবস্থা জানতে চাই।এজন্য আমরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অনুমতি চেয়েছিলাম। উনি বলেছেন, দেখা করার জন্য আমাদের কোনো বাধা নেই। আপনারা সবাই দেখা করতে পারবেন।

খালেদা জিয়ার সঙ্গে কখন সাক্ষাত করবেন? এমন প্রশ্নে আ স ম রব

ছয়ের পাতায়

সরকারের অনুমতি না পাওয়ায় সমাবেশ করবে না ঐক্যফ্রন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ২১।। অনুমতি না পাওয়ায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মঙ্গলবার (২২ অক্টোবর) সমাবেশ করবে না জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট।ঐক্যফ্রন্ট নেতা ও গণফোরাম সাধারণ সম্পাদক ড় রেজা কিবরিয়া সোমবার (২১ অক্টোবর) সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।তিনি বলেন, যেহেতু পুলিশ আমাদের সমাবেশ করার অনমতি দেয়নি সে কারণে আমরা আমাদের নেতা ড় কামাল হোসেনের বেইলি রোডের বাসায় বসে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি।পরবর্তী কর্মসূচি কী হবে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমরা সিদ্ধান্ত একটা নিয়েছি তবে সেটা পরে জানাবো।গত ৬ অক্টোবর বুয়েট ছাত্র আবরার ফাহাদকে হত্যার প্রতিবাদে মঙ্গলবার রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নাগরিক সমাবেশের কর্মসূচি ঘোষণা দেয় জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

শিশুকে কত বছর মায়ের দুধ খাওয়াবেন ?

জন্মের পরে প্রথম ছয় মাস শিশুকে মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো খুবই জরুরি। প্রথম ৬ মাস মায়ের বুকের দুধ ছাড়া শিশুকে অন্যকিছু খাওয়ানোর প্রয়োজন নেই। এ সময়ে মায়ের দুধ শিশুর সব চাহিদা পূরণ করে।

শিশুর ঠিক বিকাশ এবং মায়ের স্বাস্থ্যের জন্য সন্তানের শক্ত খাবারের অভ্যাস তৈরি করা এবং দুই বছর বয়সের পরে বুকের দুধ পানের পরিবর্তে সাধারণ খাবারে অভ্যস্ত করেতোলাও জরুরি। সেটা কিন্তু অধিকাংশ মা ই জানেন না। চিকিৎসকদের একাংশ জানাচ্ছেন, বুকের দুধ পানের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে মায়েদের বলা হয়। কিন্তু সেটার নির্দিষ্ট সময় রয়েছে।

শিশুর বিকাশে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মায়ের দুধের গুরুত্ব রয়েছে। তার পরে বিভিন্ন খাবারের থেকেই পুষ্টি সংগ্রহ করা শিখতে হবে। অনেকেই মনে করেন, মাতৃদুগ্ধ পর্যন্ত খেলেই পেট ভরে যাবে। কিন্তু বছর দুয়ে পরে ঠিকমতো সব রকমের খাবার না খেলে নানা শারীরিক সমস্যা তৈরি হয়। এমনকি দাঁতে সংক্রমণও হতে পারে।

শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানোর বিষয়ে সেন্ট্রাল হাসপাতাল লিমিটেডের গাইনি কনসালটেন্ট বেদৌরা শারমিন যুগান্তরকে বলেন, শিশুর জন্মের পর প্রথম ৬ মাস অবশ্যই মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো প্রয়োজন। এছাড়া ৬ মাসের পর থেকে ধীরে ধীরে শিশুকে পুষ্টিসম্মত বাড়তি খাবার দিতে হবে। শিশুকে কত বছর পর্যন্ত মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো উচিত এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, শিশুদের জন্য মায়ের বুকের দুধ হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠ উপহার। তবে শিশুকে দেড় থেকে ২ বছরের বেশি বুকের দুধ খাওয়ানোর প্রয়োজন নেই।

এই গাইনি কনসালটেন্ট জানান, অনেকে শিশু ৫ বছর পর্যন্ত বুকের দুধপানে অভ্যস্ত থাকে। সেটা ঠিক নয়। শিশুর জন্মের পরে অনেক সময় মায়েদের হরমোনঘটিত সমস্যা হতে থাকে। আবার অনেকে গর্ভনিরোধক ওষুধও ব্যবহার করেন। যেগুলো তার হরমোনঘটিত পরিবর্তন ঘটায়। সেই ওষুধ ব্যবহারের সময় সন্তানকে স্তন্যপান করালে ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া শিশুর দেহে দেখা দিতে পারে।

তার কথায়, মা কোনও ধরনের ওষুধ খেলে কিংবা সংক্রমণে আক্রান্ত হলে স্তন্যপানের মাধ্যমে শিশুর দেহে তা যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। তাই দু’বছরের পরে বুকের দুধ পান করানো ঠিক নয়। বছর দুয়েকের পরেও শিশু ভাত, ডালের মতো শক্ত খাবারের পরিবর্তে স্তন্যদুগ্ধেই অভ্যস্ত হলে রক্তসল্পতার মতো সমস্যা তৈরি হতে পারে বলেই মনে করছেন শিশুরোগ চিকিৎসক অপূর্ব।

রাতে ঘুম পাড়াবে যেসব গাছ

গাছ ঘরের শোভাবর্ধন করে। তাই গাছ দিয়ে ঘর সাজাতে পছন্দ করে অনেকে। তবে গাছ শুধু ঘরের সৌন্দর্যই বৃদ্ধি করে না। আপনি জেনে অবাক হবেন যে, শোয়ার ঘরে কিছু গাছ রেখে দিলে এটি আপনাকে অক্সিজেন ছাড়াও প্রশান্তি ও ইতিবাচক শক্তি পেতে সাহায্য করবে। এছাড়া এ গাছগুলো আপনাকে রাতে ঘুম ধরাতেও সাহায্য করবে।

সংবাদ মাধ্যমটি জানায়, এমন কিছু গাছ আছে যা আপনার শয়নকক্ষে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবে আবার আপনাকে রাতে ভাল ঘুমাতেও সাহায্য

করবে।

ল্যাভেন্ডার

ল্যাভেন্ডারের সুগন্ধ চায় না কে? এ গাছ শয়নকক্ষে রাখলে আপনার অতিরিক্ত মানসিক চাপ কমাবে এবং একটি প্রশান্তির ঘুম পেতেও সাহায্য করবে। এক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে এ উদ্ভিদটি গর্ভবতী মায়ের স্ট্রেস লেভেল কমাতে সাহায্য করবে।

জুঁই ফুল

জুঁই ফুল শয়নকক্ষে রাখলে,এটি আপনার শরীরের উপর একটি শীতল প্রভাব ফেলে। এ উদ্ভিদটি আপনার ব্যক্তিগত উদ্বেগ মাত্রা কমাতে এবং অনেক ইতিবাচক শক্তি পেতেও সাহায্য করবে।

অ্যালোভেরা

ঘৃতকুমারী বা অ্যালোভেরা শুধু ত্বকের হিসেবেই ব্যবহৃত হয় না। এই উদ্ভিদটি আপনার ভাল ঘুম হতেও সাহায্য করবে। এ উদ্ভিদটি থেকে রাতে অক্সিজেন নির্গত হয়। ফলে আপনি পেতে পারেন একটি প্রশান্তির ঘুম। আর ঘৃতকুমারী উদ্ভিদটি খুব তাড়াতাড়ি বড় হয় এবং এটি পরিচর্যা করাও খুব সহজ কাজ।

সর্প উদ্ভিদ

নাসার মতে, শয়নকক্ষে সর্প উদ্ভিদ সবচেয়ে ভাল বায়ু ফিল্টারিং এর কাজ করে। এ উদ্ভিদটি গৃহসজ্জার কাজ ছাড়াও রাতে শয়নকক্ষে অক্সিজেন নির্গত হতে সাহায্য করে। এছাড়া ক্যান্সার সৃষ্টিকারী রাসায়নিক বায়ু পরিষ্কার করার জন্য স্পাইডার প্ল্যান্টটি খুবই কার্যকরী। রাতে একটি প্রশান্তির ঘুম পেতে এ উদ্ভিদটিও আপনার শোবার ঘরে রাখতে পারেন।

ওরা এখন আরও বেপরোয়া

সাইবার দুর্বত্তদের চালাকির কথা হরহামেশা শোনা যায়। কিন্তু এন তাঁরা আরও বেশি বেপেরায়া হয়ে উঠেছে। তাদের চাতুর্যের সঙ্গে সাহাস যোগ হয়েছে। হালনাগাদ প্রযুক্তি তাদের হাতের মুঠোয়। যেনতেন আক্রমণ না করে এখন যাচাই বাছাই’ করে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে তারা। বিশ্বজুড়ে সাইবার হামলা বেড়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সাইবার নিরাপত্তা সফটওয়্যার নির্মাতাপ্রতিষ্ঠান ট্রেন্ড মাইক্রো সফটওয়্যার নির্মাতাপ্রতিষ্ঠান ট্রেন্ড মাইক্রো ইনকরপোরেশনের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কার্যালয় জাপানে। ট্রেন্ড মাইক্রোর গবেষকেরা বলছেন, গত কয়েক বছরে সাইবার হামলার ঘটনা বেশ বেড়েছে। সাইবার নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে বড় প্রশ্ন উঠছে।

২০১৫ সালেরবিশেষ নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করে ট্রেন্ড মাইক্রো বার্ষিক নিরাপত্তা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এতে বলা হয়েছে, নতুন ধরনের সাইবার হামলা ঠেকাতে সব সময় নিরাপত্তা সিস্টেম হালনাগাদ করে রাখাজরুরি।

ট্রেন্ড মাইক্রোরা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০১৬ সালের প্রথম তিন মাসে যে ধরনের সাইবার আক্রমণ আমরা দেখেছি, এতে আমাদের পুরোনো হুমকির বিষয়গুলোর দিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। কোনো ইন্ডাস্ট্রি বা সিস্টেম এখন আর নিরাপদ নয়। কে ভেবেছিল যে সাইবার হুমকির বিবেচনার ক্ষেত্রে ভাষার বিষয়টি নিয়েও আমাদের দুশ্চিন্তা করতে হবে।

ট্রেন্ড মাইক্রো দাবি করেছে, গত বছরে তারা পাঁচ হাজার ২০০ কোটি নিরাপত্তা হুমকি ঠেকিয়েছে। তবে তা ২০১৪ সালের চেয়ে ২৫ শতাংশ কম। ২০১২ সালের পর থেকে সাইবার হুমকি কমার ধারা দেখা যাচ্ছে বলে জানিয়েছে ট্রেন্ড মাইক্রো। প্রতিষ্ঠানটির বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সাইবার দুর্বৃত্তরা এখন তাঁদের আক্রমণের লক্ষ্য নির্ধারণে অনেক বেশি ‘যাচাই-বাছাই’ করে আধুনিক হালনাগাদ প্রযুক্তির ব্যবহার করছে।

বাড়তি ভাড়ায় শুরু ‘পাঠাও কারস’

‘উবার ও বাহন-এর পর ঢাকায় বাড়তি ভাড়ায় শুরু হলো অরেকটি কার ট্যাক্সি সার্ভিস ‘পাঠাও কারস’। মোটরসাইকেল রাইড শেয়ারিং দিয়ে জনপ্রিয় হওয়া ‘পাঠাও’ ঢাকা ও চট্টগ্রামে এ কার সার্ভিস চালু করেছে বলে জানিয়েছে।

বুধবার (০১ নভেম্বর) থেকে পাঠাও তাদের একই অ্যাপসে কার ডেকে আনার ফিচারটি উন্মুক্ত করেছে।

প্রথমদিকে ১০০ টি কার দিয়ে এ সেবা শুরু হলো বলে জানিয়েছেন পাঠাও’র সিইও হেসেন এম ইলিয়াস।

নতুন চালু হওয়া পাঠাও কারস্’ এর ভাড়া বর্তমানে চালু থাকা উবারের চেয়ে বেশি। তবে কার কোয়ালিটি তাদের ভালো হবে বলে দবি করেছে পাঠাও।

পাঠাও কারস’-এর বেইসফেয়ার ৫০ টাকা, যেখানে ‘উবার এক্স’-এর বেইস ফেয়ার ৪০ টাকা। প্রতি কিলোমিটার ২০ টাকা, যেখানে উবার নেয় ১৮ টাকা। প্রতি মিনিট চার্জ পাঠাও নেয় আড়াই টাকা, উবার এক্ষেত্রে ৫০ পয়সা বেশি ৩ টাকা নেয়।

এ হিসেবে দেখা গেছে: উবারের চেয়ে ভাড়া কিছু বাড়িয়ে দিয়েই পাঠাও ঢাকায় শুরু করেছে অ্যাপস ভিত্তিক কার ট্যাক্সি সার্ভিস।

সরকার খসড়া নীতিমালায় এখনও ভাড়ার কোনো নির্দিষ্ট গণ্ডি বেধে দিতে পারেনি। এক্ষেত্রে একের পর এক রাইড শেয়ারিং অ্যাপস ও ট্যাক্সি সার্ভিস প্রতিযোগিতামূলক বাড়তি ভাড়া নিয়ে নামছে।

রাইড শেয়ারিংয়ের প্রতিযোগিতায় ভাড়া কমে না বাড়ে? আর এটি কেন? জানতে চাইলে কোনো উত্তর দেননি পাঠাও’র সিইও ইলিয়াস।

তবে সরকার যদি ভাড়া ঠিক করে দেয়, মানবেন কি না’ এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, সরকার যেটা বলবে, সেটাতো করতেই হবে। সরকার যদি কিছু না বলে, তাহলে এটি নিয়ে কথা বলেতো লাভ নেই।’

ঢাকায় গত বছরের ২২ নভেম্বর আন্তর্জাতিক অন ডিমান্ড ট্যাক্সি সার্ভিস চালু করে উবার। তারও আগে ঢাকায় প্রথম মোটরসাইকেল রাইড শেয়ারিং শুরু করে শেয়া এ মোটরসাইকেল ‘স্যাম’।

এখন ঢাকায় রাইড শেয়ারিং মোটরসাইকেল সেবা দিচ্ছে ‘পাঠাও’, ‘স্যাম’ , ‘মুভ’, ‘বাহন’ ও ‘আমরা রাইড’। আরও কয়েকটি শিগগিরই রাডি শেয়ারিং শুরু করবো বলে জানিয়েছে।

তবে বার বার ঘোষণা দিয়েও রাইড শেয়ারিং চালু করতে পারেনি দু’টি অ্যাপস ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ‘ইজিয়ার’ ও গো টু টেকনোলজি।

পশুর থাইলেরিয়াসিস রোগ ও প্রতিকার

থাইলেরিয়াসিস গবাদিপশুর রক্তবাহিত এক প্রকার প্রোটোজোয়াজনিত রোগ। এই জীবাণু গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়াকে আক্রান্ত করে। সাধারণত গ্রীস্মকালে থাইলেরিয়াসিস রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যায়। থাইলেরিয়ার জীবাণু আক্রান্ত গরু থেকে সুস্থ গরুতে আঠালির মাধ্যমে এ রোগ সংক্রামিত হয়ে থাকে। গ্রীস্মকালে আঠালির প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত সময়। এ কারণে গ্রীষ্মকাল আঠালি-র প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত সময়। এ কারণে গ্রীস্মকালে গরু আঠালি দ্বারা বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে এবং দ্রুত রোগ ছড়াতে সাহায্য করে। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে থাইলেরিয়াসিস দেখা যায়। গণভুক্ত বিভিন্ন প্রজাতির প্রোটোজোয়া দ্বারা এ রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ রোগের ক্লিনিক্যাল লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার পর পশুর রক্তের হিমোগ্লোবিনের মাত্রা খুব নিচে নেমে যায়। ফলে রোগটি নির্ণিত হওয়ার পর চিকিৎসা হলেও গরুকে সুস্থ করে তোলা প্রায়ই সম্ভব হয় না। তাছাড়া মাঠপর্যায়ে গরুর রক্ত পরিবহণ বাস্তবে সম্ভব হয়ে উঠে না। এ রোগের চিকিৎসার জন্য উন্নতমানের ওষুধের দাম খুব বেশি এবং তা সর্বত্র সহজে সব সময় পাওয়া যায় না। এ কারণে থাইলেরিয়াসিস অর্থনৈতিক ভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ রোগ সংকর ভারতের গরুতে বেশিদেখা যায়।

সংকর জাতের একটি গাভীর দাম ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা। গবাদি পশুর খামারের ক্ষতিকর রোগগুলির মধ্যে থাইলেরিয়াসি একটি অন্যতম রোগ। আমাদের দেশের প্রায় প্রতিটি জেলাতেই এ রোগ দেখা যায়। বিভিন্ন কারণে থাইলেরিয়া রোগ নির্ণয় করতে অনেক সময় লেগে যায়। খামারীদের কাছাকাছি এলাকায়প্রায়শ রোগ নির্ণয় কেন্দ্র থাকে না। থাইলেরিয়া রোগে প্রতিবছর কোটি কোটি টাকা মূল্যের গো সম্পদ নষ্ট হয়ে থাকে।

রোগের জীবনচক্র ঃ থাইলেরিয়া রোগের মাধ্যমিক পোষক হিসাবে কাজ করে প্রায় ছয় প্রজাতির আঠালি।

থাইলেরিয়া আক্রান্ত আঠালির লালা গ্রন্থির মধ্যে অবস্থিত রক্ত শোষণকালে সুস্থ গরুর দেহে প্রবেশ করে। পরে লসিকা গ্রন্থি ও প্লীহার লসিকা কোষকে আক্রান্ত করে ম্যাক্রোসাইজোন্ট বা ককস ব্রু বডি সৃষ্টি করে যা মাইক্রোসাইজোন্ট এ পরিণত হয়। এই মাইক্রোসাইজোন্ট লোহিত কণিকাকে আক্রান্ত করে পাইরোপ্লাজম সৃষ্টি করে। রক্ত শোষণের সময় এই পাইরোপ্লাজম আঠালিরদেহে প্রবেশ করে। আঠালিরদেহের মধ্যে বিভিন্ন পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হয়ে আঠালির লালা গ্রন্থিতে অবস্থান নেয় যা পর গবাদিপশুর রক্ত শোষণকালে প্রাণীর দেহেপ্রবেশ করে। আক্রান্ত আঠালি সুস্থ গরুকে কামড়ানোর ৭-১০ দিন পর পশুর দেহে তাপ দেখা দেয়।

রোগ লক্ষণ ঃ গরুর প্রবল জ্বর (১০৪-১০৭০ ফা), ক্ষুধামান্দ্য, রক্তশূন্যতা, চোখ দিয়ে জল ঝরা, রুমেনের গতি হ্রাস, লসিকা গ্রন্থি ফুলে যাওয়া, রক্ত ও আম মিশ্রিত ডায়ারিয়া ও নাসিকা থেকে শ্লেষ্মা নির্গত হয়। এ সময় গরু শুকিয়ে যায় এবং কোনো এন্টিবায়োটিক দ্বারা চিকিৎসায় ফল পাওয়া যায় না। দুধ উৎপাদন একদম কমে যায়, গরু শুকিয়েযায়এবং কোনো এন্টিবায়োটিক দ্বারা চিকিৎসায় ফল পাওয়া যায় না। দুধ উৎপাদন একদম কমে যায়, গরু শুয়ে থাকতে বেশি পছন্দ করে, হাঁপায় এবং ধীরে ধীরে গরুর মৃত্যু ঘটে।

মৃত্যুর পূর্বে হঠাৎ করে গরুর শরীরের তাপমাত্রা হ্রাস পায়। সাধারণত আক্রান্ত হবার ১৮-২৪ দিন পর প্রাণী মারা যায়। থাইলেরিয়ায় আক্রান্ত প্রাণী চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠলে কিছুটা প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করে তবে প্রাণীটি এ রোগের বাহকহিসেবে কাজ করে।

রোগ নির্ণয় ঃ রোগের লক্ষণ, ইতিহাস এবং চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা দিয়ে প্রাথমিকভাবে এই রোগ নির্ণয় করা যায়। ল্যাবরেটরিতে আক্রান্ত প্রাণীর রক্ত জেনন্স স্টেইন করে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পাইরোপ্লাজম দেখে সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করা যায়।

চিকিৎসা ঃ রোগ নির্ণয়ে বেশি দেরি হলে চিকিৎসায় তেমন উপকার হয় না। দ্রুত রোগ নির্ণয় করে মাত্রামত ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে। সহায়ক চিকিৎসা হিসাবে ভিটামিন ই১২ ইনজেকশন ইত্যাদি প্রয়োগ করতে হবে। সম্ভব হলে রক্ত সংযোজন করতে হবে যা দুরূহ ব্যাপার। আক্রান্ত প্রাণীর শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ খাওয়াতে হবে। পশুকে ছায়াযুক্ত আরামদায়ক পরিবেশে রাখতে হবে। প্রচুর ঠান্ডা জলপান করতে দিতে হবে।

প্রতিরোধ ঃ ডেইরী খামারীদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে থাইলেরিয়া রোগ সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে। যে কোন মূল্যে পশুর খামারকে উকুন, আঠালি ইত্যাদি থেকে মুক্ত রাখতে হবে। গোয়াল ঘর ও এর চতুর্দিক পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। প্রতি ৪ মাস অন্তর গাভীকে আঠালিপ্রতিরোধক ইনজেকশন প্রয়োগ করে আঠালিমুক্ত রাখতে হবে। গ্রীস্মকালে সপ্তাহে দুই বার গোয়াল ঘরে আঠালিনাশক ওষুধ মাত্রামত স্প্রে করলে গোয়াল ঘর আঠালি মুক্ত থাকে। আক্রান্ত এলাকার সন্দেহজনক সকল গবাদিপশুকে ইত্যাদি প্রতিশেধক হিসাবে মাত্রামত প্রয়োগ করা উচিত।

বাচ্চাদের বুদ্ধি বিকাশের একটাই পথ, দৌড়

বাচ্চাকে শুধুই ঘাড় গুঁজে বইপড়াচ্ছেন? স্কুল টিউশনেই ব্যস্ত সন্তান? ভুল করছেন এতে আপনার বাচ্চার কোনও লাভই হচ্ছে না। ওকে দৌড় করান। শরীর থাকবে ঝরঝরে। বাড়বে বুদ্ধিও।

বই, খাতা, স্কুলের ভারে ভারাক্রান্ত শৈশব। মাঠ, ঘাট, দমকা হাওয়ায় ভেসে যাওয়ার টান বাঁধা পড়ছে ইট কাঠ কংক্রিটের জঙ্গলে। বইথেকে মুখ তুললেই ছোটা ভীমের হাট করে খোলা জগৎ। সবুজ মাঠ থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকার সব উপকরণ চার দেওয়ালের অন্দরেই মজুত। পড়াশোনা ছাড়া কার্টুন এভাবেই আবর্তিত ছেলেবেলা, মেয়েবেলা। সবুজ ঘাসে পা ফেলার ফুসরত কই! ভুল হয়ে যাচ্ছে। বিরাট ভুল। দৌড়তে হবে। আরওবেশি। পা ফেলতে হবে মাটিতে।

বই খাতার মুখ গুঁজে থাকলেই বুদ্ধি বাড়ে না। টিভির পর্দায় চোখ আটকে থাকলে আই কিউ বাড়ে না। বুদ্ধি বিকাশের একটাই পথ। দৌড়। বিশেষজ্ঞদের দাবি, সাধারণত ৮ বছর বয়স পর্যন্ত বুদ্ধির বিকাশ হয়। চিকিৎসাশাস্ত্র বলে, একজন মানুষ খুব বেশি হলে তাঁর বুদ্ধির মাত্র ২ শতাংশ ব্যবহার করতে পারে।

আমেরিকান দ্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অন এজিং এর গবেষণা বলছে, দৌড়লে মানুষের শরীরের মাংসপেশি থেকে ক্যাথাপসিন বি নামে একটি প্রোটিন বেরোয়। এই প্রোটিন

সরাসরি মস্তিষ্কে প্রবাহিত হয়। ক্যাথাপসিন বি নামে এই প্রোটিনেই লুকিয়ে রয়েছে বুদ্ধি বাড়ার রহস্য।

গবেষকদের দাবি, ৪ মাস ধরে সপ্তাহে ২ থেকে ৩ বার ২০ মিনিট করে দৌড়লে পেশিতে ক্যাথাপসিন প্রোটিনের নিঃসরণ বাড়তে থাকে। রক্তে এই পরিমাণ তাৎপূর্ণ ভাবে বৃদ্ধি পায়। মস্তিষ্কের নিউরোজেনেসিসগুলি প্রভাবিত হয়। ফলে, খুব সহজেই কেউ জটিল কাজ করতে পারে।

যেভাবে চালু করবেন জিমেইলের স্মার্ট কম্পোজ

গুগল তার সব সেবারবেশ কিছু নতুন ফিচার এনেছে। এর মধ্যে দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে জিমেইলের স্মার্ট কম্পোজ।

প্রথমে জিমেইলের স্মার্ট কম্পোজ সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক। স্মার্ট কম্পোজ জিমেইল ব্যবহারকারীদের জন্য নতুন একটি ফিচার। মেইল কম্পোজের ক্ষেত্রে বানান ভুল কিংবা বাক্য ভুল খুবই বিড়ম্বনায় ফেলে। অফিসিয়াল মেইলের ক্ষেত্রে বিড়ম্বনা বেড়ে যায় আরও বেশি।

ব্যবহারকারীদের এ অসুবিধাদূর করতে জিমেইল নিয়ে এসেছে নতুন স্মার্ট কম্পোজ ফিচার। স্মার্ট কম্পোজে আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স ও মেশিন লার্নিং সিস্টেম মেইল লিখতে সহযোগিতা করবে। এর ফলে বানান বা বাক্য ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

এবার উদাহরণ দেওয়া যাক, মেইল কম্পোজে একটি ওয়ার্ড টাইপ করার পর স্মার্ট কম্পোজ’ বাক্য সাজেস্ট করবে। বাক্যটি নির্বাচন করতে ব্যবহারকারীকে ট্যাব প্রেস করতে হবে। স্মার্ট কম্পোজে বানান ভুল হওয়ার সম্ভাবনাও থাকবে না। তবে শুধু ইংরেজি ভাষার ক্ষেত্রে স্মার্ট কম্পোজ বাক্য গঠন ও বানানের নির্দেশনা দেবে। তাহলে জিমেইলের স্মার্ট কম্পোজ সুবিধা চালু করতে কি করতে হবে? খুবসহজেই আপনিও জিমেইলের নতুন এ ফিচারটি উপভোগ করতে পারবেন। এর জন্য প্রথমে জিমেইলের নতুন ভার্সনটি আপডেট করতে হবে। জিমেইলের পুরনো ভার্সনে এ সুবিধা ব্যবহার করা যাবে না। জিমেইলের নতুন ভার্সন আপডেট করতে হবে। জিমেইলের পুরনো ভার্সনে এ সুবিধা ব্যবহার কযা যাবে না। জিমেইলের নতুন ভার্সন আপডেট করার পর জিমেইলের সেটিংস’ অপশনে যেতে হবে। ‘সেটিংসে’ গিয়ে ‘জেনারেল সেকশনে’ যেতেহবে। জেনারেল সেকশনে’ যাওয়ার পর এক্সপেরিমেন্টাল অ্যাকসেসে’ ক্লিক করতে হবে। এক্সপেরিমেন্টাল অ্যাকসেসে’ গিয়ে এটা ‘এনোবল’ করতে হবে। ‘এনোবল’ করার পর সবশেষে গিয়ে ‘সেভ চেঞ্জেস’ প্রেস করলেই চালু হয়েযাবে স্মার্ট কম্পোজ ফিচার।

সত্যি কি সন্তানের জন্ম দিতে পারবে পুরুষও ?

চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এখন আগের থেকে অনেক কিছুই সম্ভব হচ্ছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতিতেই আর শুধু মহিলারাই নন, এবার সন্তানের জন্ম দিতে পারবেন পুরুষও। ‘উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট’ বা গর্ভ রোপনের মাধ্যমে পুরুষরাও হতে পারবেন অন্তঃসত্ত্বা এবং ভবিষ্যতে জন্ম দিতে পারবেন সন্তানের। এমনটাই দাবি বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় প্রজনন বিশেষজ্ঞরা।

ইন্ডিপেন্ড-এ প্রকাশিত খবর অনুযায়ী জানা গিয়েছে যে, যে পদ্ধতিতে মহিলাদের ‘উম্ব ট্রান্স প্ল্যান্ট’ করা হয়ে থাকে, সেই একই পদ্ধতি পুরুষদের উপর প্রয়োগ করলে, পুরুষরাও সন্তানের জন্ম দিতে পারে। প্রজনন বিশেষজ্ঞ ডক্টর রিচার্ড পলসন এই প্রসঙ্গে বলেন যে, ‘চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাছে এটা একটা চ্যালেঞ্জ। মহিলা এবং পুরুষদের আলাদা আলাদা আকৃতির পেলভিস রয়েছে। গর্ভ রোপণের পদ্ধতি খুবই জটিল একটি বিষয়। আর বিষয়টা সিজারিয়ান সেকশনের মাধ্যমে একজন ট্রান্সজেন্ডার মহিলার সন্তান জন্ম দেওয়ার মতোই।

তবে আমাদের দেশের চিকিৎসা শাস্ত্রের যা পরিকাঠামো তাতে কি আদৌ সম্ভব পুরুষদের ‘উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট’? আমরা কথা বলেছিলাম স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ গৌতম খাস্তগীরের সঙ্গে। তিনি বলেন, ‘উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট বিষয়টি আমাদের কাছে এখনও প্রায় বলতে গেলে কল্পনার জগতেই রয়েছে। এটি করা আদৌ সম্ভব কিনা, তা এখনও পর্যন্ত নিশ্চিত নয়। মহিলাদের ক্ষেত্রেই বিষয়টি এখনও বেশ জটিল পর্যায়ে রয়েছে, পুরুষদের ক্ষেত্রে আরও বেশি জটিল। মহিলাদের ক্ষেত্রেই এই উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট-র মতে জটিল অপারেশন সারা পৃথিবীতে মাত্র ৩ থেকে ৪ টি হয়েছে। এবং সেগুলিও এখনও পর্যন্ত খুব একটা সফল নয়। ‘উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট’-এর ক্ষেত্রে রোগীকে দুটি বড় বড় অপারেশনেরমধ্যে দিয়ে যেতে হবে।’ সেগুলিও এখনও পর্যন্ত খুব একটা সফল নয়। উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট’-র ক্ষেত্রে রোগীকে দুটি বড় বড় অপারেশনের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে।’ তবে অনেকে মনে করেন, সারা পৃথিবীতে এত বাচ্চা রয়েচে। তাদেরকে তো অ্যাডপ্ট করা যায়। তাহলে ‘উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট’-এর মতো কঠিন অপারেশনের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার কী দরকার।’ উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট’ অপারেশন হওয়ার পর কী কী ঝুঁকি থাকছে? চিকিৎসক খাস্তগীর বলেন, ‘একটা বড় অপারেশনে যা যা ঝুঁকি থাকে, সবই রয়েছে এই অপারেশনেও। পেটে ব্যথা হতে পারে, অতিরিক্ত রক্তপাত হতে পারে এমনকী প্রাণহানির ঝুঁকিও রয়েছে।

পাশাপাশি রয়েছে অনেক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও। এটি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ একটা অপারশন।’

‘উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট’- এর জন্য যা যা পরিকাঠামো প্রয়োজন, তা কি আদৌ রয়েছে আমাদের দেশে? তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন, ‘উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট’-এর ক্ষেত্রে উন্নত পরিকাঠামোর প্রয়োজন। আমাদের দেশে এক থেকে দুটি এমন অপারেশন হয়েছে। সেগুলি সব হয়েছে পুনেতে। বেশিরভাগ জায়গাতেই এই অপারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নেই। পাশাপাশি সেই পরিকাঠামো তৈরির জন্য যা খরচ হয়েছে, তা অন্য কোনও ক্ষেত্রে ব্যবহার করলে অনেক বেশি পল পাওয়া যাবে। বিদেশে এই অপারেশন সফল হয়েছে। তবে, ১০ টি অপারেশনের মধ্যে একটি সফল হয় এই ক্ষেত্রে। পুনেতে যে অপারেশনগুলি হয়েছে, তাও সফল হয়েছে কিনা জানা যায়নি।’

কী এই উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট?

অন্য কোনও মহিলার ইউট্রাস নিয়ে অন্য কোনও মহিলা কিংবা পুরুষের শরীরে প্রতিস্থাপন করাহয়। এই প্রতিস্থাপনের জন্য ৬ থেকে ৮ ঘন্টার দীর্ঘ অপারেশন হয়। যার শরীরে ‘উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট’ করা হচ্ছে, তার পরিবর্তন হচ্ছে হরমোনেরও। হরমোন পরিবর্তন কী কী ঝুঁকি কিংবা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে? চিকিৎসক গৌতম খাস্তগীর বলেন, ‘হরমোন পরিবর্তন তেমন কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। কিন্তু এই অপারেশনে ঝুঁকি এত বেশি যে, চিকিৎসকরা এখনও উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট’ নিয় আশাবাদী নন। তবে, আরও একটি পদ্ধতি রয়েছে। কৃত্রিমভাবে উম্বন্ট্রান্সপ্ল্যান্ট’ যাতে শরীরের মধ্যে প্লাস্টিকের মতো একটা বস্তু ভরে দেওয়া হবে। যার মধ্যে বাচ্চাটি বড় হবে। এবং এটাকে পেটের মধ্যে ভরে দেওয়া ‘উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট’-এর তুলনায় অনেক সহজ হবে। কৃত্রিম প্রক্রিয়াটিকে কতটা সফল করা যায়, তা নিয়েই এখন গবেষণাচলছে।’’

সোমবার রাজ্য পরিবহন দপ্তরে বিএমএস কর্মকর্তারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। ছবি- নিজস্ব।

চিকিৎসায় গাফিলতিতে রোগীমৃত্যুর অভিযোগ, উত্তেজনা বাঙ্গুর হাসপাতালে

কলকাতা, ২১ অক্টোবর (হি.স.) : ফের চিকিৎসায় গাফিলতির জেরে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ উঠল শহরের সরকারি হাসপাতালে। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে এমআর বাঙ্গুর হাসপাতালে। শেষ পর্যন্ত যাদবপুর থানা থেকে বিশাল পুলিশ বাহিনী হাসপাতালে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

বালিগঞ্জ ফাঁড়ি এলাকার বাসিন্দা সুকুমার দাস সোনারপুরে তাঁর দিদির বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। রবিবার রাতে সুকুমারবাবু অটো করে বাড়ি ফিরছিলেন। সে সময় সেটি নিয়ন্ত্রণ হারায়। অটোর নিচে তিনি চাপা পড়েন। এমনটাই দাবি করে তাঁর পরিবার জানিয়েছে, প্রথমে স্থানীয় একটি হাসপাতালে, পরে এমআর বাঙ্গুর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় সুকুমারবাবুকে।

অভিযোগ এই হাসপাতালে নিয়ে আসার পর বেশ কয়েকটি পরীক্ষা করতে বলা হয়। সেই পরীক্ষা করতে গেলে বলা হয় আগে টিকিট করে আসুন। টিকিট করতে গেলে প্রথমে বলা হয় পরিচয়পত্র জমা দিতে। এরপর দেখা যায় টিকিট কাউন্টারে যিনি ছিলেন তিনি মোবাইলে কথা বলতে ব্যস্ত। এমতাবস্থায় রোগী দেখতে অনেকটাই দেরি করেন চিকিৎসকরা।

শেষপর্যন্ত চিকিৎসক এসে যখন রোগীর শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করেন, ততক্ষণে রোগীর মৃত্যু হয়। এই খবর রটে যাওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে পরিবারের লোকজন। জরুরি বিভাগের সামনেই ঝামেলা শুরু হয়ে যায়। খবর পেয়ে হাসপাতালে আসে প্রচুর পুলিশ। তারাই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

জ্যোতিষীর কাছে ফোনে টাকা চেয়ে হুমকি- গ্রেফতার ২

কলকাতা, ২১ অক্টোবর (হি.স) : দীর্ঘদিন ধরে এক জ্যোতিষীর কাছে টাকা চেয়ে হুমকি আসছিল ফোনে, অবশেষে ঘটনায় দুজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ ঊ ধৃতদের নাম সোনু সিং ও অজয় রাজভর। অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে গড়িয়াহা থানার পুলিশ ঊ

অভিযোগকারী জ্যোতিষীর নাম ইমনকল্যাণ ব্যানার্জি ঊ তাঁর কার্যালয় রুয়েছে, কল্যাণী, মগরা ও গড়িয়াহাটে ঊ তাঁর অভিযোগ ছিল, দীর্ঘদিন ধরে ফোনের মাধ্যমে তাঁর কাছে টাকা চেয়ে হুমকি দিচ্ছিল কয়েকজন দুস্কৃতি ঊ এই বিষয়টি এড়িয়ে গেলে তাঁর কার্যালয়ে এসে হুমকি দিয়ে যায় দুস্কৃতিরা ঊ এর পরেই গড়িয়াহাট থানার অভিযোগ দায়ের করেন ওই জ্যোতিষী ঊ

অভিযোগ পাওয়া মাত্রই তদন্ত শুরু করে গড়িয়াহাট থানার গোয়েন্দা বিভাগের দুষ্কৃতীদমন বিভাগ। দুস্কৃতিদের পাকড়াও করতে জল বেছান গোয়েন্দারা ঊ তাদের দাবি অনুযায়ী টাকা দেওয়া হবে বলে ডেকে আনা হয় ওই জ্যোতিষীর চেম্বারে। টাকার লোভে পুলিশের জালে পা দিয়ে ফেলে দুস্কৃতিরা ঊ জ্যোতিষীর চেম্বারে আসতেই গ্রেফতার করা হয় তাঁদের ঊ

জানা গিয়েছে, ধৃত সোনু সিং কল্যাণীর বাসিন্দা ও অজয় রাজভরের বাড়ি হুগলির মগরায়। এর আগে ওই জ্যোতিষীকে অপহরণ করেছিল তাঁরা ঊ সেই সময় তাঁর মুক্তিপণ হিসেবে জ্যোতিষীর কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা আদায় করে ছিল তাঁরা ঊ কিন্তু তাতেও কোনও সুরাহা হয়নি ঊ মুক্তিপন পেয়ে জ্যোতিষীকে ছেড়ে দিলেও লোভ বেড়ে যায় তাঁদের ঊ এরপরেই শুরু হয় ফোনে হুমকির পর্ব ঊ অবশেষে কলকাতা পুলিশের জালে ধরা পরে দুই অভিযুক্ত ঊ ইতিমধ্যেই এই চক্রের সঙ্গে জড়িত বাকিদের সন্ধানে নেমেছে পুলিশ

নির্বাচনী লড়াই থেকে পালিয়ে কংগ্রেস, দাবি খট্টরের

কার্নাল, ২১ অক্টোবর (হি.স.) : নির্বাচনী লড়াই থেকে ইতিমধ্যেই পালিয়ে গিয়েছে কংগ্রেস সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলি। সোমবার নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনই জানিয়েছেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর।

সোমবার হরিয়ানার কার্নাল জেলার প্রেম নগরের একটি বুথে সাইকেল চালিয়ে ভোট দিতে আসেন মনোহর লাল খট্টর। সঙ্গে ছিল তাঁর নিরাপত্তারক্ষীরা। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তিনি দাবি করেন, রাজ্যজুড়ে ভোটগ্রহণ শান্তিপূর্ণ। পরাজয় স্বীকার করে ইতিমধ্যেই ময়দান থেকে পালিয়ে গিয়েছে কংগ্রেস সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলি। বিরোধীদের লম্বা-চওড়া বক্তৃতার কোনও দাম নেই।

এদিন মহারাষ্ট্রে স্ত্রী আমরুতা, মা সরিতাকে সঙ্গে নিয়ে ভোট দেন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। নাগপুরে একটি পোলিং বুথে তিনি নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেন। বান্দ্রা পূর্বে ছেলে আদিত্য, তেজস ও স্ত্রী রেশমীকে নিয়ে ভোট দেন শিবসেনা সুপ্রিমো আদিত্য ঠাকরে। বান্দ্রা পশ্চিমে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন কবি তথা কিংবদন্তি গীতিকার গুলজার এবং বর্ষীয়ান বলিউড অভিনেতা প্রেম চোপড়া। হরিয়ানার রোহতকে ভোট দেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র সিং হুডা। কুরুক্ষেত্রের একটি বুথে ভোট দেন ভারতীয় হকি দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সন্দীপ সিং।

আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরদের স্মরণে মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২১ অক্টোবর (হি.স) : সোমবার আজাদ হিন্দ সরকারের ৭৬ তম প্রতিষ্ঠা দিবস। সোমবার এই বিশেষ দিনে আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরদের শ্রদ্ধার্ঘ্য জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন টুইটের মাধ্যমে আজদ হিন্দ ফৌজের বীরদের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন টুইটে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'আজ আজাদ হিন্দ সরকার গঠনের ৭৬ তম বর্ষপূর্তি। নেতাজীর নেতৃত্বে দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করা আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সৈনিকদের জানাই প্রণাম। জয় হিন্দ। জয় বাংলা।'

১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সরকার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মতবাদে অণুপ্রাণিত হয়েছিল। নেতাজিই ছিলেন এই অস্থায়ী ভারত সরকারের সর্বাধিনায়ক ও রাষ্ট্রপ্রধান। ১৯৪০-এর দশকে অক্ষশক্তির সহায়তায় দেশ থেকে ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদের লক্ষ্যে ভারতের বাইরে যে রাজনৈতিক সংগঠনগুলি গড়ে উঠেছিল আজাদ হিন্দ সরকার ছিল তার মধ্যে অন্যতম।

সোমবার বিকালে শিলিগুড়ি যাবেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২১ অক্টোবর (হি.স.) : সোমবার বিকালে তিনি শিলিগুড়িতে আসবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠক করে কার্শিয়াং পাহাড়ে যাবেন তিনি।

মঙ্গলবার উত্তরকন্যায় কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করবেন। বৈঠকে কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, সমব্যথী, সবুজসাথী, ঐক্যশ্রী, জমির পাট্টা প্রদান, সবুজশ্রী, গতিধারা সহ বিভিন্ন প্রকল্পের ও উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা করবেন। এ ছাড়াও শিলিগুড়ির একটি মাঠে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য শোনার জন্য বিভিন্ন ক্লাব, ওয়ার্ড কমিটির সদস্য, ছাত্র-ছাত্রী, স্বনির্ভরগোষ্ঠীর মহিলা সহ বিভিন্ন মহলকে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। রবিবার ওই মাঠে গিয়ে মঞ্চ তৈরির কাজ দেখেন পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব।

লোকসভা ভোটের পর এই প্রথম টানা পাঁচদিনের সফরে উত্তরবঙ্গ সফরে আসছেন। শিলিগুড়ি থেকে মুখ্যমন্ত্রী ২৪ অক্টোবর সুকনায় আসবেন। এরপর ২৫ অক্টোবর কলকাতায় ফিরে যাবেন। তাঁর এই সফর ঘিরে প্রশাসনিক মহল ব্যস্ত। তারা সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের খতিয়ান নিয়ে রিপোর্ট তৈরি করছে।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন কলকাতা থেকে বিমানে বাগডোগরায় আসবেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে পূর্তমন্ত্রী তথা তৃণমূলের দার্জিলিং জেলার পর্যবেক্ষক অরূপ বিশ্বাস থাকবেন। সেখান থেকে মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি মাল্লাগুড়িতে পুলিশ লাইনে বিজয়া সম্মিলনীর অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, বরাবরই প্রশাসনিক বৈঠকে বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে জানতে চান মুখ্যমন্ত্রী। তাই তাঁর বৈঠকের আগে প্রকল্পের হালহকিকত নিয়ে রিপোর্ট প্রস্তুত করা হচ্ছে। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারেট আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে শিলিগুড়ি ছাড়াও জলপাইগুড়ি, আলিপুরদয়ার, কোচবিহার, দার্জিলিং ও কালিম্পং পাহাড় থেকে বিশিষ্ট লোকদের আনা হবে।

তাছাড়া, প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী কার্শিয়াংয়ে যাবেন। ২৫ অক্টোবর তিনি কলকাতায় ফিরে যাবেন।

পুলিশ স্মরণ দিবসে রাজ্য পুলিশ ও কলকাতা পুলিশকে শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২১ অক্টোবর (হি.স) : সোমবার ছিল পুলিশ স্মরণ দিবস। এই বিশেষ দিনে রাজ্য পুলিশ ও কলকাতা পুলিশকে শুভেচ্ছা জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন টুইটের মাধ্যমে তাঁদের শুভেচ্ছা জানান মুখ্যমন্ত্রী। টুইটে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'আজ পুলিশ স্মরণ দিবস উপলক্ষে রাজ্য ও কলকাতা পুলিশ সহ অন্যান্য রাজ্যের পুলিশ বাহিনীকে জানাই শুভেচ্ছা। উৎসব হোক কিংবা দুর্ঘটনা অথবা ট্রাফিক - তাঁরা সর্বদাই আমাদের পাশে থাকেন।'

এদিন একইভাবে রেড রোডের পুলিশ মেমোরিয়ালে, চিনা সৈন্যবাহিনীর হাতে শহিদ হওয়া পুলিশকর্মীদের শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করে কলকাতা পুলিশ। ১৯৫৯ সালের ২১ অক্টোবর উত্তর-পূর্ব লাদাখের উষ্ণ প্রস্রবণ অঞ্চলে হারিয়ে যায় একটি তল্লাশি-দল। সেই দলকে উদ্ধার করতে ওই স্থানে গিয়ে পৌঁছয় করম সিং-এর নেতৃত্বে এক পুলিশ বাহিনী। সেই সময় চিনা সৈন্যদল তাঁদের আক্রমণ করে। ৭ জনকে বন্দি করে নিয়ে যায় চিনা সৈন্যরা। শহিদ হন ১০ জন পুলিশকর্মী। এই ঘটনার ৩ সপ্তাহ পরে চিন ওই ১০ জন শহিদ পুলিশকর্মীর মরদেহ ফিরিয়ে দেয়। এই ঘটনার পরের বছর, ১৯৬০ সালের জানুয়ারিতে, ২১ অক্টোবর তারিখটিকে পুলিশ শহীদ স্মৃতি দিবস হিসাবে ঘোষণা করা হয়। লাদাখে শহিদ হওয়া পুলিশকর্মী এবং কর্তব্যরত অবস্থায় নিহত সকল পুলিশকর্মীকে শ্রদ্ধা জানাতে উৎসর্গ করা হয় এই দিনটি। পরবর্তীতে ২০১২ সাল থেকে এই দিনটি সারা দেশজুড়ে পুলিশ শহীদ স্মৃতি দিবস হিসাবে পালিত হয়ে আসছে।

মঙ্গলবার থেকে কলকাতার পাঁচটি স্থানে বাজি বাজার

কলকাতা, ২১ অক্টোবর (হি.স.) : পাঁচ জায়গায় মঙ্গলবার থেকে খুলে যাচ্ছে বাজি বাজার। সমস্ত রকম প্রস্তুতি সারা হয়ে গিয়েছে। ময়দান সহ উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতায় বসবে এই বাজার।

সারা বাংলা আতসবাজি উন্নয়ন সমিতির চেয়ারম্যান বাবলা রায় জানিয়েছেন, বিগত বছরে সেনার অনুমতি না মেলায় ময়দানে বন্ধ হয়ে যায় বাজি বাজার। যে কারণে বেশ ভালো পরিমাণ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় বাজি ব্যবসায়ীদের। এ বছর ফের ময়দানে বাজি বাজার ফিরে আসায়

ছয়ের পাতায়

সোমবার রাজধানীতে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সংঘ এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। ছবি- নিজস্ব।

আত্মসমর্পন করলেন ভবানীপুরে প্রৌঢ়কে চড় মেরে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত

কলকাতা, ২১ অক্টোবর (হি. স.) : আত্মসমর্পন করলেন ভবানীপুরে প্রৌঢ়কে চড় মেরে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত আইনজীবী। সোমবার সকালে কয়েকজন আইনজীবীকে সঙ্গে নিয়ে থানায় এসে আত্মসমর্পন করেন অভিযুক্ত আইনজীবী তড়িৎ শিকদার।

দিন তিনেক আগে ভরদুপুরে প্রকাশ্য রাস্তায় একটি নিরাপত্তা সংস্থার অন্যতম কর্ণধার রমেশ বহেলকে চড় মারেন এই ব্যক্তি। ধাক্কাধাক্কি সামলাতে না পেরে রাস্তায় পড়ে যান তিনি। মাথায় আঘাত লাগে তাঁর। এরপর তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার অভিযোগ দায়ের হয় ভবানীপুর থানায়। মৃতের মেয়ে পূজা বহেল পুলিশের বিরুদ্ধে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ আনেন।

সূত্রের খবর, রমেশ বহেলের গাড়ির চালিক সেই সময় পুলিশকে অভিযুক্তের গাড়ির নম্বরের চারটি সংখ্যা জানাতে পেরেছিলেন। পাশাপাশি, অভিযোগ দায়ের করা হয় অজ্ঞাতপরিচয় দুস্কৃতীর বিরুদ্ধে।অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে ভবানীপুর থানার পুলিশ। এলাকার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে এবং চালকের দেওয়া নম্বর মিলিয়ে চিহ্নিত হয় গাড়ি। তদন্তকারী আধিকারিকরা তড়িৎ শিকদারের বাড়িতে গিয়েই জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এরপরে আজ আলিপুর আদালতের কয়েকজন আইনজীবীকে নিয়ে থানায় এসে ঘটনার চারদিন পর আত্মসমর্পন করেন। তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠছিলেন রমেশ বহেল। স্পন্ডেলাইসিস থাকায় তাঁর চলতে ফিরতে বেশ সমস্যা ছিল। হাঁটতে চলতে অসুবিধা ছিল। এমনকি গাড়িতে উঠতেও কিছুটা বেশী সময় লাগত। এমতাবস্থায় তাঁর গাড়ির পিছনে এসে দাঁড়ায় ওই আইনজীবীর গাড়ি। বেশ কিছুক্ষণ হর্ন বাজানোর পরেও যেতে না পারায় রমেশ বহেলের সঙ্গে তড়িৎ শিকদারের কথা কাটাকাটি হয়। সেই সময়ই ওই আইনজীবী প্রৌঢ়কে চড় মারেন বলে অভিযোগ। পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয় তাঁর। পরিবারের তরফে অভিযোগ দায়ের করা হয় ভবানীপুর থানায়।

কামরূপে পথ দুর্ঘটনায় নিহত চার

কামরূপ(অসম), ২১ অক্টোবর (হি.স.) : কামরূপ জেলার বামুনীগাঁওতে রবিবার রাতে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় নিহত চার। পাশাপাশি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও চার।

প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে বামুনীগাঁওয়ের ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কে গুয়াহাটিগামী দ্রুত গতিতে আসা ডাম্পারের সঙ্গে উল্টো দিক থেকে আসা টাটা এসের (ছোট পণ্যবাহী গাড়ি) সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই ছিল যে টাটা এস গাড়িটি দুমড়ে মুচড়ে যায়। মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান তিন মহিলা সহ চার। ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়। চিকিৎসা চলাকালীন প্রাণ হারান আরও এক।

দুর্ঘটনার বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসে। খবর দেওয়া

ছয়ের পাতায়

বিপুল পরিমাণে ভোট দেওয়ার আর্জি প্রধানমন্ত্রী ও আরএসএস প্রধানের

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর (হি.স.) : গণতন্ত্রের উৎসবে বিপুল সংখ্যায় ভোট দেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহন ভাগবত।

সোমবার হরিয়ানা এবং মহারাষ্ট্রে বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষ্যে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়ায় যোগ দিয়ে বিপুল পরিমাণ ভোট দেওয়ার আবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এদিন এক ট্যুইটবার্তায় তিনি লিখেছেন, হরিয়ানা এবং মহারাষ্ট্রে বিধানসভা নির্বাচন চলছে। দেশের একাধিক জায়গায় উপনির্বাচনও চলছে। রেকর্ড সংখ্যক ভোট দিয়ে গণতন্ত্রের এই উৎসবকে সমৃদ্ধি করার আহ্বান করেন তিনি। সমাজের যুব সমাজকে এগিয়ে আসতে বলেন।

পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের (আরএসএস) সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহন ভাগবত নাগপুরের মহল এলাকার ভাউজি দফতরি স্কুলে নিজের সাংবিধানিক অধিকার প্রয়োগ করেন। ভোট দিয়ে বেরিয়ে এসে তিনি ১০০ শতাংশ ভোটদানের আহ্বান করেন। তিনি বলেন, সরকারে কোন দল ছিল, কোন দল আসবে, তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। জনপ্রতিনিধিরা দেশ চালাবেন, আর তাদের নির্বাচিত করার কাজ জনতার। এই কারণে নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভোট দেওয়াটা জনগণের অধিকার। তাই ১০০ শতাংশ ভোট পড়া উচিত।

সাইকেল চালিয়ে ভোট দিতে এলেন খট্টর, বিপুল সংখ্যায় ভোট দেওয়ার আর্জি আমিরের

চণ্ডীগড়, ২১ অক্টোবর (হি.স.) সাইকেল চালিয়ে অভিনব উপায় ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে এসে নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেছেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা মনোহর লাল খট্টর। অন্যদিকে মহারাষ্ট্রে ভোট দিয়ে নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেন বলিউডের দুই বর্ষীয়ায় তারকা আমির খান এবং মাধুরী দীক্ষিত। পাশাপাশি সস্ত্রীক ভোট দেন প্রাক্তন টেনিস তারকা মহেশ ভূপতি।

সোমবার হরিয়ানার কার্নাল জেলার প্রেম নগরের একটি বুথে সাইকেল চালিয়ে ভোট দিতে আসেন মনোহর লাল খট্টর। সঙ্গে ছিল তাঁর নিরাপত্তারক্ষীরা। অন্যদিকে মহারাষ্ট্রের মুম্বইয়ের পশ্চিম বান্দ্রার একটি বুথে ভোট দিয়ে যান বর্ষীয়ান বলিউড অভিনেতা আমির খান। ভোট দিয়ে বেরিয়ে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সকলকে ভোটগ্রহণে যোগ দেওয়ার আহ্বান করেন। বিপুল পরিমাণে ভোট দেওয়ার আহ্বান তিনি করেন। স্ত্রী লারা দত্তকে সঙ্গে নিয়ে ভোট দিতে আসেন মহেশ ভূপতি। নয়ের দশকের জনপ্রিয় অভিনেত্রী মাধুরী দীক্ষিতও এদিন নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।

সকাল ১০টা পর্যন্ত হরিয়ানায় ৮.৭৩ শতাংশ ও মহারাষ্ট্রে ৫.৬৯ শতাংশ ভোট পড়েছে

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর (হি.স.) : সোমবার সকাল ১০টা পর্যন্ত হরিয়ানায় ভোট পড়েছে ৮.৭৩ শতাংশ। মহারাষ্ট্রে ভোট পড়েছে ৫.৬৯ শতাংশ। বেলা যত গড়াবে ভোটের হারও তত বাড়বে বলে মনে করছে নির্বাচন কমিশন। পুনের একটি পোলিং বুথে বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় মোমবাতি জ্বালিয়ে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া চালিয়ে যান ভোটকর্মীরা। সকাল ৭টা থেকে শুরু হয়েছে ভোটগ্রহণ। চলবে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত।

হরিয়ানায় সব থেকে পিছিয়ে পড়া জেলা নূহতে সকাল ১০টা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ১৬.১৫ শতাংশ। পাঁচকুলায় ভোট পড়ার হার ২.৪৬ শতাংশ। ফতেহাবাদ এবং সিরসায় ভোট পড়েছে যথাক্রমে ১১.৮০ এবং ১১.৪৯ শতাংশ।

উল্লেখ করা যেতে পারে মহারাষ্ট্রে ২৮৮ এবং হরিয়ানায় ৯০টি বিধানসভা আসন রয়েছে। ২৪ অক্টোবর হবে গণনা। মহারাষ্ট্রে ২৮৮টি আসনের জন্য লড়াই করছে ৩২৩৭ প্রার্থী। রাজ্যে ভোটদাতার সংখ্যা ৮,৯৭,২২,০১৯। রাজ্যজুড়ে ৯৬,৬৬১ ভোটগ্রহণ গড়ে তোলা হয়েছে। হরিয়ানায় ৯০টি আসনের জন্য লড়াই করছে ১১৬৯ জন প্রার্থী।

উত্তরপ্রদেশে শুরু হয়েছে ১১টি বিধানসভা আসনের উপনির্বাচন

লখনউ, ২১ অক্টোবর (হি.স.) : হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রের পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশে ১১টি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের জন্য সকাল ৭টা শুরু হয়েছে ভোটগ্রহণ। মানুষ ধীরে ধীরে নিজের বাড়ির থেকে বেরিয়ে এসে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করছে।

যে সকল আসনে উপনির্বাচন সেগুলি হল গ্যাঙগো, রামপুর, ঈগলাস, লখনউ ক্যান্টমেন্ট, গোবিন্দনগর, মানিকপুর, প্রতাপগড়, বারাবাঙ্কির জেদপুর, জলালপুর, বালহা, ঘোসি।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক অজয় কুমার শুক্লা এর আগে জানিয়েছিলেন, ৪১ লক্ষের বেশি ভোটার নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে। এর মধ্যে রয়েছে ২২.১৩ লক্ষ পুরুষ, ১৮.৯৪ লক্ষ মহিলা এবং ১৩৮ তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার। সব মিলিয়ে ১০৯ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ হবে আজ।

উত্তরপ্রদেশে শুরু হয়েছে ১১টি বিধানসভা আসনের উপনির্বাচন

লখনউ, ২১ অক্টোবর (হি.স.) : হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রের পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশে ১১টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের জন্য সকাল ৭টা শুরু হয়েছে ভোটগ্রহণ। মানুষ ধীরে ধীরে নিজের বাড়ির থেকে বেরিয়ে এসে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করছে।

যে সকল আসনে উপনির্বাচন, সেগুলি হল গ্যাঙগো, রামপুর, ঈগলাস, লখনউ ক্যান্টমেন্ট, গোবিন্দনগর, মানিকপুর, প্রতাপগড়, বারাবাঙ্কির জেদপুর, জলালপুর, বালহা, ঘোসি।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক অজয় কুমার শুক্লা এর আগে জানিয়েছিলেন, ৪১ লক্ষের বেশি ভোটার নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে। এর মধ্যে রয়েছে ২২.১৩ লক্ষ পুরুষ, ১৮.৯৪ লক্ষ মহিলা এবং ১৩৮ তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার। সব মিলিয়ে ১০৯ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ হবে আজ।

বিধানসভা নির্বাচনে ভোটে দিয়ে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ রবি, ববিতার

মুম্বই, ২১ অক্টোবর (হি.স.) : হরিয়ানা এবং মহারাষ্ট্রে বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ এখনও পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ। ভোটগ্রহণ পর্ব কার্যত উৎসবের চেহারা নিয়েছে। সোমবার ভোট দিয়ে নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেন কুস্তিগীর ববিতা ফোগাট, গীতা ফোগাট। বর্ষীয়ান এনসিপি নেতা প্রফুল্ল প্যাটেল নিজের স্ত্রীয়ের সঙ্গে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে এসে ভোট দিয়ে যান। মুম্বইয়ে ভোট দেন বিজেপি নেতা রবি কিষাণ এবং বলিউড অভিনেত্রী পদ্মিনী কোলাপুরী। বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা সুশীল কুমার শিন্ডে ভোট দেন।

এদিন হরিয়ানার চারকি দাদরি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বালালি গ্রামের এক বুথে গোটা পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে ভোট দেন ববিতা ফোগাট এবং গীতা ফোগাট। এই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী হয়েছেন ববিতা। তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করছে কংগ্রেস নেতা নৃপেন্দ্র সিং সাংওয়ান এবং জেজেপি প্রার্থী সত পাল সাংওয়ান। মহারাষ্ট্রে গোন্ডিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত এক বুথে স্ত্রী বর্ষাকে সঙ্গে নিয়ে ভোট দেন বর্ষীয়ান এনসিপি নেতা প্রফুল্ল প্যাটেল। মুম্বইয়ে গোরেগাঁওতে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন বিজেপি সাংসদ তথা ভোজপুরী অভিনেতা রবি কিষাণ। আন্ধেরি পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত একটি বুথে গিয়ে ভোট দেন পদ্মিনী কোলহাপুরী। মহারাষ্ট্রের লাতুরে প্রবল বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে ভোট দিতে আসে বিপুল সংখ্যক মানুষ। সকাল ৯টা পর্যন্ত মুম্বই শহরে ভোট পড়েছে পাঁচ শতাংশ। মহারাষ্ট্রের সোলাপুরে পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে ভোট দেন সুশীলকুমার শিন্ডে।

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার

আটের পাতার পর

শান্তির খোঁজে সেই জায়গায় মিলিত হতো সেই যুবকরা।সেই আড্ডা চলাকালীন সময়ে তারা মানুষের কথা ভাবতো।

তাদের মনে সমাজের জন্য কিছু করার জন্য মানসিকতা ছিল, কিন্তু কি হবে সেই কাজ তা নিয়ে তারা প্রায় সময় নিজেদের মধ্যে আলোচনা করত।বিভিন্ন কাজের কথা তাদের মধ্যে আসলেও সে সকল কাজে তারা উৎসাহিত হয়নি,কারণ সেগুলো ছিল একঘেয়েমি।তাই তারা ব্যতিক্রমী কোন সামাজিক কাজের কথা ভাবছিল,যা এর আগে কেউ কোনদিন করেনি।২০১৬ সালে তাদের মধ্যে একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে তারা সমাজের গরিব দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়াবে। গরিব দুস্থদের এক বেলা খাবারের বন্দোবস্ত করবে নিজেদের টাকায়।কিন্তু নিজেদের টাকায় এই সামাজিক কাজে সবার মতামত না থাকায় এতদিন এই কাজ করে ওঠা যায়নি।দীর্ঘ প্রায় ৩ বছর ধরে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এবারের শারদীয় দুর্গা পূজায় দীর্ঘ পাঁচ দিনে একসাথে চলার সময় তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, তাদের নিজেদের টাকায়,কারো থেকে চাঁদা কিংবা সাহায্য না নিয়ে সপ্তাহে একদিন ৫০ জন ভবঘুরে ও দোস্ত মানুষদেরকে খাওয়ানোর বন্দোবস্ত করা হবে।সেই মোতাবেক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা তৈরি করে তার নাম দেওয়া হয় 'কেয়ার অব ফুটপাথ'।

এই কাজের পেছনে তাদের মধ্যে দুজন মানুষের অনুপ্রেরণা কাজ করছিল সবসময়।তারা হলেন বাংলা জীবনমুখী গানের মহাগুরু নচিকেতা চক্রবর্তী ও ধর্মনগরের বিধায়ক তথা রাজ্য বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন।তাই তারা নচিকেতা চক্রবর্তীর গান থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে সংস্থার নাম দেয় কেয়ার অফ ফুটপাত, এবং তাদের শ্লোগান রাখে 'বন্ধু নামো পথে দেখো চেয়ে মানুষ আজও হাত বাড়ায়'। রাজ্যে নতুন সরকার আসার পর বিশ্ববন্ধু সেন ধর্মনগরের জন্য একটি স্লোগান দিয়েছিলেন ক্লিন ধর্মনগর, গ্রিন ধর্মনগর ও লাভ ধর্মনগর। কেয়ার অফ ফুটপাতের যুবকরা নোটিশ করে ধর্মনগরে বিধায়কের দেওয়া দুটি স্লোগানকে বিভিন্ন সময় পালন করা হচ্ছে, যা হচ্ছে ক্লিন ধর্মনগরের নামে স্বচ্ছ ভারত অভিযান এবং গ্রিন ধর্মনগরের নামে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান। কিন্তু লাভ ধর্মনগরকে বাস্তবে রূপ দিতে কাউকে দেখা যায় নি,আর সেখান থেকে লাভ ধর্মনগরকে বাস্তবে রূপ দিতে তারা যে উদ্যোগ হাতে নিয়েছে তা হল ধর্মনগর এলাকার ৫০ জন ভবঘুরে ও দুস্থ মানুষকে প্রতি রবিবার এক বেলা খাবার ও বিশুদ্ধ পানীয় জল দেওয়ার মাধ্যমে তারা তাদের ধর্মনগরের প্রতি ভালোবাসায় অংশ নিচ্ছে।গত ১৩ ই অক্টোবর সন্ধ্যায় এক বৈঠকের মাধ্যমে কমিটি গঠন করা হয়,যেখানে কেয়ার অফ ফুটপাত সামাজিক সংস্থার সভাপতি নির্বাচিত হন প্রমথেশ ঘোষ, সম্পাদক সুবীর দেব এবং কোষাধ্যক্ষ হিসেবে প্রসূন দাসকে নির্বাচিত করা হয়। সংস্থার পক্ষ থেকে ও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে সংস্থা কোনদিন এনজিও এর জন্য আবেদন জানাবে না এবং কারো কাছ থেকে কোন চাঁদা তুলবে না।এই সংস্থা যে কাজ করবে তা তাদের সদস্যদের দেওয়ার টাকায় তা সম্পন্ন করা হবে।সে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে কেয়ার অফ ফুটপাতের উদ্বোধন করা হয়।আর সংস্থার উদ্বোধন করেন ধর্মনগরের বিধায়ক তথা উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন,এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক সুব্রত দাস,মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রাজীব সূত্রধর,সমাজসেবী দীপক চক্রবর্তী, এলাকার অভিভাবক প্রতুল চন্দ্র ঘোষ,কার্তিক বণিক প্রমূখ।

এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী, কিন্তু গতকাল রাজ্যের রাজ্যপাল কৈলাসহরে আসায় পুলিশ সুপার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি, কিন্তু তিনি সংস্থার সভাপতিকে ফোনে জানিয়েছেন তিনি না আসতে পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন।পাশাপাশি কেয়ার অফ ফুটপাত সংস্থার সকল সদস্যরা সপ্তাহে একদিন তথা রবিবার গোটা ধর্মনগর এলাকায় ঘুরে ঘুরে গরীব ও দুঃস্থদের মধ্যে খাবার ও বিশুদ্ধ পানীয় জল দেওয়ার পাশাপাশি আগামী দিনে অসহায় গরীব দুঃস্থদের পাশে থাকবে। যারা মানসিকভাবে অসুস, চোখে সমস্যা সহ অন্যান্য সমস্যায় ভুগছেন তাদেরকে উন্নতমানের চিকিৎসা করাতে সামিল হবেন কেয়ার অফ ফুটপাতের সদস্যরা।এককথায় গতকাল কেয়ার অফ ফুটপাতের পথ চলা শুরু হলেও প্রথম দিনেই সাধারণ মানুষের মনে উনাদের এই প্রয়াসে দাগ কেটেছে। লোকমুখে শোনা যায় বিভিন্ন এনজিও ধর্মনগর শহরে থাকলেও তাদেরকে কখনোই দেখা যায় না। তবে সরকারী ভাবে নানা সাহায্য গ্রহণকারী এনজিও গুলি গরীব দুঃস্থদের পাশে দাঁড়ানোর কথা কিন্তু তা কখনোই পরিলক্ষিত হয়নি ধর্মনগর শহরে।সেই জায়গায় কেয়ার অফ ফুটপাত নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সম্পূর্ণ নিজেদের সদস্যদের মধ্যে চাঁদা সংগ্রহ করে অসহায় গরীব দুস্থদের পাশে দাঁড়ানোর যে ভূমিকা নিয়েছে তাতে কেয়ার অফ ফুটপথ সংস্থাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন ধর্মনগর বাসী।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সংস্কারের উদ্যোগ নেই

আটের পাতার পর

পাইনি।চালকরা আরো অভিযোগ করে বলেন,ধর্মনগর কৈলাশহর সড়ক দিয়ে দ্ম.ন্দ্র.স্ম. দপ্তরের আধিকারিক থেকে শুরু করে অনেক মন্ত্রীরা আসা-যাওয়া করলেও এই পথের বেহাল দশা মেরামতের কোনো উদ্যোগ আজ পর্যন্ত গ্রহন করেননি।কিন্তু এই রাস্তার জরাজীর্ণতার ফলে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে স্থানীয় জনগণ থেকে শুরু করে যান চালক ও যাত্রীদের।

অপরদিকে স্থানীয় জনগণ ও যাত্রীদের বক্তব্য,এই পথ দিয়ে বড় গাড়ি থেকে শুরু করে বাইক চলাচল করাও দুষ্কার্য।গাড়ি বাইকের যেমন নানা যন্ত্রাংশ ভেঙ্গে চুরমার হচ্ছে তেমনি জীবনেরও ঝুঁকি থাকছে। এমনকি ধর্মনগর কৈলাশহর সড়ক দিয়ে প্রতিদিন অসংখ্য গাড়ি যাতায়াত করে।তাছাড়া ঊনকোটিতে একটি পর্যটন কেন্দ্র রয়েছে সুতরাং এই সড়কটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও ব্যস্ততম।দূরদূরান্ত থেকে পর্যটকরা এই পথ দিয়ে ঊনকোটি পর্যটন কেন্দ্রে প্রবেশ করেন।কিন্তু রাস্তার এই বেহাল দশার ফলে অনেক পর্যটকরা ঊনকোটি পর্যটন কেন্দ্রে আসতে দ্বিধা বোধ করছেন।সুতরাং যান চালকদের যেমনটা ক্ষতি হচ্ছে পাশাপাশি রাজ্য সরকারের রাজস্বও মার খাচ্ছে।তাই এই সড়কটির দিকে রাজ্য সরকারের দৃষ্টিপাত করা অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই যান চালক থেকে শুরু করে স্থানীয় জনগণ ও যাত্রীরা ধর্মনগর কৈলাশহর সড়কটি মেরামত করে যান চলাচলের উপযোগী করার জন্য রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করছেন।

ব্যস্ততা রাজ্যবাপী

আটের পাতার পর

দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা চলছে বাহারী মোমবাতি তৈরির কাজ। হাতেগুণা আর কয়েকদিন পরেই আলোর উৎসব দীপাবলি। এই দীপাবলিতে মায়ের মন্দিরের পাশাপাশি সকলে নিজ নিজ বাড়িঘর আলোকিত করার জন্য বাজার থেকে মোমবাতি ক্রয় করেন। এরই প্রস্তুতি চালাচ্ছে শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত লাউগাং এলাকার বাসিন্দা বাসুদেব সাহা। উনার সঙ্গে কথা বলে জানা যায় উনি বিগত তিন বছর যাবৎ এই কাজ করে আসছেন। বিগতদিনে কোজাগরী লক্ষীপূজায় ভালো পরিমাণে মোম বিক্রি হয়েছে। উনি আশাবাদী আগামী দীপাবলিতেও ব্যাপক হারে মোমবাতি বিক্রয় হবে। এই উপলক্ষ্যে উনি রকমারি মোমবাতি তৈরি করছেন। তিনি জানান, বর্তমানে এই মোমবাতি নির্মাণে চারজন লোক দিন রাত্র কাজ করে যাচ্ছেন। অন্যদের প্রতি বার্তা দিতে গিয়ে বাসুদেব সাহা জানান, চাকুরির দিকে তাকিয়ে না থেকে মোমবাতি নির্মাণ করেও আর্থিক স্বাবলম্বী হওয়া সম্ভব। আধুনিকতার ছোঁয়ায় মানুষ এখন মোমবাতির বদলে বৈদ্যুতিক রকমারি আলোর মাধ্যমে বাড়িঘর আলোকিত করে থাকে। এর ফলে মোমবাতির ব্যবহার অনেকটাই কমে গেছে। এর ফলে মার খেয়েছে মোম বাতি তৈরির কারখানাগুলি। তা সত্ত্বেও কোজাগরী লক্ষ্মীপুজা কিংবা দীপাবলিতে মোমবাতির চাহিদা স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে থাকে। আর সেই দিনের অপেক্ষায় থাকেন মোমবাতি তৈরির কারখানার মালিক ও শ্রমিকরা।

নিহত চার

পাচের পাতার পর

হয় পুলিশ। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে উদ্ধার কাজ চালায়। নিহতদের চিহ্নিত করা গিয়েছে। নিহতরা হলেন খাটি রাভা, পুতলী রাভা, মিনতি রাভা, রীনা রাভা। গুরুতর আহত অবস্থায় গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মনোজ রাভা, পারুল রাভা, রীতা রাভা আর দ্রৌপদী রাভা। দুর্ঘটনার পর ডাম্পার ছেড়ে চম্পট দেন চালক। মৃতদেহগুলিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত করছে।

বাজি বাজার

পাচের পাতার পর

ভাল সংখ্যক ক্রেতা সেখানে আসবেন বলে আশাবাদী উদ্যোক্তারা।

বাবলুবাবু জানান, ময়দানে বাজারের ব্যাপারে সেনার অনুমতি মিলেছে কয়েকদিন আগে। পুলিশ ও দমকল বিভাগের যৌথ পরিদর্শন হয়ে গিয়েছে। আগুন নেভানো থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় যে সমস্ত ব্যবস্থা রয়েছে, তা ভালো করে খতিয়ে দেখে তারা সন্তুষ্ট। বাজি বাজার বসতে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের কোনও আপত্তি নেই। সংগঠনের তরফে জানা গিয়েছে, বেশ ভালো সংখ্যায় দোকান থাকছে ময়দানে। রকমারি বাজি থাকছে এখানে।

ময়দান ছাড়াও বাজি বাজার বসবে টালা পার্ক, বেহালা. কালিকাপুর এবং টালিগঞ্জে। এই সব জায়গায় বাজি সমস্ত রকম প্রস্তুতি সম্পূর্ণ। এবার নতুন ধরনের বাজি থাকবে। সংগঠন কর্তাদের বক্তব্য, যেহেতু ময়দানে বাজি বাজার বসছে তাই মধ্য কলকাতা সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে আসবেন ক্রেতারা।

দ্বারস্থ বাংলাদেশ

তিনের পাতার পর

কাজে লাগিয়ে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হবে।বিপ্লব নামের এক ব্যক্তির ফেসবুক আইডিতে এক পোস্টের প্রতিবাদে রোববার স্থানীয় লোকজন বিক্ষোভ মিছিল করার সময় পুলিশ বাধা দেয়। এ সময় তাদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ শুরু হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ টিয়ারশেল ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। এতে সংঘর্ষে মাহাফুজ, মিজান, শাহীন ও মাহবুব নামে চারজন নিহত হন। আহত হন সাংবাদিকসহ অন্তত অর্ধশত। পরিস্থিতি মোকাবিলায় এলাকায় মোতায়েন করা হয় বিজিবি ও কোস্টগার্ড।

ঐক্যফ্রন্ট নেতারা

তিনের পাতার পর

বলেন, এ বিষয়ে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। উনি (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) আইজি প্রিজনকে বলবেন। আর আইজি প্রিজন আমাদের বলবেন, দেখা করার সময়ের বিষয়ে। এরপরই আমরা ড় কামাল হোসেনের নেতৃত্বে খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করতে যাবো।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের সঙ্গে সচিবালয়ে সাক্ষাতের সময় আ স ম রবের সঙ্গে ছিলেন, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু, গণফোরামের নির্বাহী সভাপতি সুব্রত চৌধুরী, বিকল্পধারা বাংলাদেশের আহ্বায়ক নুরুল আমিন বেপারী, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ট্রাস্টি ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী, গণফেরামের সাধারণ সম্পাদক ড় রেজা কিবরিয়া, জেএসডির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন ও ঐক্যফ্রন্টের দফতর প্রধান জাহাঙ্গীর আলম মিন্টু।

প্রতিবাদ কর্মসূচি

তিনের পাতার পর

হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বিএনপির উদ্যোগে আগামী ২৩ অক্টোবর বুধবার ঢাকা মহানগরীর থানায় থানায় এবং সারাদেশে জেলা ও মহানগরীতে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হবে।

এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, প্রতিবাদ কর্মসূচির ধরণ পরিবেশ-পরিস্থিতি বিবেচনা করে ঢাকার থানা এবং জেলা ও মহানগরের নেতারা ঠিক করবেন।এটা প্রতিবাদ সমাবেশ হতে পারে, প্রতিবাদ মিছিলও হতে পারে,বলেন খন্দকার মোশাররফ।

ভোলার বোরহানউদ্দিনে এক হিন্দু তরুণের ফেইসবুক আইডি 'হ্যাক' করে মহানবীর বিরুদ্ধে 'অবমাননাকর' বক্তব্য ছড়ানোর পর রোববার মুসলিম তাওহিদী জনতার ব্যানারে সমাবেশ থেকে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে এক মাদ্রাসার ছাত্রসহ চারজন নিহত ও ১০ পুলিশসহ শতাধিক আহত হয়।এ ঘটনায় অজ্ঞাতপরিচয় পাঁচ হাজার লোককে আসামি করে মামলা করেছে পুলিশ।

সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য আতাউর রহমান ঢালী, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী, কেন্দ্রীয় নেতা খায়রুল কবির খোকন, শ্যামা ওবায়েদ, নূরী আরা সাফা, মীর সরফত আলী সপু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

হাসপাতালে

● প্রথম পাতার পর

এদিন বাদল চৌধুরীর খোঁজ পেতেই ওই বেসরকারী হাসপাতালে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। ক্রাইম ব্রাঞ্চের ডিআইজি আর. জি. কে. রাও, ক্রাইম ব্রাঞ্চের পুলিশ সুপার কুলবন্ত সিং, পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার মানিক দাস এবং তদন্তকারী অফিস অজয় কুমার দাস হাসপাতালে ছুটে যান।

এদিকে, সোমবার পূর্ত ঘোটালায় রাজ্যের প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী বাদল চৌধুরীর জামিনের আবেদনের শুনানি হয়েছে ত্রিপুরা হাইকোর্টে। শুনানির সময় উভয়পক্ষের আইনজীবী তাঁদের বক্তব্য পেশ করেছেন। তবে আদালত আজ রায়দান স্থগিত রেখেছে। সম্ভবত আগামীকাল দুপুরে হাইকোর্ট রায় ঘোষণা করতে পারে।

প্রসঙ্গত, রাজ্যে ৬০০ কোটি টাকার পূর্ত কেলেঙ্কারিতে বাদল চৌধুরী-সহ প্রাক্তন পূর্তকর্তা সুনীল ভৌমিক এবং পূর্ত দফতরের প্রাক্তন প্রধানসচিব ওয়াই পি সিংহের বিরুদ্ধে ভিজিল্যান্স মামলা করেছে। পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ সুনীল ভৌমিককে গ্রেফতার করেছে এবং আদালত তাঁকে পুলিশ রিমান্ডে পাঠিয়েছে। অবশ্য পুলিশ রিমান্ডে থাকাকালীন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাই তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি জিবি হাসপাতালের আইসিইউ-তে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

প্রসঙ্গত, বাদল চৌধুরীর জামিনের আবেদন পশ্চিম জেলা দায়রা আদালত খারিজ করে দিয়েছিল। এরপর থেকে তাঁকে পুলিশ খুঁজে পাচ্ছিল না। এরই মধ্যে বাদল চৌধুরীর আইনজীবীরা ত্রিপুরা হাইকোর্টে জামিনের আবেদন জানান। আজ ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি অরিন্দম লোধের অবসরকালীন বেঞ্চে ওই আবেদনের শুনানি হয়েছে। এদিন বাদল চৌধুরীর কৌঁসুলী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য তাঁর মক্কেলের পক্ষে সমস্ত যুক্তি আদালতে তুলে ধরেন। তেমনি অ্যাডভোকেট জেনেরালও দুর্নীতি কীভাবে হয়েছে এবং এর সাথে বাদল চৌধুরী যুক্ত রয়েছেন তার যুক্তি দেখিয়েছেন। উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর এদিন আদালত রায়দান স্থগিত রেখেছে। পরবর্তী শুনানির দিন আগামীকাল ধার্য হয়েছে বলে খবর।

সদস্য

● প্রথম পাতার পর

রাজ্য গণমুক্তি পরিষদের সভাপতি জীতেন্দ্র চৌধুরী সোমবার সন্ধ্যায় সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে জানিয়েছেন, শাসক দল বিজেপি দুজন সদস্যকে অর্থের প্রলোভন দিয়ে অন্যান্য সদস্যদের সাক্ষর জাল করে একটি চিঠি তৈরী করেছে এবং তা এডিসির সচিবের কাছে জমা দিয়ে অনাস্থার কথা জানিয়েছেন। শ্রীচৌধুরী দাবি করেন, যাদের সাক্ষর জাল করেছে তাদের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং তারা প্রত্যেকেই জানিয়েছেন তারা এই অনাস্থার বিষয়ে কিছুই জানেন না। তাদেরকে আগামীকাল দলের তরফ থেকে ডাকা হয়েছে পার্টি অফিসে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার জন্য। তাদের সাথে আলোচনার পরই গোটা বিষয়টি প্রকাশ্যে আসবে বলে দাবি করেন প্রাক্তন সাংসদ জীতেন্দ্র চৌধুরী।

চিকিৎসক

● প্রথম পাতার পর

আদেশ জারি করেছে স্বাস্থ্য দফতর। ডা. কৌশিক চক্রবর্তী নিজের ফেসবুক ওয়ালে একটি ছবি দিয়ে বরখাস্তের বিষয়টি জানিয়েছেন। ওই ছবিতে তাঁকে তৃপ্ত দেখাচ্ছে বলে তিনি দাবি করেছেন।

প্রেমিকা

● প্রথম পাতার পর

দেওয়ার মত কেউ ছিল না। সূত্রের খবর বিগত তিন বছর ধরে তারা ভালবাসায় আবদ্ধ ছিল।

চালকদের নজরদারি করতে দুবাইয়ে ট্যাক্সিতে লাগানো হচ্ছে সিসিটিভি ক্যামেরা

দুবাই, ২১ অক্টোবর (হি. স.): দুবাই রোড অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি তাদের চালকদের নজরদারি করার জন্য এখন শহরের চলমান প্রতিটি ট্যাক্সিতে সি সি নজরদারি ক্যামেরা লাগিয়েছে। জানা গেছে, ট্যাক্সিতে ভ্রমণের সময় যাতে নিয়ম লঙ্ঘন না হয় তার জন্যই এমন সিদ্ধান্ত। এই পরিষেবাতে নজরদারির ফলে যাত্রীদের অভিযোগ কিছুটা কমবে।এই সিস্টেমে এমন সেন্সর রয়েছে যাগ্রাহক ভ্যানে প্রবেশের পরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্যামেরাটি সক্রিয় করে। আরটিএ পাবলিক ট্রান্সপোর্ট এজেন্সির পরিবহন ব্যবস্থার পরিচালক খালিদ আল আবাদী বলেছেন, দুবাইয়ের ১০, ৬৮৪ ট্যাক্সিতে সিকিউরিটি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। এই পদক্ষেপের লক্ষ্য হল ট্যাক্সি ড্রাইভারদের তাদের ব্যবসায়ের ব্যবসায়িক নীতিগুলি সহজভাবে মেনে চলা। তিনি বলেন, এই প্রক্রিয়াাি ২০১৭ সালে চালু হয়েছিল এবং পর্যায়ক্রমে দুবাইয়ের সব ট্যাক্সিগুলিতে এই ব্যবস্থা চালু না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। যাত্রীদের সুবিধার বিষয়টিই আমাদের অগ্রধিকার।এই পদক্ষেপটি আরটিএর লক্ষ্য ”পিপল হ্যাপিনেস” ।

আনন্দমূর্তিজির ৩০তম মহপ্রয়ান দিবল পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২১ অক্টোবর ।। জগৎগুরু শ্রীশ্রী আনন্দমূর্তি জির পার্থিব দেহের ৩০ তম মহাপ্রয়ান উপলক্ষে সোমবার সকাল থেকে আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ বিশালগড় ইউনিটের উদ্যোগে স্থানীয় আনন্দমার্গ স্কুলের জাগৃতী হলে তিনঘন্টা ব্যাপি অখন্ড কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকাল ৯টায় আনন্দমূর্তি জির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। তারপর প্রভাত সঙ্গীত, কীর্তন ও সমবেত সাধনার মাধ্যমে প্রথম পর্বের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। দ্বিতীয় পর্বে মহাপ্রয়ান উৎসবকে কেন্দ্র করে বিশালগড় মিউনিসিপালিটি সংলগ্ন এলাকা সহ আশেপাশের আরও আটটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট ৬০ জন দুস্থঃ অসহায় মহিলা পুরুষদের শীত বস্ত্র প্রদান করা হয়। শীতবস্ত্র প্রদান করেন স্থানীয় আনন্দমার্গ স্কুলের চেয়ারম্যান ননীগোপাল দেবনাথ। বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল মানিক দেবনাথ সহ অন্যান্যরাও অনুষ্ঠান শেষে প্রচুর সংখ্যক আনন্দমার্গী ভক্তবৃন্দ সহ এলাকার মানুষ মিলিত ভোজে অংশগ্রহন করেন।

বাদল চৌধুরীকে খোঁজার নামে হয়রানির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২১ অক্টোবর ।। দুর্নীতি মামলায় প্রাক্তন পূর্ত মন্ত্রী বাদল চৌধুরীকে খোঁজার নামে তেলিয়ামুড়ার বিভিন্ন স্থানে বাড়িঘরে পুলিশের তল্লাশির ঘটনা ঘিরে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এ ধরনের কার্যকলাপের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে বিরোধী দল সিপিআইএম। এর প্রতিবাদে সোমবার তেলিয়ামুড়ায় প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল ও সভা সংগঠিত করা হয়। সাধারণ মানুষজন গভীর অর্থ সঙ্কটে। মানুষের ক্রমবর্ধমান দুঃখ দুর্দশা বেড়েই চলেছে। উপরন্তু প্রাক্তন পূর্ত মন্ত্রী বাদল চৌধুরীকে খোঁজার নাম করে পুলিশ দিয়ে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে রাজনৈতিক হয়রানির প্রতিবাদে সিপিআইএম তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে সোমবার তেলিয়ামুড়াতে প্রতিবাদ মিছিল ও সভা করল সিপিআইএম কর্মীরা। এই প্রতিবাদ মিছিলে ছিলেন সিপিআইএম তেলিয়ামুড়া বিভাগীয় সম্পাদক হেমন্ত কুমার জমাতিয়া, এডিসির চেয়ারম্যান রঞ্জিত দেববর্মা, প্রাক্তন বিধায়ক মনীন্দ্র চন্দ্র দাস, সুভাষ নাথ, হীমান রায় সহ অন্যান্যরা। এদিন সিপিআইএম তেলিয়ামুড়া বিভাগীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে প্রতিবাদ মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। পরে বিভাগীয় কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয় মিছিলটি। সেখানে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিবাদ সভা। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এডিসির চেয়ারম্যান রঞ্জিৎ দেববর্মা বলেন, গোটা রাজ্যে একসাথে ৭ দফা দাবির ভিত্তিতে সিপিআইএম কর্মীরা প্রতিবাদ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা করছে। রাজ্যের বর্তমান সরকার প্রাক্তন পূর্ত মন্ত্রী বাদল চৌধুরীকে খোঁজাখুঁজির নামে পুলিশ দিয়ে রাজনৈতিকভাবে হয়রানি করাচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। তবে সোমবারের প্রতিবাদ মিছিলে দলীয় কর্মীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। অবিলম্বে পুলিশি হয়রানি বন্ধ করার জন্য দলের পক্ষ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

সহায়িকারা

● প্রথম পাতার পর

বেতন ভাতা বাড়ানো হচ্ছে না। সে কারণেই তারা আন্দোলনে শামিল হচ্ছেন। ত্রিপুরা অঙ্গনওয়াড়ি সংঘের সাধারণ সম্পাদিকা মঞ্জুলা চক্রবর্তী বলেন, গতবছরও আন্দোলন সংগঠিত করা হয়েছে। কিন্তু সরকার তাতে ইতিবাচক কোন সাড়া দেয়নি। সে কারণেই তারা আবারও আন্দোলনের পথে পা বাড়িয়েছেন। সরকার দাবি না মানলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

ত্রিপুরা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সংঘের সাধারণ সম্পাদিকা মঞ্জুলা চক্রবর্তী বলেন, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের সরকারি কর্মচারী হিসেবে স্বীকৃতি না দেওয়া পর্যন্ত যথাক্রমে ১৮ হাজার এবং ৯ হাজার টাকা করে ন্যূনতম মাসিক বেতন প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। দেশের প্রতিটি রাজ্যের প্রতিটি জেলায় গ্রামীণ স্তর পর্যন্ত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র রয়েছে। এইসব অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি শিশুদের শারীরিক মানসিক ও শিক্ষার দিক দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে চলেছে। প্রসূতি মায়েদেরকেও পরিষেবা দিচ্ছে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি। গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করার পরও তাদেরকে সরকারি কর্মচারী হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান কিংবা বেঁচে থাকার জন্য পর্যাপ্ত অর্থের সংস্থান না করায় ক্ষোভে ফুঁসছেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা। এরই বহিঃপ্রকাশে আন্দোলনে শামিল হচ্ছেন তারা।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

রয়েছেন। আজ তাদের সকলের প্রতিই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সহ অন্যান্য অতিথিগণ।

বুথ ফেরত সমীক্ষায়

আটের পাতার পর

কংগ্রেস ১০ এবং অন্যান্যরা ৫ আসন। সবকটি এক্সিট পোলের ফলাফলেই কার্যত পরিষ্কার রাজ্যে ফের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসছে বিজেপি। তবে এই ফলাফল পরিষ্কার হবে আগামী ২৪ অক্টোবর।

আটক এক

আটের পাতার পর

ঢাকা-সহ একাধিক জায়গায় হিন্দুদের উপর হামলার ঘটনা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে।

NIT NO: e-PT-05/EE/RD/MNU/D/2019-20, dt. 17-10-2019.

The Executive Engineer, RD Manu Division, Dhalai District, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 03:00 PM 05/11/2019 for 2 (two) nos const. works. For details visit website- https:// tripuratenders.gov.in and contact at M- 9436124338. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Sl. No.	Name of the work	Estimated cost put to bid	Earnest Money	Tender Fee	Period of Completion	Last date & time of submission of bid	Website for online bidding	Last date & time of submission of EMD, e-tender processing fee	Time & date of opening of bid if possible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	CONSTRUCTION OF LEGAL METROLOGY BUILDING AT CHAILENGTA, LTV, DHALAI TRIPURA UNDER RD MANU DIVISION/SH: BUILDING PORTION IN/C INTERNAL WATER SUPPLY, SANITARY INSTALLATION, ETC. DNIT No: e-DT-36/SE/RD/4th C/MNU/D/2019-20, dt.16-10-2019.	18,37,691.00	18,380/-	1,000/-	90 days	05/11/2019 upto 03:00 PM	https://tripuratenders.gov.in	From 19/10/2019, 04:00 PM to 07/11/2019 up to 03:00 PM	07/11/2019 at 3:00 Noon (if possible)
2	Const. of Additional class room for Chakbeha CP SB school (2 units) at West Malidhar under Chawmanu RD Block,2018-19.(2nd call). DNIT No: e- DT- 24/EE/RD/MNU/DLI/2018-19, dt.19/01/2019.	11,65,751.00	11,660/-	1,000/-	60 days				

Please note it can be seen and period of downloading of bidding documents from 19-10-2019 at 4.00 PM to 05-11-2019 at 3.00 PM on website https://tripuratenders.gov.in.

For and on behalf of Governor of Tripura

Er. Binoy [illegible]
Executive Engineer
RD Manu Division,Dhalai.

ICA-C/1384/19-20

PRESS NOTICE INVITING TENDER No:-07/PNIT/EE/WRD-IV/BLN/2019-20

Sl No	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Cost of Tender Form	Last date & time of Receipt Application and Issue of tender Form	Last date & time of dropping with place of dropping	Time of Completion	Class of Tenderer
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rain Water storage project/MI Scheme at Avanga Charra under Bagafa Block, South Tripura/S/R-Hiring of Maruti Van (OMNI)/ Latest Model for office of the Assistant Engineer, Water Resource Sub-Division Santirbazar, South Tripura during the year 2019-20 for 01(One) year. DNIT NO- 21/EE/WRD-IV/BLN/DNIT/2019-20	₹ 280,000.00	₹ 2,800.00	₹ 1,000.00	30/10/2019 up to 4.00 pm	05/11/2019 up to 3.00 pm o/o the EE/WRD-IV/BLN	01 (One) Years	Appropriate Class
2	Mtc. of different M. I Schemes under Water Resource Division No-IV, Belonia, South Tripura District/Hiring of Maruti Van (OMNI) Latest Model for the EXECUTIVE ENGINEER Water Resource Division No-IV, Belonia South Tripura during the year of 2019-20 for 01 (One) Year. DNIT NO-22/EE/WRD-IV/BLN/DNIT/2019-20	₹ 279,000.00	₹ 2,790.00	₹ 1,000.00	do	do	-do-	-do-
3	Rain Water Storage project MI Scheme at Kiahari cherra under Rajnagar Block, South Tripura District/S/R-Construction of earthen dam under sluice and pipe outlet (Excluding spillway, Diaphragm wall and steel gate)/Job No:-TR/MI/34/PLAN/AIBP/2009-2010)/Hiring of Maruti Van (OMNI) Latest Model for the Assistant Engineer, Water Resource Sub-Division No-I, Belonia, South Tripura during the year 2019-20 for 01(One) year. DNIT NO-23/EE/WRD-IV/BLN/DNIT/2019-20	₹ 279,000.00	₹ 2,790.00	₹ 1,000.00	do	do	-do-	-do-

Note:-
1. All other details are available in the office of the undersigned

ICA-C/1389/19-20

(Er. Sudip Biswas)
Executive Engineer
Water Resource Division No-IV
Belonia, South Tripura

সোমবার রাজধানীর উমাকান্ত একাডেমি মাঠে আয়োজিত হয় দড়ি টানাটানির খেলা। ছবি- নিজস্ব।

অনিশ্চিত ভারত-বাংলাদেশ সিরিজ দাবি না মিটলে কোনওরকম ক্রিকেট ম্যাচে অংশ নয়, হুমকি শাকিবদের

ঢাকা, ২১ অক্টোবর (হি.স.) : আগামী ৩ নভেম্বর থেকে ভারতের মাটিতে টি-২০ সিরিজকে ঘিরে দেখা দিল অনিশ্চয়তা। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিপিএল) যতক্ষণ না তাঁদের এগারোটি দাবি মেনে নিচ্ছেন, ততক্ষণ কোনওরকম ক্রিকেট ম্যাচে অংশ নেবে না দল।সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে করে জাতীয় দলের অধিনায়ক শাকিব আল হাসান সাফ জানিয়েছেন। তাঁর মতে, ঘরোয়া টুর্নামেন্টে ক্রিকেটাররা যে অর্থ পান, তা যথেষ্ট নয়। ক্রিকেটারদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অনুযায়ী অর্থ দেওয়া উচিত। ভারতে তিনটি টি-২০ এবং দুটি টেস্ট খেলার কথা বাংলাদেশের। কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে সিরিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে। এবার দেখার, চাপের মুখে বোর্ড নিজের সিদ্ধান্তে বদল আনে কি না।

এদিন তিনি জানান, বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে একটি নতুন নিয়ম চালু করে বোর্ড। যেখানে বলা হয়েছে, টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়া প্রত্যেকটি দলের প্রথম একাদশে অন্তত একজন লেগ-স্পিনার রাখতে হবে। নির্দেশ না মানায় দুই দলের হেড কোচকে নির্বাসিতও করে বোর্ড। আর এই বিষয়টিই শাকিবদের ক্ষোভের অন্যতম কারণ। তাঁর কথায়, এতে ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্সকে চেপে দেওয়া হচ্ছে। শাকিব বলেন, "এতবছর ধরে আমাদের দল একটা লেগ স্পিনার বাছাই করতে পারেনি। আর হঠাৎ করে ঠিক হয়ে গেল বিপিএলে সাতজন লেগ-স্পিনার নিতে হবে। এমন সিদ্ধান্ত বেশ অবাকই করেছিল। বোর্ড নিশ্চয়ই ভাল কিছু ভেবেই সিদ্ধান্তটা নিয়েছে।" তবে শাকিবের মতে, বিপিএল বোলার তৈরি করার জায়গা নয়।

অলরাউন্ডার বলেন, "আমার মনে হয়, আত্মবিশ্বাসী আর ধারাবাহিক হয়ে উঠতে লেগ স্পিনারদের অনেক বেশি প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলতে হবে। এই টুর্নামেন্টটা (বিপিএল) আন্তর্জাতিক মানের। বিশ্বের নানা তারকা ক্রিকেটারদের সঙ্গে ড্রেসিংরুম এখানে শেয়ার করে নিতে পারেন বাংলাদেশিরা। তাই এটা লেগ-স্পিনার তৈরির জায়গা নয়।" সেই কারণেই বোর্ডের এমন সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট তিনি।

এই বিষয়টির পাশাপাশি দেশের ক্রিকেট স্টেডিয়ামের পরিকাঠামো নিয়েও বেশ হতাশ শাকিব। জিম থেকে ইন্ডোর- প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই উন্নতির প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন তিনি। সেই সঙ্গে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটারদের ম্যাচ ফি নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি।

ইংল্যান্ডের দ্য হান্ড্রেড ফর্ম্যাটে ফ্র্যাঞ্চাইজি পেলেন না গেইল, মালিঙ্গা শাকিব-র মতো ক্রিকেটাররা

লন্ডন, ২১ অক্টোবর (হি.স.) : ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের নতুন ফর্ম্যাটের টুর্নামেন্ট দ্য হান্ড্রেডে দল পেলেন না ক্রিস গেইল, লসিথ মালিঙ্গা, শাকিব আল হাসানের মতো তারকা ক্রিকেটাররা। টি-২০ বিশেষজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি কেনার আগ্রহ দেখায়নি গেইলদের। এমন কি দক্ষিণ আফ্রিকার তরুণ স্পিড স্টার কাগিসো রাবাদার জন্যও কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি আগ্রহ দেখায়নি।

গেইল ও মালিঙ্গা ১ লক্ষ ২৫ হাজার পাউন্ডের সর্বোচ্চ দাম নির্ধারন করেছিলেন নিজেদের। তবে কেরিয়ারের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা দুই তারকার পিছনে এমন বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করতে রাজি হয়নি দ্য হান্ড্রেডের কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি। সর্বোচ্চ দামের তালিকা থেকে সবার আগে দলে নেওয়া হয় আফগান স্পিনার রসিদ খানকে। এছাড়া আন্দ্রে রাসেল, অ্যারন ফিঞ্চ, মিচেল স্টার্ক, সুনীল নারিন, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, ডার্সি শর্ট, ডেভিড ওয়ার্নার, স্টিভ স্মিথ, এমনকি মুজিব উর রহমান ও ইমরান তাহিররা বিক্রি হয়েছেন সর্বোচ্চ দামে। ১ লক্ষ পাউন্ডের কোটায় নিজেদের রাখা শাকিব আল হাসান, ট্রেন্ট বোল্ট, কায়রন পোলার্ড ও ডোয়েন ব্র্যাভোও অবিক্রিত থেকেছেন। এই কোটায় ইংল্যান্ডের বাইরের ক্রিকেটার হিসাবে দল পেয়েছেন কেন উইলিয়ামসন, ক্রিস লিন, মহম্মদ নবি, সন্দীপ লামিছানে, মহম্মদ আমেররা।

বাকি ক্যাটাগরি থেকে দ্য হান্ড্রেডের অন্দরমহলে ঢুকে পড়েছেন ন্যাথন কুল্টার-নাইল, শাদব খান, শাহীন আফ্রিদি, ফ্যাবিয়ান অ্যালেন, ওয়েনি পার্নেল, রায়ান টেন দুশখাতে, মিচেল স্যান্টনার, ডেভিড মালান, অ্যাডাম জাম্পা, ওভার্টন, ইভান্স, রীসরা।

ইসিবি'র সেন্ট্রাল কন্ট্রাক্ট তালিকা থেকে দ্য হান্ড্রেডের ঘরে ঢুকেছেন জো রুট, জোফ্রা আর্চার, বেন স্টোকস, জনি বোয়ারস্টো, স্যাম কারান, জোস বাটলার, ররি বার্নস ও ক্রিস ওকস। সর্বোচ্চ ১ লক্ষ ২৫ হাজার পাউন্ডে ব্রিক্রি হয়েছেন জেসন রয়, ইয়ন মর্গ্যানরা।

প্রিমিয়র লিগে লিভারপুলের বিজয়রথ থামাল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড

ম্যাঞ্চেস্টার, ২১ অক্টোবর (হি.স.) : প্রিমিয়র লিগে লিভারপুলের টানা ৮ ম্যাচের বিজয়রথ থামাল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। শেষ মুহূর্তে ঘরের মাঠে গোল হজম করেও জয় তুলে নেওয়া সম্ভব হল না রেড ডেভিলসদের।

ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ইংলিশ প্রিমিয়র লিগের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে লিগ টেবিলের শীর্ষে থাকা লিভারপুলকে আটকে দিল ম্যান ইউ। উত্তেজক ম্যাচ শেষ হল ১-১ গোলের সমতায়। প্রথমার্ধে মার্কাস রাশফোর্ডের গোলে এগিয়ে যায় ম্যাঞ্চেস্টার। দ্বিতীয়ার্ধে অ্যাডাম লালানার গোলে ম্যাচে সমতা ফেরায় লিভারপুল। লিভারপুল চলতি প্রিমিয়র লিগে এই প্রথমবার কোনও ম্যাচ জিততে ব্যর্থ হয়। লিগের প্রথম আটটি ম্যাচে টানা জয় তুলে নেওয়ার পর অবশেষে ড্র'য়ের মুখ দেখে তারা। ম্যাচ থেকে পুরো পয়েন্ট ঘরে তুললে না পারলেও জুরগেন ক্লপরা যথারীতি লিগ টেবিলের শীর্ষস্থান ধরে রাখে।

ম্যাচের ৩৬ মিনিটের মাথায় জেমসের ক্রস থেকে থ্রু বলে পা ঠেকিয়ে লিভারপুলের জালে জড়িয়ে দেন রাশফোর্ড। যদিও গোল নিয়ে তীব্র আপত্তি তোলে লিভারপুল। তাঁদের দাবি রাশফোর্ড বল ধরার আগেই অরিজিকে ফাউল করেছিলেন লিন্ডেলফ। ম্যাচের প্রথমার্ধেই গোল পরিশোধ করে ফেলেছিল লিভারপুল।

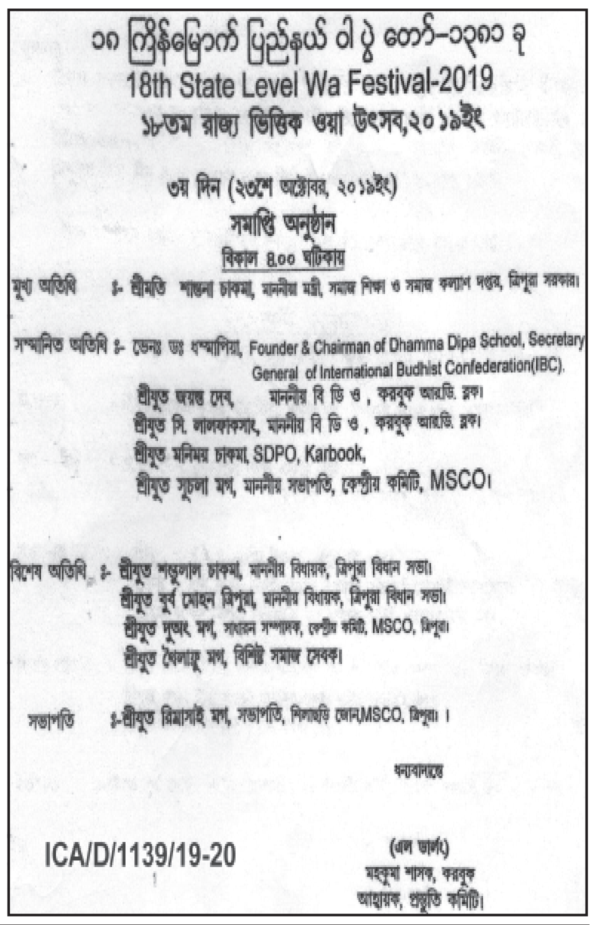

18th State Level Wa Festival-2019
১৮তম রাজ্য ভিত্তিক ওয়া উৎসব,২০১৯ইং

৩য় দিন (২৩শে অক্টোবর, ২০১৯ইং)
সমাপ্তি অনুষ্ঠান
বিকাল ৪.০০ ঘটিকায়

মুখ্য অতিথি ঃ- শ্রীমতি শান্তনা চাকমা, মাননীয় মন্ত্রী, সমাজ শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার।

সম্মানিত অতিথি ঃ- Founder & Chairman of Dhamma Dipa School, Secretary General of International Budhist Confederation(IBC).
শ্রীযুত অজয় দেব, মাননীয় বি ডি ও , করবুক আরডি. ব্লক।
শ্রীযুত মনিময় চাকমা, SDPO, Karbook,
শ্রীযুত ... মগ, মাননীয় সভাপতি, কেন্দ্রীয় কমিটি, MSCO।

বিশেষ অতিথি ঃ- শ্রীযুত শম্ভুলাল চাকমা, মাননীয় বিধায়ক, ত্রিপুরা বিধান সভা।
শ্রীযুত বুর্ব মোহন ত্রিপুরা, মাননীয় বিধায়ক, ত্রিপুরা বিধান সভা।
শ্রীযুত ... মগ, সাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি, MSCO, ত্রিপুরা।
শ্রীযুত ... মগ, বিশিষ্ট সমাজ সেবক।

সভাপতি ঃ-শ্রীযুত ... মগ, সভাপতি, শিলাছড়ি জোন,MSCO, ত্রিপুরা।

ধন্যবাদান্তে

ICA/D/1139/19-20

মহকুমা শাসক, করবুক
আহ্বায়ক, প্রস্তুতি কমিটি।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

বাংলাদেশে হিন্দু মন্দিরে হামলার ঘটনায় আটক এক

ঢাকা, ২১ অক্টোবর (হি. স.) : বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্থানে হামলার ঘটনায় এক অভিযুক্তকে আটক করেছে পুলিশ। বাংলাদেশে তিনটি মন্দিরে প্রতিমা গুঁড়িয়ে দিল দুষ্কৃতীরা। ঘটনার ফলে রীতিমতো উত্তেজনা ছড়িয়েছে দেশে।

রবিবার পিরোজপুরের জেলার নাজিরপুর উপজেলায় তিনটি মন্দিরে ভাঙচুর চলে দুষ্কৃতীরা। উপজেলার দীর্ঘা ইউনিয়নের কলারদোয়ানিয়া বাজার ও কলারদোয়ানিয়া গ্রামে মন্দিরে হামলা হয়। ঘটনার চালানোর সময় স্থানীয় বাসিন্দারা কামরুল ইসলাম সুজন (৩০) নামের এক দুষ্কৃতীকে পাকড়াও করে। জানা গিয়েছে, উপজেলার কলারদোয়ানিয়া বাজার সর্বজনীন দুর্গা মন্দির, কলারদোয়ানিয়া গ্রামে শ্রী শ্রী রাধাগোবিন্দ সেবাশ্রম ও কালি মন্দিরের প্রতিমা ভাঙচুর করার ঘটনায় আটক সুজন পার্শবর্তী নেছারাবাদ (স্বরূপকাঠি) উপজেলার রাজাবাড়ী গ্রামের মৃত জয়নাল আবেদিনের ছেলে। ওই যুবক প্রথমে কলারদোয়ানিয়া বাজার সর্বজনীন দুর্গা মন্দিরের তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে প্রতিমা ভাঙচুর করে। পরে কলারদোয়ানিয়া বাজার সংলগ্ন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অধীর রঞ্জন মল্লিকের বাড়ির শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ মন্দিরে ঢুকে প্রতিমা ভাঙচুর করে। ওই বাড়ির গৃহবধূ গৌরী মল্লিক জানান, তিনি ভোরবেলা মন্দিরের দরজার তালা খুলে রেখে পুজো দেওয়ার জন্য ফুল তুলতে যান। কিছুক্ষণ পরে এসে দেখেন পাঞ্জাবি পরা, মাথায় টুপি ও মুখে দাড়িওয়ালা এক লোক বাড়ি থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। তখনও তিনি বিষয়টি বুঝতে পারেননি। তারপর মন্দিরে ঢুকে দেখেন সব প্রতিমা ভাঙা।

নাজিরপুর থানার ওসি মহম্মদ মুনিরুল ইসলাম মুনির জানান, ঘটনার খবর পেয়ে তিনি পুলিশ সুপার-সহ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। আটক কামরুল ইসলাম সুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। এই বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে শেখ হাসিনা সরকার ক্ষমতায় আসার পর অনেকটাই পিছু হঠেছে জামাত-সহ বেশ কয়েকটি মৌলবাদী সংগঠন। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আওয়ামি লিগ সরকারের কড়া মনোভাবে কোণঠাসা সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি এবার সংখ্যালঘুদের উপর হামলা চালাচ্ছে। সম্প্রতি, মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের হয়ে অত্যাচার চালানোর দোষে বেশ কয়েকজন জামাত নেতার ফাঁসি হওয়ার পর থেকেই দেশের সিলেট,

ছয়ের পাতায় দেখুন

ধর্মনগর-কৈলাসহর সড়কের বেহাল অবস্থা সংস্কারের উদ্যোগ নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২১ অক্টোবর।। বেহাল দশায় পরিণত ধর্মনগর থেকে কৈলাশহর সংযোগি সড়কটি। দীর্ঘ ২ বছর যাবত জরাজীর্ণতায় মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে ধর্মনগর কৈলাশহর দ্ম.ন্দ্র.ত্ম. সড়কটি ।যানচালক থেকে শুরু করে সাধারণ জনগণ ও যাত্রীদের একটাই দাবি অতিসত্বর যেন এই সড়কটি মেরামত করে যান চলাচলের উপযোগী করা হয় ।গত বাম জমানা থেকে উত্তর জেলার ধর্মনগর থেকে ঊনকোটি জেলার কৈলাশহর সংযোগী দ্ম.ন্দ্র.ত্ম. সড়কটির বেহাল দশায় পরিণত হয়েছিল। তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যস্ততম সড়কটি সংস্কারের কোন উদ্যোগ নেয়নি ।মূলত ধর্মনগর থেকে কৈলাশহর সড়কটি প্রায় ২৮ কিলোমিটার ।তারমধ্যে ধর্মনগরের হাফলং থেকে কৈলাশহরের ঊনকোটি পর্যন্ত প্রায় ১৫ কিলোমিটার পথ যান চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে ।তারই মধ্যে রাজ্যে সরকারের পালাবদল ঘটে ।রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর গুরুত্বপূর্ণ ধর্মনগর কৈলাশহর সড়কটি মেরামতের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। সুতরাং ধর্মনগর কৈলাশহর সড়কের প্রায় ১৫ কিলোমিটার রাস্তায় পুকুর সমতুল্য গর্তে পরিণত হয়েছে ।অনেক যানচালক থেকে শুরু করে যাত্রীরা ভয়ে এই সড়ক দিয়ে চলাফেরা করা বন্ধ করে দিয়েছেন ।রাস্তার বেহাল দশার কারণে অনেক পথদুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ।বৃষ্টিপাত না হলে কোন ভাবে যান চলাচল কিছুটা করতে পারলেও বৃষ্টিপাত হলে এই ব্যস্ততম সড়ক পুরোটাই বন্ধ হয়ে পড়ে ।জানা গেছে এই সড়কটি উত্তর জেলার ধর্মনগর থেকে ঊনকোটি জেলার কৈলাশহরের বুক চিরে কমলপুর হয়ে আগরতলা গিয়ে মিশেছে। সুতরাং বহিঃরাজ্য থেকে আসা যাত্রীবাহী ও পন্যবাহী লড়ি এই পথ দিয়ে যাতায়াত করত ।আজ তা অতীতে পরিণত হয়ে গিয়েছে ।এই সড়কটি পূর্ত দপ্তর আওতাধীন থাকলেও কি অদৃশ্য কারণে দীর্ঘ দিন থেকে সংস্কারের অভাবে আজ যান চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে তা সকলেরই অজানা ।জান চালক,যাত্রী ও স্থানীয়দের একটাই দাবী রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও পূর্ত দপ্তর যেন এই সড়কটি দিকে একটু দৃষ্টিপাত করেন এবং এই রাস্তাটি সংস্কার করে যান চলাচলের উপযোগী করে দেন।

এদিকে জান চালকরা জানান, এই সড়ক দিয়ে উনারা প্রতিনিয়ত ধর্মনগর থেকে কৈলাশহর এবং কৈলাশহর থেকে ধর্মনগর যাতায়াত করেন ।কেউ কেউ আবার কমলপুর,আগরতলায়ও যাতায়াত করেন ।আর রাস্তার বেহাল দশার কারণে উনাদের গাড়ির যেমন ক্ষতি হচ্ছে তেমনি দুর্ঘটনা সংগঠিত হচ্ছে,পাশাপাশি থাকছে যাত্রীদের জীবনের ঝুঁকিও ।শুধু তাই নয় এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করলে গাড়ির বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। চালকরা আরও জানান,কৈলাশহর থেকে ঊনকোটি পর্যন্তও রাস্তার বেহাল দশা ছিল কিন্তু থাইল্যান্ডের মহারানী ঊনকোটি সফরে আসার কারণে তড়িঘড়ি কৈলাশহর থেকে ঊনকোটি পর্যন্ত পথের একটা অংশ রাস্তার মেরামত করা হলেও ঊনকোটি থেকে ধর্মনগর পর্যন্ত প্রায় ১৫ কিলোমিটার পথ আর মেরামতির ছোঁয়া

ছয়ের পাতায় দেখুন

কালী পূজো ও দেওয়ালী উপলেক্ষ ব্যস্ততা রাজ্যবাপী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২১ অক্টোবর।। আর মাত্র কয়েকটা দিন তারপরই রাজ্য জুড়ে পালিত হবে আলোর উৎসব দীপাবলী অর্থাৎ কালীপুজো ।বর্তমানে সেই কালীপুজোর আয়োজনে চরম ব্যস্ততা লক্ষ করা যাচ্ছে রাজ্যের সর্বত্র ।সেই মোতাবেক ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট মহকুমার শহরাঞ্চল ও গ্রামীন এলাকা রাজনগরের মৃৎশিল্পীদের মধ্যে বর্তমানে নাওয়া খাওয়া ছেড়ে কালী প্রতিমা নির্মাণে ব্যাস্ততা চরমে।

রাজনগরের এক মৃৎ শিল্পী হিমাংশু রুদ্রপাল জানিয়েছেন এবছর তিনি ২৫ টির মতো কালী প্রতিমা তৈরি করেছেন ।এই কাজের মধ্য দিয়েই তিনি উনার সংসার প্রতিপালন করে আসছেন ।তবে বর্তমানে বাজারে দ্রব্যসামগ্রীর আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির ফলে এবছর আর মূর্তি নির্মাণ করে তেমন লাভের মুখ দেখবেন না বলে জানালেন ঐ মৃৎশিল্পী।

শুধু রাজনগরই নয়,কুমারঘাট মহকুমা শহরের মৃৎশিল্পীরাও বর্তমানে মূর্তি নির্মাণে একপ্রকার কাল ঘাম ঝরাচ্ছেন ।বলতে গেলে তারা যেন নিজেদের মধ্যে এক অঘোষিত প্রতিযোগিতায় নেমে পড়লেন।

যাইহোক লাভের হার তেমনটা না-থাকলেও প্রতিকূল এক পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে কুমারঘাট মহকুমার শহর থেকে গ্রাম এলাকার মৃৎশিল্পীরা আজও মৃৎশিল্পটাকে নিজেদের মতো করে ধরে রেখে তা জিয়িয়ে রাখার প্রচেষ্টা করে চলেছেন ।একদিকে এটা তাদের কোনরকমে রোজগার করে সংসার প্রতিপালনের মাধ্যম হলেও একটা নেশা ও শিল্পের টানেই তারা এই পেশাটাকে ভালোবেসে বাঁচিয়ে রেখেছেন বলে অভিমত তথ্যবিজ্ঞ মহলের। কালীপুজোর আগে প্রতিটি মণ্ডপে মণ্ডপে কালী মায়ের মূর্তি পৌঁছে দিতে কোন খামতি রাখছেন মৃৎ শিল্পীরা।

শান্তিরবাজার সংযোজন।। আধুনিকতার ছোঁয়ায় মাটির প্রদীপ কিংবা মোমবাতির ব্যবহার অনেকটাই কমে গেছে। বৈদ্যুতিক রকমারি আলোর সাহায্যে ঘরবাড়ি আলোকিত করেন অনেকেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও অতিতের ঐতিহ্য ও নিয়মকানুন মেনে মাটির প্রদীপ ও মোমবাতির ব্যবহার খানিকটা হলেও নজরে আসে। দীপাবলিতে মোমবাতির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় মোমবাতি তৈরির কারখানাগুলিতে

ছয়ের পাতায় দেখুন

সপরিবারে ঊণকোটিতে রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২১ অক্টোবর।। রাজ্যের রাজ্যপাল হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার পর প্রথমবারের মতো সপরিবারে ঊনকোটি পরিদর্শনে এলেন রাজ্যপাল রমেশ বৈস। রবিবার সড়কপথে উনি আগরতলা থেকে কৈলাসহরে আসেন। রবিবার বিকাল ৪টা নাগাদ ঊনকোটি পরিদর্শনের কথা থাকলেও কৈলাসহর পৌঁছাতে দেরি হওয়ায় রবিবার পরিদর্শন বাতিল করা হয়। কৈলাসহর সার্কিট হাউসে রাত্রি যাপন করার পর সোমবার সকাল ১০টায় তিনি সপরিবারে ঊনকোটি পরিদর্শনে আসেন। ঊনকোটি পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন যে, ত্রিপুরা রাজ্য পুরোটাই হচ্ছে একটা একটি ঐতিহাসিক স্থান। তিনি রাজ্যের রাজ্যপাল হিসেবে নিযুক্ত হয়ে আসার পূর্বে ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাস সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। তিনি আরো বলেন, যে অঙ্গটি সম্পর্কে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ঐতিহাসিকরা যে সমস্ত তথ্য তুলে ধরেছেন আমাদের কাছে তার মধ্যে কিছুটা অপূর্ণতা রয়ে গেছে। তাছাড়া ঊনকোটির যে গুরুত্ব বা তার যে শিল্প নৈপুণ্যতা ঊনকোটিকে অনেক আগেই ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের স্থান পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তা আজও হয়নি। ঊনকোটি আজ অনেকটাই অবহেলিত। কারণ তার সঠিক তথ্য ও প্রচার এখনো সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি। দেশ-বিদেশের নানা ঐতিহাসিকরা এখানে এসে দেখা প্রয়োজন যে ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতি বা মূর্তি কলা শিল্প, ধার্মিক ভাবনা কতটা ছিল সেই প্রাচীনকাল থেকেই। পাশাপাশি তিনি ঊনকোটি পরিদর্শন করার পর তাকে খুব দ্রুত যাতে আরো উন্নত ও বিকশিত করা যায় এবং তার প্রচার প্রসারের জন্য আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার আধিকারিকদের সাথে কথা বলবেন। তিনি লক্ষ্য করেন ঊনকোটি উপর নিচে ওঠার জন্য যে সমস্ত সিঁড়ি রয়েছে তা বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে খুবই কষ্টকর। ফলে এসব সমস্যার সমাধানের জন্য খুব দ্রুত আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া কাজ করবে বলেও তিনি আশ্বস্ত করেন। তিনি ঊনকোটির সার্বিক উন্নয়ন ও প্রচার প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে আশ্বাস দেন। ঊনকোটি পরিদর্শনে রাজ্যের রাজ্যপালের সাথে ছিলেন উনার স্ত্রী, এক মেয়ে বন্ধু ও তিন নাতি-নাতনি। উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ আধিকারিক ভানুপদ চক্রবর্তী, জেলাশাসক রবীন্দ্র রিয়াং, ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব সহ প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা। রাজ্যের রাজ্যপালের এই সফর আগামীদিনে ঊনকোটির প্রচার-প্রসার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অনেকটাই

মহারাষ্ট্রে ভোটগ্রহণ অবাধ ও শান্তিপূর্ণ, ভোট পড়ল ৬৩ শতাংশ

এবারও বিজেপি-শিবসেনা জোট ক্ষমতায় আসতে চলেছে, ইঙ্গিত বুথ ফেরত সমীক্ষায়

ছবি- পিআইবি।

মুম্বই, ২১ অক্টোবর (হি.স.) : লোকসভা ভোটের প্রায় ছ'মাসের মধ্যে ফের বড় চ্যালেঞ্জ বিজেপির সামনে। লোকসভায় বিরাট সাফল্যের পর বিজেপির জন্য এই লড়াই ছিল নিজেদের মজবুত মাটিকে আরও শক্ত করার। অন্যদিকে, লোকসভা নির্বাচনে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া কংগ্রেসের কাছে এই লড়াই ছিল ঘুরে দাঁড়ানোর। এই লড়াইয়ে কার জয় হবে, কে হারবে সেসব জানা যাবে আগামী ২৪ অক্টোবর। সোমবারে মহারাষ্ট্রের ২৮৮ টি আসনে বড় কোনও অশান্তি ছাড়াই ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হয়েছে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, এদিন মহারাষ্ট্রে ২৮৮ টি আসনে ভোট পড়েছে ৬৩ শতাংশ। আগামী ২৪ অক্টোবর হবে গণনা। মহারাষ্ট্রে ২৮৮টি আসনের জন্য লড়াই করছে ৩২৩৭ প্রার্থী। রাজ্যে ভোটদাতার সংখ্যা ৮,৯৭,২২,০১৯। রাজ্যজুড়ে ৯৬,৬৬১ ভোটগ্রহণ গড়ে তোলা হয়েছে।

সোমবার সকাল ৭ টা থেকে হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে ভোটগ্রহণ পর্ব শুরু হয়। শুরু থেকে ধিমেতালে চললেও পরে গতি বেড়ে যায়। দুপুর একটা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৩০.৮৯ শতাংশ। ওয়ার্লি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তগর্ত ৬২ নম্বর বুথে বিকল হয়ে পড়ে ইভিএম। পরে সেই যন্ত্র পাল্টে নেওয়া হয়েছে।

এদিকে এদিন মহারাষ্ট্রের বিধানসভা নির্বাচনে সকাল সকাল ভোটদান পর্ব সেড়ে ফেলেন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থেকে বলিউডের তারকারাও। মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দিয়ে নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেছেন একাধিক বলিউড অভিনেতা-অভিনেত্রী। সোমবার সকাল ৭টার সময় শুরু হয় ভোটগ্রহণ। ভোট দিয়ে নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেন বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেত্রী তথা বিজেপি সাংসদ হেমা মালিনী। আট এবং নয়ের দশকের জনপ্রিয় অভিনেতা তথা প্রাক্তন সাংসদ গোবিন্দা নিজের স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ভোট দেন। মুম্বইয়ের আন্ধেরি পশ্চিমের একটি বুথে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন তিনি। স্ত্রী জেনেলিয়া ডি' সুজাকে সঙ্গে নিয়ে লাতুরের একটি বুথে ভোট দেন রীতেশ দেশমুখ। লাতুর শহর এবং লাতুর গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেস প্রার্থী হয়েছেন রীতেশ দুই ভাই অমিত দেশমুখ এবং ধীরাজ দেশমুখ। আন্ধেরি পশ্চিমে ভোট দেন ঋত্বিক রোশন এবং অনিল কাপুর। গীতিকার জাভেদ আখতারকে সঙ্গে নিয়ে ভোট দেন শাবামা আজমি। বান্দ্রা পশ্চিমে ভোট দেন দীপিকা পাড়ুকোন। সস্ত্রীক ভোট দেন সচীন তেন্ডুলকর। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পুত্র অর্জুন, স্ত্রী অঞ্জলি। ভোট দেন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী স্মৃতি ইরানিও।

এদিন সকালই ভোট দিয়েছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি, পীযূষ গোয়াল এবং ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টির অজিত পাওয়ার। ভোট দিয়ে বেরিয়ে পরিবহণ মন্ত্রী নীতিন গড়করি বলেন, মহারাষ্ট্রে রেকর্ড ভাঙা জয় নিয়ে আসবে বিজেপি শিবনেসা জোট। ফের একবার শাসন ক্ষমতা আসবে দেবেন্দ্র ফড়নবিশের হাতে।

মুম্বইয়ে ভোট দিয়েছেন রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়াল। এদিন তিনি বলেন, মহারাষ্ট্রের মানুষ আবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশকেই বেছে নেবেন। তিনি আরও বলেন, 'আমি নিশ্চিত বিজেপি শিবসেনা জোট ২২৫টি আসনে জয় লাভ করবে। মানুষ মোদীজি আর ফড়নবিশজির সঙ্গেই। কংগ্রেস গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে।' এদিন রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল জানিয়েছেন, কোনও বিশ্বাসযোগ্যতা না থাকায় বিরোধীরা কার্যত হেরে বসে রয়েছে। নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহের সঙ্গে রয়েছে মানুষ। বিজেপি-শিবসেনা জোট ২২৫টি আসন রাজ্যে পেতে চলেছে।

গণতন্ত্রের উৎসবে বিপুল সংখ্যায় ভোট দেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহন ভাগবত। সোমবার হরিয়ানা এবং মহারাষ্ট্রে বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষ্যে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়ায় যোগ দিয়ে বিপুল পরিমাণ ভোট দেওয়ার আবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

এদিন এক ট্যুইটবার্তায় তিনি লিখেছেন, হরিয়ানা এবং মহারাষ্ট্রে বিধানসভা নির্বাচন চলছে। দেশের একাধিক জায়গায় উপনির্বাচনও

ধর্মনগরে যাত্রা শুরু হল কেয়ার অফ ফুটপাত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২১ অক্টোবর।। রবিবার সন্ধ্যায় এক অনুষ্ঠানের মাধ্য দিয়ে উত্তরের ধর্মনগরের মাটিতে পথ চলা শুরু করলো কেয়ার অফ ফুটপাত নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। ধর্মনগর কালিবাড়ী দিঘীর পূর্ব পারে কিছু যুবকের আড্ডা স্থলে পরিণত হল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় ।দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত কিছু যুবকের আড্ডাস্থল ছিল এই কালীবাড়ি দিঘীর পূর্ব পার ।সারাদিন কর্মব্যস্ত জীবনের শেষে একটু

ছয়ের পাতায় দেখুন

হরিয়ানায় ভোটগ্রহণ অবাধ ও শান্তিপূর্ণ

ভোট পড়ল ৬১.৬২ শতাংশ

এবারও বিজেপির ঝড়ে শোচনীয় অবস্থা কংগ্রেসের, ইঙ্গিত বুথ ফেরত সমীক্ষায়

হরিয়ানা, ২১ অক্টোবর (হি.স.) : লোকসভা ভোটের প্রায় ছ'মাসের মধ্যে ফের বড় চ্যালেঞ্জ বিজেপির সামনে। লোকসভায় বিরাট সাফল্যের পর বিজেপির জন্য এই লড়াই ছিল নিজেদের মজবুত মাটিকে আরও শক্ত করার। অন্যদিকে, লোকসভা নির্বাচনে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া কংগ্রেসের কাছে এই লড়াই ছিল ঘুরে দাঁড়ানোর। এই লড়াইয়ে কার জয় হবে, কে হারবে সেসব জানা যাবে আগামী ২৪ অক্টোবর। সোমবারে হরিয়ানার ৯০টি আসনে বড় কোনও অশান্তি ছাড়াই ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হয়েছে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, এদিন হরিয়ানার ৯০টি আসনে ভোট পড়েছে ৬১.৬২ শতাংশ।

সোমবার সকাল ৭ টা থেকে হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে ভোটগ্রহণ পর্ব শুরু হয়। শুরু থেকে ধিমেতালে চললেও পরে গতি বেড়ে যায়। প্রথমে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত ভোট পড়ে ২৩.১২ শতাংশ। এরমধ্যে ভোওয়ানি জেলায় সবচেয়ে বেশি ভোট পড়েউ এছাড়া পঞ্চকুলায় ১৫.৫৫ শতাংশ, আম্বালায় ১৯.৪১ শতাংশ, যমুনানগরে ২৩.০৭ শতাংশ, কুরুক্ষেত্রে ২১.৩০ শতাংশ, কর্নালে ২৪.৯৯ শতাংশ, পানীপতে ২১.৮৯ শতাংশ, সোনিপাতে ২১.৬০ শতাংশ, জিন্দাবাদে ২৪.৪৪ শতাংশ। সিরসায় ভোটগ্রহণের হার ছিল ২৭.৫৭ শতাংশ, হিশারে ২৬.৭৫ শতাংশ, ভাওয়ানিয়ায় ৩৬.৬৬ শতাংশ এবং রোহটকে ২৩.৮৮ শতাংশ।

নির্বাচনের জন্য কড়া নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে সর্বত্র। তবে বেশ কিছু পোলিং স্টেশনে ইভিএম ত্রুটির কারণে ভোটগ্রহণ বিঘ্নিত হয়েছে। অন্যদিকে ভোটগ্রহণ চলাকালীন সিরসার রানিয়ানে পোলিং কর্মী ও এজেন্টদের মধ্যে বিরোধ শুরু হয়। থানাসর বিধানসভার ১৮৫ নম্বর বুথে ইভিএম খারাপ হওয়ার কারণে প্রায় এক ঘন্টা ভোটগ্রহণ ব্যাহত ছিল। এরপরে নতুন ইভিএম থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছিল।

হরিয়ানার ৯০টি আসনের মধ্যে ১৭টি আসন সংরক্ষিত। হরিয়ানায় মোট ১ কোটি ৮২ লক্ষ মানুষ করবেন নিজেদের নাগরিক অধিকার প্রয়োগ। হরিয়ানায় মোট ১৯ হাজার ৪২৫টি পোলিং স্টেশনে ভোট গ্রহণ হয়। এবার ভোট প্রচারের সময় রাজ্যের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী মনোহরলাল খট্টর বার বার বলেছেন, আমাদের লক্ষ্য হল ৭৫ টি আসন জিতে নেওয়া। যা শুনে অনেকে আবার টিপ্পনিও করছিলেন খট্টরকে। কিন্তু সোমবার হরিয়ানায় বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হতেই অধিকাংশ বুথ ফেরত সমীক্ষা জানিয়ে দিল, খট্টরের স্বপ্ন পূরণ হলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। অনেকেরই মতে, নব্বইটি আসনের মধ্যে সত্তরেরও বেশি আসন জিতে নিতে পারে বিজেপি। এদিকে গণতন্ত্রের উৎসবে বিপুল সংখ্যায় ভোট দেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহন ভাগবত। সোমবার হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষ্যে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়ায় যোগ দিয়ে বিপুল পরিমাণ ভোট দেওয়ার আবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

এদিন এক ট্যুইটবার্তায় তিনি লিখেছেন, হরিয়ানা এবং মহারাষ্ট্রে বিধানসভা নির্বাচন চলছে। দেশের একাধিক জায়গায় উপনির্বাচনও চলছে। রেকর্ড সংখ্যক ভোট দিয়ে গণতন্ত্রের এই উৎসবকে সমৃদ্ধি করার আহ্বান করেন তিনি। সমাজের যুব সমাজকে এগিয়ে আসতে বলেন।

৯০ আসন বিশিষ্ট হরিয়ানায় বিধানসভা নির্বাচনে এবার নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) ও কংগ্রেসের মুখোমুখি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে ।নির্বাচনে এবারও জাট অধ্যুষিত অঞ্চলে জননায়ক জনতা পার্টি(জেজেপি)-র পক্ষ থেকে প্রার্থী দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল লোক দল আলাদাভাবে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে। হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে এবার ১১৬৯ প্রার্থীর নির্বাচন যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে ১০৪ জন মহিলা প্রার্থী ৯০ টি আসনে দাঁড়িয়েছেন। বিজেপি ও কংগ্রেস সবকটি কেন্দ্রেই প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে। আর যেখানে বিএসপি ৮৭টি, সিপিআই চারটি এবং সিপিএম সাতটি আসনে প্রার্থী দিয়েছে। এছাড়া ৪৩৪ নির্দল প্রার্থী বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে দাঁড়িয়েছে ১৯৫৭৮ কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হয়। আগামী ২৪ নভেম্বর এই রাজ্যে ভোট গণনা শুরু হবে। গত নির্বাচনে ৯০ আসন বিশিষ্ট হরিয়ানায় ৪৭টি আসনে জয়লাভ করে সরকার গড়েছিল বিজেপি। এদিকে এদিন ভোটপর্ব শেষ হতে সামনে চলে আসে ৯০ আসন বিশিষ্ট হরিয়ানায় বিধানসভা বুথ ফেরত সমীক্ষা।

৯০ আসন বিশিষ্ট হরিয়ানা বিধানসভায় এখনও পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৬৫ শতাংশ। দেখা যাচ্ছে, লোকসভা ভোটের পরও দেশে অব্যহত গেরুয়া হাওয়া। অন্তত এমনই ইঙ্গিত পাওয়া গেল হরিয়ানায়। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে উত্তর ভারতের এই রাজ্যে ফের ক্ষমতায় ফিরতে চলেছে বিজেপি। সব এক্সিট পোলই বলছে হরিয়ানাতেও সহজেই ক্ষমতায় ফিরছে বিজেপি। অনেকটা দূরে দ্বিতীয় স্থানে কংগ্রেস।

হরিয়ানায় বিজেপি একাই পেতে পারে ৭১ আসন। কংগ্রেস ১১ এবং অন্যান্যরা ৮। আর অন্যান্য বুথ ফেরত সমীক্ষা অনুযায়ী, হরিয়ানায় বিজেপি পেতে পারে ৫২ থেকে ৬৩টি আসন। কংগ্রেস পেতে পারে ১৫-১৯ আসন। অন্যান্যরা ৭-৯ আসন। আবার কেউ বা বলছে হরিয়ানায় বিজেপি একাই পেতে পারে ৭৫ আসন।

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।